কিন্ত

কৃষ্ণদাস বিরচিত

প্রাপ্তিস্থান ডি, এম, লাইবেরী ৪২, কর্ণজ্যাদিশ্ *ইটি,* কলিকাভা প্রকশিক — শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী। জেনারেল পাব্ লিশাস লিমিটেড। ১২৬ বিবেকানন্দ রোড। কলিকাতা।

বৈশাথ ১৩৫০

মূল্য এক টাকা



প্রিণ্টার—গ্রীপ্রমণনাথ মান্না, গ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওরার্কস, ২৭ বি গ্রে ব্রীট, ক্রনিকাতা

পরিচয়

"কিন্তু" নাটক মৎপ্রণীত "হোটেন" নাটকের প্রায় ছইবৎসর পরবর্ত্তী ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

পূৰ্ববৰ্তী ঘটনা

পরেশ পূর্মবর্ত্তী নাটকে হোটেলের ম্যানেজার ছিল। তাহার স্বভাব ছিল অতিশয় অনস এবং নির্জীব। তাহার স্ত্রী চপলা বছদিন পূর্ব্বে তাহাদের একমাত্র নবজাত কন্তা পারুলকে লইয়া মহেন্দ্র নামক জনৈক প্রেমিকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে এবং তাহার সঙ্গে স্বামী-দ্রী ভাবে বসবাস করে। পরেশ এতদিন ধরিয়া বহু অর্থব্যয় করিয়া একটি গোয়েন্দা রাথিয়া তাহার খ্রীকে খুঁ জিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু কুতকার্য্য না হইয়া ক্রোধে নিক্ষল আন্ফালন করিতেছিল। পারুল মহেন্দ্রকেই পিতা বলিয়া জানিত। মহেন্দ্রের ঔরসে চপলার একটি কন্তা জ্বন্মে, তাহার নাম যুথিকা। পশ্চিমে ব্যবসা করিয়া মছেন্দ্র অনেক অর্থ উপার্জ্জন করে। একদিন চপলা এবং চপলার তুই কলাকে সঙ্গে নুইয়া মহেন্দ্র কলিক্ষাতায় আসিয়া পরেশের হোটেলেই উপস্থিত হয়। চপলা অহস্থ থাকায় পরেশ্রের দূকে তাহার চাকুর দেখা হয় না। মহেন্দ্রের সঙ্গে পরেশের পরিচয় না থাকায় পরেশ সাধারণভাবেই মহেন্দ্র এবং মেয়ে তুইটির সঙ্গে মেলামেশা করে এবং অজ্ঞাত কারণে পারুলের প্রতি বাংসল্য ভাবে অতিশয় আরুষ্ট হয়। এদিকে বিজয় নামে এক যুবক ডাক্তার এবং নবীন নামে জনৈক নিংম্ব সাহিত্যিক ঘণাক্রমে পারুল এবং যৃথিকার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। হোটেলে পরাশর নামে জনৈক দার্শনিক

প্রক্ষের থাকিত। ছই একদিনের মধ্যেই সে মহেন্দ্র ইত্যাদির প্রক্কৃত পরিচয় জানিতে পারে এবং পরেশের সঙ্গে চপলার দেখা হইলে যে ছর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে তাহাকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করে। বিজয় এবং নবীন তাহার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়াও বিবাহ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। ঘটনাচক্রে পরেশের সঙ্গে চপলার দেখা হয়, এবং সে জানিতে পারে যে পাক্ষল তাহারই কন্যা। কিন্তু পরাশরের আদর্শে অমুপ্রাণিত হইয়া কন্যার ভবিয়্যৎ মঙ্গল কামনায় পরেশ প্রতিশোধ লইতে এবং সন্তানের কাছে আত্মপ্রকাশ করিতে নিরস্ত হয়। বিজয় এবং নবীনের সঙ্গে যথাক্রমে পাক্ষল এবং যৃথিকার বিবাহ হইয়া য়ায় কিন্তু পাক্ষল এবং যৃথিকার কাছে পরেশ এবং চপলার প্রক্রত পরিচয় অপ্রকাশ থাকে।

কুষ্ণদাস

চরিত্র

বন্ধদ প্রায় সাতচল্লিশ। তাহার স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন পরেশ হইয়াছে। আলভ্যের চিহ্নমাত্র নাই। সঙ্গে সঙ্গে অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে এখন একটা বড় হোটেলের মালিক। কলেজের প্রফেসর। অবিবাহিত। বয়স পঞ্চাশের বেশী। পরাশর হোটেলে থাকে। বহুপূর্বের পরেশের বিবাহিতা স্ত্রী ছিল। এথন মহেন্দ্রের উপপত্নী। চপলা জনৈক ধনী ব্যবসায়ী। চপলার উপপতি। মহেন্দ্র পরেশ এবং চপলার ককা। সে মহেন্দ্রকেই পিতা বলিয়া জানে। পারুল তুই বৎসর পূর্বেব বিজন্নের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে। মহেন্দ্র এবং চপনার কন্তা। ছই বংসর পূর্বে নবীন নামক নিঃস্ব যৃথিকা সাহিত্যিকের সহিত বিবাহ হইয়াছে। যুবক ডাক্তার। পারুলের স্বামী। সকল বৃত্তান্ত জানিয়া শুনিয়াও বিজয় পারুলকে বিবাহ করিয়াছে। পারুল তাহার পিতামাতার প্রকৃত পরিচয় জানিলে মুর্মাহত হুইবে এই আশঙ্কায় তাহার কাছে সকল কথা গোপন রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নিঃস্ব সাহিত্যিক। যূথিকার স্বামী। नवीन মৃতদার মধ্য বয়স্ক ভদ্রলোক। হোটেলে থাকে। তিমির আফিসের কেরাণী। হোটেলে থাকে। যোগেন হোটেলের কেরাণী। যুবক। নরেন হোটেলের চাকর। ঝড়ু অবিনাশ জনৈক গোগেন্দা। क्रिक भनी यूदक। यूथिकात त्रांनाकाक्की। অপূৰ্ব্ব পূজারি, বৈরাগী, রতীন, অনিশ, রাজাবাহাছর ইত্যাদি।

দৃখ্যসূচী

প্রথম অঙ্ক

কলিকাতার একটি বৃহৎ এবং আধুনিক হোটেলের স্থ্যজ্জিত আফিস ঘর। সময় প্রাত্তকাল।

বিভীয় অঙ্ক

প্রথম দৃগ্র

মাদ্রাজে অপেক্ষাক্কত নির্জ্জন পল্লীতে একটি বড় রকমের বাড়ীর সম্মুখস্থ বাগান। করেক-দিন পর সন্ধ্যার প্রাকালে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উক্ত বাড়ীতে একটি পড়িবার ঘরের প্রাস্ত। কয়েক মিনিট পরে।

ভৃতীয় অঙ্ক

মান্ত্রাব্দে উক্ত বাড়ীর স্থসজ্জিত বসিবার ঘর। পর্যদিন বৈকালে।

বৰনিকা

প্রথম অঙ্ক

স্থান—একটি বৃহৎ এবং আধুনিক হোটেলের স্থাব্জিত অফিস ঘর। একপ্রান্তে বড় সেক্রেটারিরট টেবিলের উপরে অনেক প্রলকার ডাইরেক্টরী, টেলিফোন ডাইরেক্টরী, রেলের টাইমটেবল ইত্যাদি এবং আধুনিক ঘটা আছে। এই টেবিলে পরেশ বসে। দেওরালে কলিকাতার বিশেব স্তব্য স্থানগুলির চিত্র। অপর প্রান্তে ছোট একটি টেবিলে হিসাবের থাতা ইত্যাদি। এথানে কেরাণী বসে। একটি টাইপ যন্ত্রও আছে। পশ্চাতের দেওয়ালের পারে একটি কারুকার্য্য থচিত টেবিলে টেলিফোন। পার্শ্বেই একটি নীচু চেয়ার বাহাতে বিদরা টেলিফোনে কথাবার্ত্তা বলা বায়। ঘরে প্রবেশের একটি মাত্র দর্ম্বা—তাহাতে রত্তীন্ পর্কান আছে। মালিকের টেবিলের পশ্চাতে একটি জানানা, এথন বন্ধ। ঘরের এদিকে ওদিকে

সমর---প্রাত:কাল।

হাসিমুখে পরেশের প্রবেশ। তাহার প্রতি পদক্ষেপে কর্মোৎসাহ স্থপ্রকাশ, মনে হর পাহিতে পারিলে কাজ করিতে করিতেই মে চীংকার করিয়া করিত। পোষাক পরিপাট। গারে টিলেহাতার গিলে করা শাদা পাঞ্জাবি। পারে ম্যালবার্ট চটি, হাতে ঘড়ি। কেশ সুবিশুন্ত। স্ফার্মরূপে পাকানো একজোড়া গোঁফ আছে। পরেশ ঘরে চুকিয়া চতুর্দ্ধিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল সব আসবাব পত্ৰ স্বস্থানে আছে কিনা। সে নিজের হাতে बूरे এकशानि टिवाब रेडािनि शतिशाहि जात माजारेन अनः शत कांगाना श्रीनन । कांगानात वाहिरतरे अकृषि भूभरमाञ्चिक साधवी-লতা রেজিকিরণে ঝলমল করিতেছে। পরেশ কিছুক্ষণ দাঁডাইয়া এই দৃষ্ঠ উপভোগ করিয়া নিজের টেবিলের কাছে আসিয়া मियल दिवित्मत छेशदा धक्दार केवर धूना त्रश्रिश বিরাছে। ভূত্য ঠিক্ষত পরিস্কার করে নাই। বিরক্ত হইরা সে ঘণ্টা বাজাইল। চাপরাশ ইত্যাদি পরিহিত ভূত্য রড়ুর প্রবেশ। ভাহার পোবাক পরিচ্ছদও বেশ পরিপাট। কাথে পরিফার ঝাডন।

ঝড়। (কায়দামত দেলাম করিয়া) ছজুর। পরেশ। টেবিলে ময়লা রয়েছে কেন ?

> বেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না এইরূপ ভাবে ঝড়ু টেবিলের দিকে তীক্ষ ভাবে তাকাইল।

হাঁ ক'রে দেখছিদ কি ? তোকে কতবার বলেছি টেবিল চেরারে যেন এতটুকু ধূলো না থাকে, তবু তোর থেয়াল হয় না? তোকে সাবধান করে দিচ্ছি আর একবার এ রকম হ'লে তোর ছুটি হয়ে যাবে।

ঝড়। (ঢোক গিলিয়া) হজুর।

পরেশ। আজ কে ঝাড়পোছ করেছে ?

ঝড়ু। ছজুর, নতুন ছোকরাটা ভারি বদমাইশ। সেদিন কাণ ম'লে দিয়েছি তবু শিখ্চে না কাজ।

পরেশ। শেখাতে না পারলে নিজের হাতে কাজ করবি। মোট কথা কাজ আমার চাই। ছোক্রা না পারলে তুই নিজে করবি, তুই না পারলে অগত্যা আমাকেই নিজের হাতে করতে হবে।

ঝড়ু। হজুর।

পরেশ! যা, আমার বকিন্নি। টেবিলটা ভাল করে ঝেড়ে দে। ঝড়া দিচিছ হজুর ।

বাইতে উন্নত।

পরেশ। কোথার যাচ্ছিদ্? ঝড়ু। ছোকরাকে ডাকতে। পরেশ। আঃ

> বড়ুর কাঁধ হইতে,ঝাড়ন লইরা নিজেই টেবিল পুছিল এবং ঝড়ুকে ঝাড়ন ফিরাইরা দিল। এইটুকু কাজের জন্ম আবার ছোক্রাকে ভাক্ছিদ্?

বাড়ু মাথা চুলকাইতে লাগিল। পরেশ চেরারে উপবেশন করিয়া তড়াক করিয়া ছুই পা টেবিলের উপর উঠাইয়া দিল।

এত অলস যদি থেকে যাস্ তাহ'লে কোনদিন জীবনে উন্নতি করতে পারবি না।

ঝড়ু। হজুর।

পরেশ। তার মানে আমার কথাগুলো তোর বিশ্বাস হচ্চে না ?

ঝড়ু। (সভয়ে) থুব বিশ্বাস হচ্ছে হুজুর।

পরেশ। (সন্দেহের সহিত তাকাইয়া) তুই ভাবছিস আমি এখনও সেই ম্যানেজারই রয়ে গিয়েছি, না ?

ঝড়ু। আজ্ঞে না হজুর। আপনি এখন এত বড় একটা হোটেলের মালিক। পরেশ। মালিক হলাম কি করে? একবার ভেবে দেখেছিস মালিক কি করে হয়েছি? নিজের চেষ্টার মালিক হয়েছি। হবছর আগে ছিলাম ছোট্ট একটা হোটেলের ম্যানেজার, এখন হয়েছিবড় একটা হোটেলের মালিক।

> টেলিফোন বাজিল। ঝড়ুটেলিফোন ধরিতে ছুটল। কিন্ত পরেশ ভড়াকুকরিয়া পা নামাইয়া ছুটল।

তুই দাঁড়া, আমি ধরছি। (টেলিফোন ধরিয়া) হালো তক ? তবজে হাঁা, এটাই পারুল হোটেল, আমি তার মালিক, পরেশবার্ তবজে হাঁা, আছে, খুব বড় ঘর, সঙ্গে বিলাতী ফ্যাদানের বাথরুম রয়েছে, পাশেই বসবার ঘর। ভাড়া রোজ পঁচিশ টাকা। তকে? তিকু বিক্যারিত করিয়া) রাজা বাহাত্বর থাকবেন? তব্যমার সৌভাগ্য, আমার সৌভাগ্য। হাঁা আমি সব ঠিক করে রাথছি। নমস্কার।

টেলিফোন রাখিয়া কেরাণীর টেবিলের দিকে ভাকাইরা

নরেন বাবু কোথায় ?

ঝড়ু। আমি তো দেখিনি বাবু। পরেশ। (হাতের ঘড়ি দেখিয়া) সাড়ে সাতটা বেজে গেল, এখনও তার দেখা নেই! যত সব দায়িত্বজান শৃক্ত লোক নিয়ে পড়েছি।

ভয়ে ভয়ে নরেনের প্রবেশ।

এই যে নবাবের নাতজামাই, এত দেরী হ'ল কেন ?
নরেন। এ-এ-এ আজে, পেটে ব্যথা হয়েছিল।
পরেশ। পেটে ব্যথা হয়েছিল! (ব্যঙ্গ করিয়া) তোমার মাথা হয়েছিল।
যত সব দায়িজ্জান শৃষ্ঠ লোক এসে জুটেছে এথানে। পেটে ব্যথা
করবার আর সময় পেলে না ?
নরেন। আজে. সত্যি সত্যি ব্যথা হয়েছিল।

পরেশ। (নরম হইয়া) হঁ। (ঝড়ুকে) এক গেলাস জল নিয়ে আয় তো।

বাড়ুর প্রস্থান এবং এক গেলাস জল লইয়া পুন: প্রবেশ। ইত্যবসরে পরেশ দেরাজ হইতে এক শিশি শাদা পাউডার বাহির করিল এবং গেলাদে কিছুটা ঢালিয়া দিয়া গেলাস ধরিয়া নরেনের কাছে আসিল।

থেয়ে নাও। পেট ব্যথা এক্ষ্ণি সেরে যাবে।

नत्त्रन। वाशा जात् त्नहे छत्र।

পরেশ। তবু থেমে নাও। এটা থেলে আর কথনও পেটে ব্যথা হবে না।

নরেন। (ইতক্ততঃ করিয়া) ওটা থেতেই হবে ?

পরেশ। হাঁা, এটা একটা লিভার টনিক। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। নরেন। (গেলাস হাতে লইয়া মুখ কাচুমাচু করিয়া) বাইরে নিয়ে খেলে হয় না শুর ?

ঝড়ু অলক্ষ্যে হাসিল

পরেশ। নাহবে না। বড্ড তার্কিক হয়েছ তুমি। আমার সামনে খেতে হবে।

নরেন। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) সবটা থেতে হবে ? পরেশ। গ্রা, সবটাই থেতে হবে।

নরেন সবটা খাইয়া মুখ বিকৃত করিল

नदान। ७: वावा! ७ त्व कूर्रेनिन्।

পরেশ। (হাসিয়া) যাও, মুথ ধুয়ে এস। আর যেন পেটে ব্যথা না হয়।

নরেনের প্রস্থান

(ঝড়ুকে) তোকে কি বলছিলান? হাঁগ, গু'বছরে কি করে হোটেলের মালিক হ'লাম? যেদিন পারুলের বিদ্নে হয়ে গেল, সেদিন থেকে আমি নতুন মানুষ হয়ে গেছি। (ঝড়ুহাঁ করিয়া তাকাইল। পরেশ চিন্তা করিতে লাগিল।) হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন? পারুল, আমানদের পারুল, সেই যে, ম-ম-মহেল্রবাবুর মেয়ে যার সঙ্গে বিশ্বয়ের বিয়ে হ'ল, তার কথা তোর মনে নেই?

ঝড়ু। আছে হজুর। রোজ শুনছি, ভুলব কেমন করে ?

পরেশ। রোজ শুনছিস?

ঝড়ু। আজে হাা।

পরেশ। কাল শুনেছিস ?

ঝড়। আজে হা।

পরেশ। পরশু?

বাড়। আজে হাা। আজ হবছর থেকে রোজই আমাপনি একবার হবার বলছেন, আমিও রোজই একবার হবার শুনছি।

পরেশ। (গর্কের সহিত হাসিয়া) রোজই তনছিস্। খুব ভাল মেয়ে, নারে ?

ঝড়। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) আজে হাঁা, আবার এথানে আদবে না হন্ধুর ? পরেশ। (চিস্তা করিয়া মর্শ্মবেদনার সহিত) আদবে। নিশ্চয় আদবে। মাষ্টারমশাই বলেছেন—দে আদবে। (চিস্তিত হইল)

এক পা ছই পা করিয়া ঝড়ুর প্রস্থান। নরেন নিরীছ মেধের মত ঘরে প্রধেশ করিয়া অস্থানে বসিল। পরেশ তাহাকে দেখিয়া পুনরায় কর্মব্যুক্ত হইল।

নরেন, বড় একজন জমিদার আসছেন বাইশ নম্বর স্থইট্এ। তুমি এক্স্নি নিজে দেখে এস আসবাব পত্র ঠিকমত সাজানো আছে কিনা এবং পরিষ্কার করা হয়েছে কিনা। যাও।

(নরেনের প্রস্থান। পরেশ সভরে এদিক ওদিক চাহির। নিজের টেবিলের দেরাজ হইতে পারুলের একটি কটোগ্রাফ বাহির করিরা অপলক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।)

মা ! আর কতদিন ? আর কতদিন ?
(ভাহার চোথে জল। বড়ুর প্রবেশ। শব্দ গুনিয়া পরেশ চমকাইল।)
কে ? · · · · · ওঃ তুই।

ঝড়। মাষ্টার মশাইর ঘর ঠিক করব ? ওর তো আজকেই ফিরে আসবার কথা।

পরেশ। তাই তো। উনি তো আজকেই আসবেন। এই একমাস উনি যে পারুলদের বাড়ীতে ছিলেন। নরেন! নরেন! ঝড়, নরেনবাবুকে শীগ্রির ডাক।

> (কড়ুর এছান। পরেশ ফটোগ্রাফ দেরাজে রাখিল। বড়ু এবং সরেনের প্রেশ।)

নরেন, মাষ্টার মশাই ক'টার গাড়ীতে আসবেন লিখেছিলেন ?

নরেন। উনি, মান্তান্ধ ছেড়েছেন করেকদিন আগে। রাক্তার করেক কারগায় থেমে আক্রকে আটটার গাড়ীতে ফিরবেন।

পরেশ। আটটা ! (হাতঘড়ি দেখিয়া) ঝড়ু, হোটেলের গাড়ী ষ্টেশনে পাঠিয়ে দে। ড্রাইভারকে বলে দিয়ে আয় যেন এক্সনি ষ্টেশনে যায়।

(ঝড়ুবখন দরজার কাছে গিয়াছে তথন-)

জ্বাইভারকে বল্বি যেন ভুল না হয়। যত সব দায়িত্বজ্ঞান-শৃষ্ণ লোক নিয়ে পড়েছি।

বিজ্ব প্রাম। নরেন কাজে মন দিল। পরেশ স্বস্থানে আদিরা চুপি চুপি দেরাজ খুলিরা আড় চোখে তরুখো তাকাইরা পুলকিত ভাবে পারুলের ছবি দেখিতে লাগিল।)

নরেন। স্থর!

(পরেশ চমকাইয়া এক ধাকায় দেরাজ বন্ধ করিল।)

পরেশ। বার বার বিরক্ত করছ কেন? কি হয়েছে?

নরেন। স্থর, হিসাবের বইটা একবার দেখলে হ'ত না? ইন্কাম্-ট্যাক্স দিতে হবে সামনের মাসে।

পরেশ। (হাসিরা) ইন্কাম ট্যাক্স! কত টাকা লাভ হ'ল এবার নরেন। নরেন। প্রায় বিশ হাজার টাকা।

পরেশ। (আনন্দের সহিত হাসিয়া) হো-হো-হো-হো। তার মানে পাঁচ
বছরে এক লাথ টাকা। নরেন, আমি বালিগঞ্জে এক বিঘা জমি কিনে
তার উপর মন্ত বড় একটা বাড়ি তৈরি করব। সামনে থাকবে স্থলর
একটি ফুলের বাগান। (আবেগের সহিত) সেই বাগানের একধারে
একটা বকুলগাছের চারা আমি নিজের হাতে পুত্ব—। দেখতে দেখতে
বকুলগাছ মন্ত বড় হবে। তথন তার ডালাতে আমি নিজের হাতে

দোলনা বানিরে দেবো। বকুল গাছের ছায়াতে সেই দোলনাতে বসে আমার নাতিনাত নীরা সব ছলবে আর তাই দেখে দেখে আমার অবশিষ্ট দিনগুলি ফুরিরে বাবে। (দীর্ঘনিখাস ফেলিয়া) তাদের কথা ভেবে আমার গায়ে হান্সার হাতীর ক্ষোর এসেছে, নরেন, তাই আমি আন্ত এত বড় একটা হোটেলের মালিক।

নরেন। (বিশ্বরে চক্ষ বিশ্বারিত করিয়া) আপনার নাতি নাত্নী!

পরেশ। (নিজের কথার শুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, কথাটা হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিয়া) হেঁ-হেঁ-হেঁ, আমার নয়, আমার নয়। ওটা ভূল বলেছি নরেন। কি জান ? আমার ঐ রকম ইচ্ছে হয়, মানে, যদি আমার মেয়ে আজ্ব আমার কাছে থাক্ত তাহলে নাতি নাত্নী ত' হ'ত।

নরেন। আপনার মেয়ে তো কবে মরে গিয়েছে শুনেছি।

পরেশ। আ:, হা, হা, হা। মরবে কেন? মরবে কেন? (ইতন্ততঃ করিয়া) মা আমার দীর্ঘজীবী হো'ক। যাক্ তোমার ওসব কথা শুনে দরকার নাই। তুমি তোমার নিজের কান্ত কর। দেখি, তোমার হিসাবের থাতা দেখি। নিয়ে এস এথানে।

নরেন। (হিসাবের থাতাপত্র গুছাইতে গুছাইতে) স্তর, আপনার মেয়ের নাম কি পারুল ?

পরেশ। (চমকাইয়া সন্দেহের সহিত তাকাইল।) কোন্ পারুল ?

নরেন। যার নামে এই হোটেল করেছেন।

পরেশ। (চটিরা) কার নামে হোটেল করেছি তার থোঁজে তোমার দরকার নেই নরেন। মাসকাবারে মাইনে পাচছ, মুথ বুজে কাজ করে যাও।

নরেন। আমাদের প্রাণো হোটেলে পারুল বলে একটি মেরে ছিল কিনা তাই ভাবছিলাম।

- পরেশ। (যেন পারুলের নামও শুনে নাই এইরূপ ভাগ করিয়া) পুরাণো হোটেলে পারুল!
- নরেন। ইঁয়া, সেই যে মহেক্রবাবুর মেয়ে, যার সঙ্গে বিজয় বাবুর বিষ্ণে হ'ল। আপনি বিয়েতে আমাদের সকলকে কত মিষ্টি খাওয়ালেন।
- পরেশ। ওঃ মনে পড়েছে। পারুল! হাঁ, সেই মেয়েটির নামও তো পারুলই ছিল বটে। আমি তোমাদের মিষ্টি থাইয়েছিল্ম, না ? হাঁ মনে পড়েছে এবার। থুব ভাল মেয়ে ছিল, না ?
- নরেন। (হিসাবের থাতা লইয়া পরেশের টেবিলে আসিয়া) হাঁ, মন্দ .নয়, কিন্তু.....
- পরেশ। (চটিয়া) মনদ নয়! এত ভাল মেয়েকে তুমি বলছ মনদ নয়!
- নরেন। হাঁা, মানে বৃদ্ধিশুদ্ধি একটু কম, নইলে এত লোক থাকতে বিজয় বাবুকে বিয়ে করে? চাল নেই চুলো নেই, অমন ডাক্তারকে ডাকবে কে?
- পরেশ। (অপরিমিত ক্রোধে দাঁত চাপিয়া) নরেন, আমার ইচ্ছে করছে তোমার কাণ হুটোকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করি।
- নরেন। (ভয়ে পিছু হটিয়া) কেন?
- পরেশ। (চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া) ফের তর্ক করছ?
- নরেন। (ভয়ে চীৎকার করিয়া)ঝড়ু! ঝড়ু! বাবুর মাথা থারাপ হয়ে গিরেছে। ঝড়ু!ঝড়ু!

বেপে রড়ুর প্রবেশ

- ঝড়। (পরেশের কাছে আসিয়া হুই হাত দিয়া তাহাকে বাধা দিয়া) হন্ধুর ! পরেশ। এই লক্ষীছাড়াটা বলছে পারুলের বৃদ্ধিশুদ্ধি নেই।
- নরেন। আমি আপনার মেয়ে পারুলের কথা বলিনি স্তর। আমি বলেছি
 ম-ম-মহেন্দ্রবাবুর মেয়ে পারুলের কথা।

পরেশ। (চীৎকার করিয়া) চূপ কর বেরাদব, পারুল মহেন্দ্রের মেয়ে নয়। ঝড়ু। (বাধা দিয়া) হজুর !

পরেশ নির্কাক্ আফালন করিতে লাগিল। ঝড়ুনরেনকে বলিল—
আপনি বাবুনাছোড় বানদা। বলতে পারেন না ঘাট হয়েছে? যান
আপনি এখন বাইরে যান।

मदानक छिलिया वाहित्य लहेबा त्भल

পরেশ। আমার চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে পারুল মহেন্দ্রের মেয়ে নয়,
সে আর কারুর মেয়ে নয়, সে আমারই মেয়ে। ওরা তাকে চুরি করে
নিয়েছে, আমার বৃক থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। য়েই হাত
ছটো দিয়ে ওদের হলয়কে ছিঁছে ফেলা উচিত ছিল সেই হাত ছটো দিয়ে
আমি নিজের ছদয়কে নিশেষিত করেছি। আমি হর্কল তাই সম্ভানের
কাছে তার জননীর ব্যভিচারের মূর্ত্তি আমি খুলে ধয়তে পারিনি।
পরাশর! তোমার সংস্কার দিয়ে আমার হালয়কে তুমি শৃঙ্খলিত করেছ।
তুমি এবার তাকে মুক্ত করে দাও, মুক্ত করে দাও। আমি অবিচার
করেছি। ওরে হালয়! আমি তোর উপরে অবিচার করেছি। তুই
ছুটে য়া, শৃঙ্খল ভেকে উক্কার মত তুই ছুটে য়া তোর সস্ভানের বুকে।

পরেশ ছু:থে অভিভূত হইরা কাঁদিতে লাগিল

কেন শুনবি নিবেধ? ওদের হৃদয় কি শুনেছিল? ধর্মের নিবেধ,
নীতির নিবেধ, সত্যের নিষেধ কি ওরা শুনেছিল? ওদের হৃদয় সমস্ত
নিষেধগুলোকে ধূলিসাৎ করেছিল। তুইও তাদের ধূলিসাৎ করে আত্ম
শুনিজি কর। সমস্ত সংস্কারগুলোকে চুর্ন করে তুই আকাশে ছড়িয়ে দে,
তারা ধূলো হয়ে যাক্। ভগবান্! ধূলো হ'য়ে যাক্ তোমার বিশ্বসংসার,
আমার হৃদয়কে তুমি মুক্তি দাও, আমার সন্তানকে তুমি ফিরিয়ে দাও।

পরেশ পূন্রার ছুংশে অভিজ্জ হইল। গোলেন্দা অবিনাশের প্রবেশ।
তাহার চোপ তীব্র এবং চঞ্চল। লগা ছিপছিপে চেহারা।
গালে কাল রংরের চুড়িণার পাঞ্জাবি হাঁটু পর্যাত্ত লগা।
মুপের চেহারা অন্থি চর্ম্মার কলালের মন্ত, দেখিলে
ভর হর। হাসিলে ছুইপাটি দাঁত সম্পূর্ণ দেখা
বার। পরেশের মনোবোল আকর্ষণ করিবার
জ্লাসে কেলিল। তাহার মুখে কুর হাসি।

পরেশ। (চমকাইয়া) কে ? অবিনাশ। (নিঃশব্দে হাসিয়া) আমায় চিনতে পারছেন না? পরেশ। (সভরে) তুমি ? অবিনাশ গোয়েন্দা। অবিনাশ। আজে হা। আমি অবিনাশ গোয়েন্দা। পরেশ। তুমি এখানে কেন? অবিনাশ। এত বড় একটা হোটেল করেছেন, তাই দেখতে এলাম। পরেশ। তুমি চলে যাও। তোমাকে আমার আর দরকার নেই। অবিনাশ। কিন্তু আমার পারিশ্রমিক ? পরে। (চটিয়া) তোমাকে অনেক পারিশ্রমিক আমি দিয়েছি। দশ বছর ধরে আমার মাইনের সব টাকা তোমাকে দিয়েছিলাম আমার স্ত্রীকে খুঁজে বের করতে কিন্তু ফল কিছু হয় নি। অবিনাশ। ফল কি আর একদিনে পাওয়া যায় পরেশবাবু? সবুর করতে হয়। আমাকেও সবুর করতে হ'য়েছিল। কিন্তু আৰু আমি সফল হয়েছি। পরেশ। (চমকাইয়া) তার মানে? অবিনাশ। তার মানে আমি আপনার স্ত্রী এবং মেয়েকে খুঁজে পেয়েছি। পরেশ। (ইতন্ততঃ করিয়া) তাদের খোঁজে আমার আর কোন প্রয়োজন

নেই।

অবিনাশ। (তীব্রভাবে) কিন্তু আমার প্রয়োজন আছে। পরেশ। (সভয়ে) তোমার প্রয়োজন ? অবিনাশ। হাঁা আমার প্রয়োজন। আমার পারিশ্রমিক আমি চাই। পরেশ। তোমার পারিশ্রমিক ?

> কিঞ্চিং ছট্ফট্ করিয়ামনস্থির করিল। টেবিলের দেরাজ পুলিয়া কিছ টাকা বাহির করিয়া

আচ্ছা, এই নাও হু" টাকা।

টেবিলের উপর টাকা রাখিল।

অবিনাশ। (জুরভাবে হাসিরা) হেঁ-হেঁ হেঁ-হেঁ। হল' টাকা! (তীব্রভাবে) হহাঞ্চার দিলেও নয় পরেশ বাবু। আরও অনেক বেশী উদ্ধে উঠতে হবে। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

পরেশ। তার মানে তুমি আমাকে ভয় দেখাছে ? অবিনাশ। হাঁা, আমি ভয়ই দেখাছি । পরেশ। (চীৎকার করিয়া) তোমাকে আমি পুলিশে দেব। অবিনাশ। হেঁ-হেঁ-হেঁ । পুলিশে তো দেবেন কিন্তু তারপর ?

পরেশ পুনরার ভীত হইল

আপনার মেয়ের কি উপায় হবে সেই কথা ভেবেছেন?
পরেশ চমকাইরা নিজের হাত কামড়াইল এবং সভরে অবিনাশের দিকে চাহিরা রহিল
টে-টে-টে-টে (তীব্রভাবে) শুমুন পরেশ বাবু, আপনার স্ত্রী বার
সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল তার নাম মহেক্রবাবু। সে এখন মাজাজে
থাকে। ব্যবসা ক'রে কয়েক লাখ টাকার মালিক সে হয়েছে।
আপনার স্ত্রী তার সজে এখনও বসবাস করে। সকলে জানে যে সে
মহেক্রবাবুরই স্ত্রী। তাদের একটি মেয়েও হয়েছে। আপনার মেয়ে

এবং মহেন্দ্রবাবর মেয়ে এদের ত্রজনেরই তৃটি ভদ্রসম্ভানের সঙ্গে বিয়েও হয়েছে। (ঠাটা করিয়া) বলা বাহুল্য যে জামাই তৃটি জানেন না—তাদের খাশুরি কোন চিজ।

পরেশ। তোমার মংলবটা কি ?

অবিনাশ। হা-হা-হা-হা। আপনি বড় সরল প্রকৃতির লোক। আমার উদ্দেশ্য মহৎ, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে তাদের শশুর শাশুরির প্রকৃত পরিচয়টা আমার পেটের মধ্যেই থেকে যাবে নতুবা (তুই হাত ছড়াইয়া বাঙ্গ করিয়া) সব ফাঁক। হা-হা-হা।

পরেশ। (কপালের ঘাম মুছিয়া) তার মানে তুমি সব কথা বলে দেবে ? অবিনাশ। আজে হাা।

পরেশ। (সব কথা প্রকাশ হইলে পারুলকে ফিরিয়া পাইবে এই আশায় পুলকিত হইয়া) সতি৷ বলছ, তুমি সব কথা বলে দেবে ?

व्यविनाम। (हिन्तिक इरेग्ना) हो, होका ना त्यत्न व'त्न (प्रव ।

পরেশ। (থপ্করিয়া টেবিল হইতে টাকা উঠাইল। চেষ্টা করিয়াও অবিনাশ টাকা ধরিতে পারিল না।) হা-হা-হা-হা। তুমি ব'লে দাও। (টাকা দেরাজে বন্ধ করিয়া) পৃথিবীর সকল লোক ডেকে তুমি তাদের ব'লে দাও, অবিনাশ গোয়েন্দা, কিন্তু টাকা তুমি পাবে না। অবিনাশ। আপনি তাহ'লে চান যে আমি সব কথা বলে দি ?

পরেশ। হাঁ, আমি তাই চাই, আমি তাই চাই শরতান! তুমি সব কথা বলে দাও। আমার মেরে জানে না যে আমি তার বাপ, তুমি তাকে ব'লে দাও। সে চলে আমুক আমার বুকে। বুকের কাছে পেরেও আমি তাকে বলতে পারি নি অবিনাশ। সম্ভানের কাছে তার মার ব্যভিচারের কথা বলতে আমার জিহবা আড়েই হ'রে গিরেছিল। (উল্লাসের সহিত) কিন্তু আজু আমি তোমাকে পেরেছি। তুমি শরতান, তোমার কোনও সংস্কার নেই। তোমার ধর্ম নেই, নীতি নেই, বিবেক নেই, তুমি মুক্ত। তুমি ঝড়ের মত আগুণ লাগিরে দাও। তুমি বলে দাও সকলকে এই একযুগ ধ'রে কি অত্যাচার আমি সহু করেছি, কি মর্মবেদনার আমার বুকের হাড়গুলো সব ভেকে গিয়েছে। এতদিন আমি সহু করেছি। আমার হৃদয় ছুটে চলে যেতে চেয়েছে আমার সম্ভানের কাছে। যত বাধা, যত বিম্ন আছে তাদের সকলকে চুর্ণ বিচুর্ণ করতে চেয়েছে সে। আমি তাকে মৃত্যুর মত নিষ্ঠুর হ'য়ে বন্ধ করেছি কারাগারে। কিন্তু আর নয়। (উল্লাসের সহিত) আজ আমি তোমাকে পেয়েছি—হা-হা-হা-হা। তুমি শয়তান, তোমার সংস্কার নেই, দয়া নেই, মমতা নেই। তুমি আগুণ লাগিয়ে দাও। চতুদ্দিকে তুমি অগ্রির্টি কর। ছাই হয়ে যাক্ সমাজ আর সংস্কার, ধবংস হ'য়ে যাক্ সব মান আর অহঙ্কার। যাকে হৃদয় দিয়ে স্টি করেছি সে আমার হৃদয়ে ফ্লিরে আয়ুক, ফিরে আয়ুক।

পরেশ টেবিলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবিনাশ কিছই বুঝিতে শা পারিয়া ইতন্তঃ করিয়া বাহিরে পেল। পান করিতে করিতে জানৈক ভিবারী বৈরাগীর প্রবেশ।

<u>—গান—</u>

ও নিঠুর, ভেঙ্গোনা, ভেঙ্গোনা, ভেঙ্গোনা। হৃদয় আমার টুট্লো বৃঝি হায়। ও নিঠুর, নিঠুর হে, ব্যথা দিওনা, দিওনা, দিও না। হৃদয় আমার সইতে নাহি চায়। সব দিয়েছি, নিঠুর হে, দিয়েছি মোর হৃদর রতন। মন করেছি

এবার আমি ধাব বৃন্দাবন। ও নিঠুর, নিঠুর হে,

ভিক্ষাঝুলি ল'য়ে এবার যাব বৃন্দাবন। নাম শোনাব সকল দেশে গাঁয় বলব সবায় তোমার মতন

এমন দয়াল নাই।

ও নিঠুর, নিঠুর হে,

এমন দয়াল নাই।

আমায় এখন মারলে পরে নাম নিতে কেউ রইবে না, রইবে না, রইবে না। ও নিঠুর, ভেঙ্গোনা, ভেঙ্গোনা, ভেঙ্গোনা॥

পরেশের অবস্থা দেখির। বৈরাগী ইতস্তত: করিয়া দরজার কাছে গেল এবং গলা উচ্
করিয়া দেখিল কোন ভূতা আছে কি না। কাহাকেও না দেখিয়া ভূ:তার খোঁজে
বাহিরে পেল। এমন সময় টেলিফোনের শব্দ। ভূই তিনবার শব্দ ১৩রার পর
পরেশ মুপ তুলিরা চাহিল, কিন্তু খেন কিছুরই প্রোজনীয়তা নাই এইরূপ ভাব
দেখাইয়া প্নরায় টেবিলে মাধা রাখিল। এক সঙ্গে বৈরাগী, ঝড়ু এবং
নরেনের প্রবেশ। সকলেই উদ্যোগ নরেন একবার পরেশের

কাছে আসিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু না ডাকিয়াই টেলিফোন ধরিতে পেল।

নরেন। (আন্তে) হালো আছে হাঁ, এটাই পারুল হোটেল। আছে না, আফিদ খোলাই আছে, আমরা অন্তত্ত একটু ব্যস্ত ছিলাম তাই ধরতে দেরী হয়েছে।

সে ঝড়ুকে ইদার। করিল পরেশকে ডাকিতে।

টেলিফোনের মুখ হাত দিয়া ঢাকিয়া

স্রা স্রা

পরেশ। (মুথ তুলিয়া) বলে দাও ঘর খালি নেই।

পরেশ আবার টেবিলে মুখ ঢাকিল। ঝড়ু নরেনকে হাত নাড়িরা নিষেধ করিল যেন "ঘর খালি নাই" বলে না।

নরেন। হালো, হালো…(ভয়ে ভয়ে পরেশের দিকে তাকাইয়া) হাঁ, ঘ-ঘর থালি আছে। আপনি আমুন।

> পরেশ রক্তচকু করিয়া নরেনের দিকে তাকাইল। নরেন টেলিফোন রাখিরা পরেশের দিকে ভয়ে ভার তাকাইল।

পরেশ। আমি বল্লাম'বর থালি নেই, তব্ তুমি আসতে বল্লে? নরেন। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) ঘর তো রয়েছে শুর।

- পরেশ। (চীৎকার করিয়া) আমি বলেছি নেই। আমার হোটেল আমি তুলে দেব। কালই আমি হোটেল বন্ধ করে দেব।
- নরেন। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) এত থেটে খুটে হোটেনটা করলেন, এখন রাগ ক'রে সব নষ্ট করবেন ?
- পরেশ। হাঁা, আমি নষ্ট করব। আমার জিনিষ আমি নষ্ট করব। তোমার তাতে কি ?
- নরেন। (অভিমানের সহিত) বেশ! এই ছর্নিনে আমরা তাহ'লে না থেয়েই মরি।

পরেশ বিচলিত হইয়া ঝড়ু এবং বৈরাগীর দিকে তাকাইল।

বৈরাগী। (হাসিয়া) হুটো ভিক্ষে দাও বাবা। একটু বেশী ক'রে দিও আজ। কাপড় চোপড় মোটেই নেই।

পূজারি ব্রাহ্মণের প্রবেশ। তাহার হাতে গঙ্গাজালের কমওলু এবং তুলদীপাত।। ঝড় তাহার কাণে কাণে কি বলিল। পূজারি উৎক্ঠিত হইল।

পূজারি। তুমি হোটেল তুলে দেবে বাবা ?

পরেশ উত্তর না করিয়া মুখ ফিরাইল।

তোমাকে কি বলব বাবা, সবই অদৃষ্ট। তোমার অন্তগ্রহে ছেলে মেরে-.
গুলো ছটো থেতে পাচ্ছিল, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছে নয়। যাক্ ভেবে
লাভ নেই। তুমি আমি তো নিমিত্ত মাত্র। পতিত পাবনা মাগো
আমাদের উদ্ধার কর, উদ্ধার কর।

সে চতুর্দ্ধিকে গঞ্জাব্দল ছিটাইতে লাগিল। পরেশের মাধার গঞ্জাব্দল ছিটাইরা
আমি বুঝতে পারছি বাবা, তুমিও হুঃখী। ভগবান তোমাকে শাস্তি

দিন। তুর্গে, তুর্গতিহারিণী মাগো, সকল চিস্তা থেকে আমাদের উদ্ধার কর, উদ্ধার কর। প্রস্থান

পরেশ দীর্ঘ নিঃখাস ছাড়িল। পুনরায় টেলিফোনের শব্দ। নরেন ইতস্ততঃ
করিয়া টেলিফোনের দিকে চলিল।

পরেশ। দাঁড়াও, আমিই কথা বলছি। (টেলিফোন ধরিয়) হালো,…
হাঁ, এটাই পারুল হোটেল।…আমি তার মালিক পরেশ বাবু।……হাঁ,
ভাল ঘর থালি আছে।…হাঁ, পাবেন, আমাদের নিজেদের গাড়ী
আছে, যেথানে খুশি যেতে পারবেন। আচ্ছা আস্কন।
বাবাজি।

বৈরাগী। (কাছে আসিয়া হাসিয়া) বাবা!

পরেশ। দশ টাকায় হবে তো?

বৈরাগী। (হাসিয়া) খুব হবে বাবা। শুধু তো একথানা ধৃতি আর একথানা চাদর কিনব। কিছু কমই দাও না বাবা।

পরেশ। না, না এই দশটাকাই নিন। ছই একথানা বেশী না হয় কিনবেন।

বৈরাগী। (হাসিয়া) আমি বৈরাগী বাবা। আমাকে লোভ করতে নেই। আচ্ছা দাও। কত লোক রয়েছে কাপড় কিনতে পায় না, তাদের দিয়ে দেব। (টাকা লইয়া ইতস্ততঃ করিয়া) বাবা, মায়্মের মন স্বভাবতঃই চঞ্চল। তাকে লাগাম টেনে রাথতে হয়, নইলে গস্তব্য স্থানে পৌছানো যায় না, ছটাছটিই সার হয়।

> পরেশ অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিল। বৈরাণী ঈষৎ হাসিল।

কথাটাকে ভেবে দেখো বাবা।

(প্রস্থান)

পরেশ। আর সবাই হাওয়ায় উড়ে চলবে শুধু আমি চলব লাগাম টেনে।
(দীর্ঘ নিখাস ছাড়িয়া) নরেন, তোমার হিসাব নিমে এস।

নৱেন হিদাবের বই লইয়া আসিল, পরেশ দেখিতে লাগিল।

বাইশ নম্বর স্থইট ঠিক আছে তো ?

নরেন। আছে হাঁ।

পরেশ। থাট টেবিল সব ঠিক আছে ?

নরেন। আছে ই।। মিন্তিরিকে বলে দিয়েছি জলের কলটল সব ঠিক আছে কিনা—দেখতে।

পরেশ। (হঠাৎ মুথ তুলিয়া) নরেন তুমি বিয়ে করেছ ?

নরেন। (চমকাইয়া) আ--আজে না তো।

পবেশ। যদি বিয়ে কর তো আমাকে থবর দিও। আমি তোমাব মাইনে বাড়িয়ে দেব।

নরেন। (খুসি হইয়া) আমি বাবাকে লিখি তা হ'লে?

পরেশ। লিখতে পার কিন্তু বিয়ে না করাই ভাল।

নরেন। (বিষধ হইয়া) আ—আছে হঁটা স্তর।

পরেশ। কিন্তু যদি বিয়ে কর তা হ'লে তোমার স্ত্রীকে তুমি ভালবেদ না।

নরেন। আজে না শুর।

পরেশ। (আবেগের সহিত) তুমি ভালবাসলেই তোমাকে সে ঠকাবে কিন্তু তুমি তাকে ঠকাতে পারবে না কারণ তুমি ভালবাস।

নরেন। আজে হাঁা সূর।

পরেশ। তারপর যেদিন সে পালিয়ে চ'লে যাবে সেদিন তুমি কিছুই করতে পারবে না। নরেন ৷ পালিয়ে যাবে ! আপনি বলছেন কি ?

পরেশ। (আবেগের সহিত) হাঁ, তারা পালিয়ে চলে যায়, নরেন, তারা পালিয়েই চলে যায়। কিন্তু তুমি কিছুই করতে পারবে না কারণ তুমি ভালবাস। তোমার মেয়েকে সে চুরি করে নিয়ে গেলেও তুমি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না কারণ তুমি ভালবাস।

নরেন। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) আছে হাঁ শুর।

কোলাছল করিতে করিতে তিমিরের প্রবেশ। পশ্চাতে নিমর্ব ভাবে বোগেন।

তিমির। হিপ, হিপ, হুররে ! হিপ, হিপ, হুররে ! প্রি চীয়ার্স ফর পরেশবাবু । হিপ, হিপ, হুররে !

পরেশ। (বিরক্তির সহিত) চাঁচাচ্ছ কেন? ব্যাপার কি?

তিমির। চাঁচাব না! তোমার যে বউকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে দাদা। ছিপ, হিপ, ছররে!

তীব্রভাবে তাকাইয়া পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল

যোগেন। চাঁচাচেচ্ছেন কেন মশাই ? এটা কি ঢাক পিটিয়ে বলবার মত কথা ?

তিমির। তুমি বলছ কি হে ছোকরা? গোয়াল থেকে গরু পালিরে গেল। কয়েকটি বাচ্চা নিয়ে সে আমার ফিরেও আসছে, আমি ফুর্ত্তি করব না? হেঁ-হেঁ-হেঁ।

নরেন। (রাগের সহিত) তিমির বাবৃ। মাংলামোরও একটা দীমা আছে।
তিমির। (হঠাৎ গন্তীর হইয়া) কে বললে দীমা আছে? তুমি বতই
মদের মধ্যে ডুববে ততই নতুন নতুন জিনিষ দেখতে পাবে। ফেঁ-ফেঁফেঁ-ফেঁ।

- পরেশ। (ক্রোধে তাহার বাক্রোম হইবার উপক্রম হইল। কাছে আসিয়া)
 তিমির বাবু, তুমি কোথায় শুনলে ?
- তিমির। (সভরে) তুমি চট্ছ কেন দাদা? যে বলেছে সে তো বাইরেই রয়েছে।
- পরেশ। কি বলেছে সে?
- যোগেন। সে বিশেষ কিছু বলে নি পরেশ বাবু। আপনি অন্তির হবেন না।
- তিমির। আলবং বলেছে সে। বলেছে যে তোমার স্ত্রী এখন লক্ষ্ণোতে নামকরা একজন বাইজি হয়েছে। (নৃত্যের ভঙ্গী করিল।) তেঁ-তেঁ, একবার গিয়ে দেখে এস।
- পরেশ। (অবাক্ হইয়া) লক্ষোতে বাইজি! (সভয়ে) আমার মেয়ের সম্বয়ের কি বলেছে সে?
- তিমির। বলেছে, দেও দেও—দেও……
- পরেশ। (ছই হাত তুলিয়া মারিবার জন্ম উম্মত) তিমিরবারু। তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব আমি।
- তিমির। (প্রাণভয়ে) আমার কোনও দোষ নেই। আমার কোনও দোষ নেই। আমি সেই লোকটার কাছে শুনেছি, নইলে আমি কি করে জানব যে তোমার মেয়েও বাইজি হয়েছে।
- পরেশ। আঃ (তিমিরের গলা টিপিয়া ধরিল।) তোমাকে আজ খুন করে ফেলব।
- তিমির। পরেশ বাবু! থোগেন! নরেন! আমাকে বাঁচাও।
- পরেশ। তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না আব্ধ। যেই দ্বিভ দিয়ে আমার মেয়ের নিন্দা তুমি করেছ সেই দ্বিভ আমি উপড়ে ফেলে দেব।
- ঝড়। (হাত টানিয়া) হুজুর! খুন হ'য়ে যাবে যে।

বোগেল এবং নরেনও ভাহার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময় অবিনাশের প্রবেশ। সে বিকটভাবে হাসিরা উঠিল।

व्यविनाम । श-श-श-श-श।

পরেশ চমকিত হইয়া তাহার দিকে চাহিল। ভয়ে তার মুধ শুকাইয়া গেল এবং হাত শিথিল হইল। ভিমির মুক্ত হইয়া গলায় হাত বুলাইতে লাগিল।

পরেশ। তুমি?

অবিনাশ। হাা, আমি।

পরেশ। তুমি বলেছ আমার মেয়েও একটা বাইজি হয়েছে?

অবিনাশ। তা তো হ'তেই পারে। যেমন মা তেমন তো হবে। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

পরেশ। উঃ ভগবান্। এ অসহা, অসহা।

- অবিনাশ। (তীক্ষভাবে) আরও অনেক সইতে হবে আপনাকে। আমার পারিশ্রমিক না পেলে আমি ঢাক পিটিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বলে বেড়াব এথনো আদল কথা বলিনি পরেশ বাবু। টাকা না পেলে আপনার। মেয়েকে আমি রাস্তায় টেনে নিয়ে আদব।
- পরেশ। (চীৎকার করিয়া) আঃ, আর নয়, আর নয়। তোমাকে আমি আর একটি অক্ষরও বলতে দেব না, শয়তান, তোমাকে খুন ক'রে তোমার মুখ আমি বন্ধ করব, তোমার মুখ আমি বন্ধ করব।
- পরেশ কাঁপিতে কাঁপিতে হাত বাড়াইয়া অবিনাশের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।
 অবিনাশ ভীত হইয়া পশ্চাৎ হটিতে লাগিল। অস্থাস্থ সকলে শুন্তিত। এমন
 সমর, পরাশরের প্রবেশ। সে সোজা টেশন হইতেআসিয়াছে।
 পরিধানে ধৃতি পাঞ্জাবি, কিন্তু একটি লম্বা ওভারকোট গায়ে
 আছে। মাধার উলের টুপি। 'কোধার হে পরেশ'?

বলিয়া দে হাসিমুখে প্রবেশ করিল। পরেশ কর্ণপাত করিল না। ঘরে চুকিয়াই পরাশর অবস্থা হৃদয়ক্ষম করিল এবং ছুটিয়া যাইয়া পরেশের ভাতে ধবিল।

পরাশর। পরেশ ! পরেশ !

পরেশ। আমাকে বাধা দিও না তোমরা। আমি অনেক নিষেধ শুনেছি। কিন্তু আর না, আমাকে ছেড়ে দাও।

পরাশর। (অবিনাশ এবং পরেশের মাঝে দাড়াইয়া ছই ছাত বাড়াইয়া দু

দৃড়ভাবে) পরেশ !

পরেশ। (পরাশরের মুথের দিকে তাকাইল। পরাশরের মুথে মৃত্ হাসি।
কল্পকণ্ঠে পরেশ তাহাকে অভিযোগ জানাইয়া ভাদিয়া পড়িল।) তুমি
আবার এসেছ আমাকে বাধা দিতে? আমি একবার তোমার কথা
শুনে আমার বুকে পাথর চাপা দিয়েছি। তিলে তিলে তুমি আমাকে
শ্বাসরোধ ক'রে মেরেছ। আজ এই শ্বয়তান আমার মেয়েকে পথে টেনে
আনতে চাইছে। তুমি আর বাধা দিও না। আমি ওকে নিজের হাতে
শ্বাসরোধ ক'রে মেরে আমার সন্তানকে আজ মুক্তি দেব, মুক্তি দেব।
পরেশ পরাশরের বাহুসংলগ্ন হইয়া উচ্চৈ:ম্বরে কাদিতে লাগিল। পরাশর

ভাহাকে সাস্ত্রনা দিতে লাগিল। পরাশরের ইকিতে ভিনির, বোগেন এবং নরেনের প্রস্তান।

পরাশর। তুমি কিছু ভেবোনা। আমি সব ব্যবস্থা করছি।
পরাশর ঝড়ুকে ধরিতে ইঙ্গিত করিল। ঝড়ু পরেশকে ধরির। বংহিরে
লইরা সেল। পরাশর ঘুরিরা অবিনাশের দিকে তীব্রভাবে তাকাইল
কে তুমি ?

- অবিনাশ। আ-আ-আমি অবিনাশ গোয়েন্দা। কপালের যাম মুছিল।
- পরাশর। গোয়েন্দা! ওঃ বুঝেছি। কিন্তু তোমাকে যেন চেনা চেনা মনে হচেচ।
- অবিনাশ। আজে হাঁ, আপনাকেও চেনা চেনা মনে হচেচ। কিছুদিন আগে আমাকে মান্তান্তে দেখে থাকবেন।
- পরাশর। হাাঁ, ঠিক হয়েছে। তুমি বুঝি এতদিনে মহেন্দ্রবাবুকে খুঁজে বের করেছ।
- অবিনাশ। আজে, হাঁ। আপনাকে মহেক্রবাবুর বাড়িতেই দেখেছিলাম। পরেশবাবুর কাছে আমার পারিশ্রমিক চেয়েছিলাম, তাতেই যত গোল-মাল।
- পরাশর। (হানিয়া) ওঃ বুঝেছি, বুঝেছি। পারিশ্রমিকটা তোমার মনের মত হয়নি ব'লে তুমি সকলকে ব'লে দেবে ব'লে ভয় দেখিয়েছ, না ? অবিনাশ। আজ্ঞে, ঠিক তা নয়, মানে — মানে…
- পরাশর। (ব্যঙ্গ করিয়া) মানেটা খুব সহজ। তুমি ভেবেছ—পরেশ এখন এতবড় একটা হোটেলের মালিক, হাজার হাজার টাকা সে কামাচ্ছে, স্থতরাং তোমারও হাজার হাজার টাকা চাই, নতুবা তুমি সব ফাঁক ক'রে দেবে, কেমন ?
- অবিনাশ। আজে, ঠিক তা নয়, মানে ·
- পরাশর। আর বলতে হবে না তোমাকে, আমি দব বুঝতে পেরেছি। তোমার বেশ বৃদ্ধি আছে দেখতে পাচিচ। তুমি ক'রে খেতে পারবে। হ' আগে বৃদ্ধি—এই হোটেলেই বলতে স্থক্ষ করেছ?
- অবিনাশ। আমি একটা মিছে কথা বলে ভন্ন দেখিরেছি মাতা। পরাশর। মিছে কথা?

- অবিনাশ। আজ্ঞে হাঁ। পরেশ বাব্র কাছে টাকা চাওয়াতে উনি বল্লেন যে সব কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়লে উনি খুসী হবেন।
- পরাশর। (অবাক্ হইয়া) খুসী হবেন!
- অবিনাশ। আজ্ঞে হাঁ উনি এমন ভাব দেখালেন যেন উনি সন্ত্যি সন্ত্যি খুদী হবেন। বললেন—সব কথা প্রকাশ হ'লে উনি ওর মেয়েকে ফিরিয়ে পাবেন। তাই এমনভাব দেখালেন যে প্রথমটায় আমি প্রায় বিশ্বাসই করে ফেলেছিলাম। কিন্তু আমি অবিনাশ গোয়েন্দা, লোকের পেটের ভেতর থেকে কথা টেনে বের করা আমার পেশা, আমাকে ঠকানো অত সহজ নয়।
- পরাশর। তাই তুমি একটি মিছে কথা বল্লে বাঃ। কি মিছে কথাটি বললে শুনি ?
- অবিনাশ। আমি দেখতে চাইলাম ওর মনের ভাবটা কি ? তাই হোটেলেরই
 ত্জন ভদ্রলোককে ডেকে বল্লাম যে পরেশ বাব্র স্ত্রীকে আমি খুঁজে
 পেয়েছি। কিন্তু আসল কথাটা গোপন করে—বল্লাম যে সে এখন
 লক্ষোতে খুব নাম করা বাইজি হয়েছে।
- পরাশর। লক্ষোতে বাইজি হয়েছে! বাঃ, বাঃ। তারপর?
- অবিনাশ। আর বল্লাম--বল্লাম- বল্লাম যে তাব মেরেও একটা বাইজিই হয়েছে।
- পরাশর। (তাহার মুথ কালো হইয়া গেল।) তুমি এই কথা বল্লে সেই ছজন লোককে ?
- অবিনাশ। (ভীত হইয়া) হাঁ, আমি বলেছি।
- পরাশর। তোমাকে খুন করাই উচিত ছিল দেখতে পাচিচ।
- অবিনাশ। (উত্তেজিত ভাবে) কেন বলব না আমি ? আমার স্থান্ত পাওনা না পেলে নিশ্চয়ই বলব আমি।

পরাশর। তোমাব ক্রায়া পাওনা ? আমি দেখ্তে পাচ্ছি তোমার ক্রায়া পাওনা তুমি শীগগিরই পাবে।

অবিনাশ। (বুঝিতে না পারিয়া সভয়ে) আপনি কি বলছেন? পরাশর। (তুর্ব্বোধ্য ভাবে হাসিয়া) ভয় পাচ্চ বুঝি? অবিনাশ। আপনি কি করবেন?

भवानव क्री९ (छेलिकान स्वित ।

পরাশর। হালো, হালো।—পুলিশ ষ্টেশন, তাড়াতাড়ি। অবিনাশ। (ভীত হইয়া) আপনি আমাকে পুলিশে দেবেন ?

পরাশর কথা না বলিয়া শুধু হাসিল।

পরাশর বাবু! (কাছে আসিয়া) পরাশর বাবু! আমার কথা শুরুন। কথা শুরুন।

পরাশর। (টেলিফোন রাথিয়া) মনে হচ্চে তুমি পথে এসেছ। কি বলবার আছে বল।

অবিনাশ। (কপালের থাম মুছিয়া) আপনি সত্যি সত্যি আমাকে পুলিশে দিতে চান ?

পরাশর। (টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াইয়া) তোমার বুঝি সন্দেহ হচ্ছে?

অবিনাশ। না-না-না-না।

পরাশর। এথানে তোমার কিছু স্থবিধে হবে না। আর একটি কথা কাউকে বংগছ কি দশটি বছরের জন্ম তোমাকে শ্রীঘর যেতে হবে।

অবিনাশ। বেশ, 'আমি বাচ্ছি। কিন্তু মহেল্রবোবুর কাছ থেকে আমি এর ডবল আদায় করব। পরাশর। (প্রথমে চমকাইল কিন্তু মুহুর্ত্তের মধ্যেই আত্মসংবরণ করিয়া উচৈচঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।) তোমার সেই গুড়েও বালি দিয়ে এসেছি। অবিনাশ ব্ঝিতে না পারিয়া হা করিয়া চাহিয়া রহিল।

তুমি বুঝতে পারছ না, হেঁ-হেঁ-হেঁ।

অবিনাশ। আপনি সেখানে কি করেছেন ?

পরাশর। (কঠোর ভাবে) অবিনাশ, তুমি আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে এস না।

অবিনাশ। (অবাক্ হইয়া) আপনার সঙ্গে পালা !

পরাশর। হাা, আমি যা গড়ে তুলছি, তুমি তা ভাঙ্চো। ছই বংসরের চেষ্টার যা আমার হাতের মধ্যে এসে পড়েছে তুমি তাকে নষ্ট করতে চাইছ।

অবিনাশ। আপনার হাতে এদে পড়েছে ? আপনিও কি আমারই মতন—
তাহার সন্দেহ হইল যে পরাশরও বুকি তাহারই মতন টাকা লইবার চেষ্টায় আছে।

পরাশর। (অবিনাশের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া উৎসাহের সহিত) তুমি ঠিক ধরেছ। অবিনাশ, আমিও তোমারই মতন ব্যবদা করছি।

অবিনাশ। (বিশ্বাস করিতে না পারিয়া) আপনি!

পরাশর। হাা, আমি। তোমাকে সাবধান করে দিচ্চি—তুমি মাদ্রাজে যাবে কি আমার সঙ্গে লড়াই হবে।

অবিনাশ। আপনি! কলেজের প্রফেসর! আপনিও আমারই মতন!

পরাশর। হেঁ-হেঁ-হেঁ। কেন, মাষ্টার হলেই বুঝি পয়সা কামাতে নেই ? তোমাকে অঙ্ক শেখাতে পারি আর চুরি বিছা শেখাতে পারিনা ?

অবিনাশ। আমার বিশ্বাস হচেচ না।

পরাশর। কিন্তু তুমি মিছে কথা ব'লে আমাকে পরীক্ষা করতে এদ না

অবিনাশ গোয়েন্দা। আমি পরেশ নই যে দশজন সাক্ষী রেখে তোমাকে গলা টিপে মারব। (ভর দেখাইরা) আমি মারব গোপনে। আমার কলেজ থেকে এমন বিষ এনে আমি তোমার উপর প্রয়োগ করব যে তুমি টেরও পাবে না কথন কি ভাবে তোমাকে বিষ দিয়েছি। তুমি হয় তো দেখবে তোমার হাত ধরে আদর করছি কিন্তু আমার আঙ্গুলে এমন বিষ লাগানো থাকবে যে তোমার চামড়া ভেদ করে তোমার রক্তের সঙ্গে সে মিশে যাবে। তুমি টেরও পাবে না অবিনাশ। তুমি টের পাবে আধ্যণ্টা পর, যথন তোমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে, যথন তুমি মরবে। বুঝেছ?

পরাশর প্রাণপণে মুঝ বিকৃত করিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। অবিনাশ অতিশয় ভীত হইল। তাহার চকু কোটর ছাড়িয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। পরাশর হাত বাড়াইয়া ভাহার দিকে অগ্রসর হইল।

তুমি বুঝেছ ?

যথন পরাশর কাছে আসিল, তথন অবিনাশ আর সহু করিতে না পারিয়া প্রাণভরে বিকট চীৎকার করিল। পরাশরকে আরও অগ্রসর হইতে দেখিয়া পুনরায় চীৎকার করিয়া প্রস্থান করিল। পরাশর কপালের ঘাম মুছিয়া হাসিল।

পরাশর। (স্বগতঃ) পরাশর। এটা তোমার বই নিয়ে থেলা নয় এটা জ্যাস্তমান্ত্র নিয়ে থেলা। (মৃত্হাসিয়া) মাষ্টারি এবার বৃঝি ছাড়তে হ'ল। লোকটা ভয় পেয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যস্ত টাকার লোভে সে বাবে সেথানে। (জোরে ডাকিয়া) ঝড়ু! ঝড়ু! নরেন! ঝড়ু এবং নরেনের প্রবেশ।

बष्र्। वार्!

नत्त्रन । माष्ट्रीय मणाहे ।

পরাশর। একটা টেলিগ্রাফ্ ফরম দাও তো শিগ্গির।

নরেন টেলিপ্রাফ্ফরম দিল। টেবিলে বসিরা পরাশর লিখিল।
ঝড়ু! (টাকাদিরা) এক্সনি এই টেলিগ্রামটা পাঠিরে দে, জরুরি তার
করবি। আমি লিখে দিয়েছি।

টেলিগ্রাফ ফরম লইয়া ঝড়ুর প্রস্থান।

নরেন, তুমি আমার জন্ম কাল মাদ্রাঞ্জ মেইলে একটা বেঞ্চি রিজার্জ করবে। আমাকে কালই আবার বেতে হবে। শুধু আজকের দিনটা এখানে বিশ্রাম করব।

নরেন। এই তো এলেন। কালই আবার যাবেন?
পরাশর। হাা, আমাকে যেতেই হবে।
নরেন। হঠাৎ, এমন কি হ'ল যে কালই আবার যেতে হবে?

পরাশর। নরেন, তুমি বুঝবে না ওসব কথা। তুমি তো বাঘের থেলা দেখেছ নরেন! আমি যে থেলা থেলছি তা বাঘের থেলার চাইতেও ভরানক। মাহুষের প্রাণ নিয়ে আমি থেলছি। প্রাণপণে একদিক বাঁচাতে গিয়ে দেখি আর একদিক ধ্বসে পড়ছে, তাসের ঘরের মত ধ্বসে পড়ে যাচেচ আমার ঘর। আমাকে কালই যেতে হবে। তুমি ভুলো না যেন। বরং তুমি এখনি গিয়ে টিকিটটা নিয়ে এম।

পকেট হইতে মনিব্যাপ বাহির করিয়া টাকা দিয়া

এই নাও টাকা। যাও, চট করে টিকিটটা নিরে এস।

(नातनाक ठिनियां वाहित्त नार्गाहेन ।)

আশা করি লোকটা আজই রওনা হবে না। নাঃ সে ভর পেরেছে নিশ্চর। আমার মনে হয় সে অস্কতঃ গ্লচার দিন দেরী করবে। সস্তর্পণে পরেশের প্রবেশ। সে দরজার কিরিয়া দেখিল কেছ নিকটে নাই। আতে, আতে সে পরাশরের কাছে আসিল।

भट्यम । याष्ट्रीय मणाहे ।

পরাশর। (পরেশকে দেখিয়া হাসিয়া) এই যে ভায়া।

- পরেশ। (দরজার দিকে পুনরায় তাকাইয়া) আমার পারুল ভাল আছে তো?
- পরাশর। খুব ভাল আছে। ওঃ আমি ভূলেই গিয়েছিলাম। তোমার জন্ত সে স্থন্দর একটা উপহার পাঠিয়েছে।
- পরেশ। (পরম আনন্দের সহিত) উপহার! আমার জ্বন্ত উপহার! কই দেখি।
- পরাশর। দাঁড়াও, আমার বাজো বন্ধ রয়েছে। আমি নিয়ে আসছি। (এছান।)

(পরেশ তাড়াতাড়ি টেবিলের দেরাজ ধুলিরা পারুলের ছবি দেখিতে লাগিল। পরাশরের পুনঃ প্রবেশ। পরেশ তাড়াতাড়ি ছবি দেরাজে বন্ধ করিল। পরাশরের হাতে একটি ছোট রূপার নটরাজ মুব্রী।)

- পরাশর। এই নাও পারুলের উপহার। ভারি স্থন্দর মৃতি। পছন্দ ছচ্চে তো?
- পরেশ। (তুই হাতে মূর্ত্তি ধরিয়া পরাশরের দিকে ক্লভজ্ঞতার সূহিত তাকাইল।) পছন্দ। পারুলের প্রথম উপহার ! ও: হো-হো-হো। (মূর্ত্তি বুকে রাধিয়া হাদিতে হাদিতেই পরেশ কাদিতে লাগিল। পরাশরের মুখে মুত্র হাদি)

আমার মার প্রথম উপহার।

পরাশর। সূর্বিটাকে তোমার টেবিলের উপরে রেখে একটু স্থন্থির হ'রে ব'স। কেউ আবার এসে পড়তে পারে।

- পরেশ। (অভিমানের সহিত) আহক না। সকলে এসে দেখুক আমার পারুল আমাকে কি স্থলর উপহার পাঠিরেছে। আমি আর কতদিন ল্কিয়ে ল্কিয়ে থাকব ? আর কতদিন আমার সম্ভানকে আমি চোরের মত ল্কিয়ে ল্কিয়ে দেখব ? তুমি বলেছিলে এইবার একটা ব্যবস্থা ক'রে আসবে। কি ক'রে এলে বল।
- পরাশর। (বিমর্থ ভাবে) এখনও সমর হয়নি পরেশ। আরও, কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।
- পরেশ। কেন অপেক্ষা করব ? চতুর্দিকে সকলে বড়বন্ধ করছে আমার সম্ভানের বিরুদ্ধে। আঙ্গ একটা গোরেন্দা আমার মেরের নামে কালি দিয়ে গেল, কাল দেবে রাস্ভার লোক। তুমি তাকে আমার কাছে আসতে দাও। আমি তাকে রক্ষা করব। তাকে তুমি আমার কাছে এনে দাও।
- পরাশর। (চিস্তিত ভাবে পারচারি করিয়া) শোন। এই গোরেন্দাটা লোক স্থবিধের নয়। আমার মনে হয় সে মান্তাজে গিয়ে এমন একটা গোল বাগাবে যে পারুলের কাছে সব কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়বে। কিন্তু আমি তা চাই না। পরেশ, তুমি যে হুঃথ পাচ্চ আমি তা আমার নিজের . বুকেই বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম আয়ও কিছুদিন অপেক্ষা করতে। এমনভাবে পারুলের মন গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম যেন আপনা হ'তেই সে তোমাকে তার পিতা বলে চিনতে পারে। কিন্তু এই গোয়েন্দাটা সব মাটি করতে বংগছে।
- পরেশ। আমি তো ওকে খুন্ই করতে গিয়েছিলাম। তুমি আমাকে বাধা দিলে কেন ?
- পরাশর। (হাসিরা) বাধা দিলান এই জত্তে যে পারুলকে একটা জ্যান্ত মারুষের কাছে আনতে চেরেছি, একটা ফাঁসির মরার কাছে নর।

- পরেশ। ফাঁসি গিয়েও আমি স্থথে মরতে পারতাম মাষ্টার মশাই যদি একটিবার তাকে বুকের কাছে পেতাম।
- পরাশর। যাক্, এখন ওসব কথা ভেবে লাভ নেই। আমি আর সামান্ত করেকমাস সব্র করতে চেম্নেছিলাম। (মৃহ হাসিয়া) তার একটা বিশেষ কারণও আছে পরেশ।

পরেশ। 'কি কারণ ?

পরাশর। (মৃহ হাসিয়া) তুমি যে দাদামশাই হ'তে চল্লে।

পরেশ। র'্যা ? ও-হো-হো-হো। (দরজার কাছে ছুটিয়া যাইয়া) ঝড়ু! নরেন!

- পরাশর। (বাধা দিয়া) আঃ, কি করছ? তুমি নিজেই যে সব পশু ক'রে দেবে। পরেশ। মান্টার মশাই! আজ আমি আনন্দ করব। আমার নাতি হবে, আমার পারুলের ছেলে হবে। হো-হো-হো-হো। মান্টার মশাই! এবার আমার বিশ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। পাঁচ বছরে এক লাথ টাকা হবে। আমি মস্ত বড় একটা বাড়ি তৈরি করব। তাতে বাগান থাকবে। সেই বাগানে একটি বকুল গাছ থাকবে। তার ডালেতে আমি নিজের হাতে একটি দোলনা বানিয়ে দেব। তাতে আমার পারুলের ছেলে ফুলবে আর তার সঙ্গে হেসে হেসে আমার অবশিষ্ট দিনগুলিও ফুরিয়ে যাবে।
- পরাশর। তোমার স্বপ্ন যাতে সত্য হর তার জন্মই তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। পারুলের এখন যা শারীরিক অবস্থা তাতে তার মার সম্বন্ধে—কোন—কথা·····
- পরেশ। তুমি ঠিক বলেছ। আমি অপেকা করব। কিন্তু নাতি হ'লে আর একটি দিনপ্ত নর। (হাসিরা) আমি আজ আনন্দ করব। ঠাকুরকে ডেকে বলে দি। বাইতে উচ্চত।

পরাশর। দাঁড়াও। আরও কথা আছে।

পরেশ ধাডাইল।

आिम कानरे आवाद माजाब वाकि ।
शदत्रण । कानरे वाक ?

অবাক্ হইয়া চাহিরা রহিল।

পরাশর। অবাক্ হলে যে?

পরেশ। আজ এলে আবার কালই যাবে ?

পরাশর। হাা, যেতেই হবে। আমি ঐ গোয়েন্দাটাকে অনেক ভর দেখিরে আজকের মত বিদার করেছি। কিন্তু আমার মনে হয় সেও শীগ্গিরই মাদ্রাজে যাবে। আমি তার আগেই সেধানে গিয়ে তার জক্ত প্রস্তুত হয়ে থাকব।

পরেশ। (বালকের মত আবদার করিয়া) আমি তোমার সঙ্গে যাব এবার। পরাশর। তুমি ?

পরেশ। হাঁা, আমি যাবই। আমি বুঝতে পাচিচ পাক্ষল একটা বিপদে পড়বে। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

পরাশর। আর কিছু বিপদ না এলেও তুমি সঙ্গে থাকাই যে একটা বিপদ।
পরেশ। মাষ্টার মশাই, আমি দূরে দূরে থাকব। আমি অনেক দূরে থাকব।
আমি তো তোমার কথা মতই এই ছবছর চলেছি। আমি শুধৃ দূর
থেকে ওকে দেখব। আমাকে তুমি সঙ্গে নাও।

পরাশর। (ঈষৎ হাসিয়া) সেথানে কারুর গলা টিপে বসবে না তো ?

পরেশ। (আর্দ্রকণ্ঠে) তোমাকে কি করে ব্ঝাব পরাশর? সম্ভানের অমঙ্গল যে কামনা করে সে যে কত বড় শক্র তা কি করে ব্ঝাব তোমাকে? (উত্তেজিতভাবে) শুরু একবার গলা টিপে মারা তার পক্ষে বথেষ্ট শান্তি নয় মাষ্টার মশাই। আমার ইচ্ছে হয় যে রক্তনীব্দের মত দে পুন: পুন: বেঁচে উঠুক আর আমিও তাকে পুন: পুন: গলা টিপে হত্যা করি, সে হাজার বার বেঁচে উঠে নিখাস নিক, আমিও হাজার বার গলা টিপে তার নিঃখাস বন্ধ করে দিই।

পরাশর। (পরেশের পিঠে হাত ব্লাইরা) শাস্ত হও ভাই। আর মাত্র গোটা কয়েক দিন। আমি আর কিছুদিন পরেই পারুলকে সব কথা জানাব। জমি প্রায় তৈরি ক'রে এনেছি পরেশ। তোমার সম্বন্ধে তার ধারণা খুব উচু। আমার মনে হয় সে তোমাকে মনে মনে অত্যস্ত ভালবাসে।

পরেশ। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) হেঁ-হেঁ-হেঁ। তুমি সত্যি কথা বলছ?

পরাশর। সত্যি কথাই বলছি ভাই।

পরেশ। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) আমাকে সে সত্যি সত্যি ভালবাসে তাহ'লে? পরাশর। হাঁ ভাই, থুব ভালবাসে।

পরেশ। তুমি সত্যি কথা বলছ তো?

পরাশর। (হাসিয়া) মিছে কথা কেন বলব ? তুমি স্থির হও। তার সক্ষে দেখা হলেই তুমি বুঝতে পারবে।

পরেশ। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে তাহ'লে ?

পরাশর। কি আর করি ? তুমি যথন যাবেই তথন •••••

পরেশ। (কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া) হো-হো-হো-হো। (দরজার কাছে গিয়া) নরেন! নরেন!

পরাশর। নরেন' হোটেলে নেই। তাকে পাঠিরেছি টিকিট করে আমার জন্ম টিকিট কিনতে।

শরেশ। আমারও যে টিকিট কিনতে হবে। এখন উপায় ?

পরাশর। অত ভাবচো কেন ? টিকিট যথেষ্ট পাওয়া যাবে।
পরেশ। কিন্তু বলা যায় না তো। যদি সব টিকিট বিক্রি হয়ে যায় ?
পরাশর। (হাসিয়া) হবে না, হবে না। নরেন এসেই আবার যাবে
তোমার টিকিট কিনতে। গাড়ী তো কাল সন্ধ্যোবেলা।
পরেশ। আচ্ছা, তুমি যথন বলছ তথন তাই হবে। কিন্তু—কিন্তু…

কাতরভাবে পরাশরের দিকে তাকাইল

পরাশর। আবার কিন্তু কি?-

পরেশ। পারুলের জন্ম কিছু উপহার ? (পরাশরের দিকে পুনরায় তাকাইল।) পরাশর। (চিস্তিত হইয়া) অতটা করা কি ভাল হবে এখন ?

পরেশ। (চটিয়) কেন ভাল হবে না ? (চারিদিকে হাত ছড়াইয়া) এই সবই তো তার। আনি এই সব করেছি তো তারই জন্ম। ওরা

তাকে দিনরাত চোথের সামনে দেখছে আর আমি তার বাপ, তাকে একটু উপহার দিতে পারব না ? আমি উপহার দিলে তাতে বাধা দেবে

কে ? আমি তার বাপ ৷ আমাকে আটকাবে কে ? কোন্ অধিকারে আমার এই সামাক্ত আকাজ্জা থেকে তারা আমাকে বঞ্চিত করবে ?

পরাশর। এই রে ! তুমি আবার স্থক করলে ?

পরেশ। আমি কি ক'রে চুপ ক'রে থাকি মাষ্টার মশাই ? আমার ইচ্ছা করছে চীৎকার ক'রে আমি বুক ফাটিয়ে মরি।

পরাশর। তোমার অদৃষ্ট থারাপ বলেই তোমাকে এই ছাখ সহু করতে হচে। সকলেরই তো আর বউ বেরিয়ে যার না, অথবা গেলেও তারা মেরে চুরি ক'রে নিয়ে যায় না। তোমার যথন গিয়েছে তথন তোমাকে চুপ ক'রেই থাকতে হবে নইলে মেয়েকেও চিরকালের মতই হারাতে হতে পারে।

- পরেশ। বেশ, তুমি যথন বলছ তখন কিছু নাই দিলাম। আমি হর্ভাগা তাই আমাকে সইতে হবে।
- পরাশর। (হাসিরা) আচ্ছা, তুমি বরং কিছু উপহার কিনে নাও। স্থযোগ হলে দেওয়া যাবে।
- পরেশ। (উল্লাসের সহিত) তা হ'লে নেব ?
- পরাশর। বলেছি তো নাও, কিন্তু স্থযোগ বুঝে দিতে হবে।
- পরেশ। তুমি সত্যি বলছ তো?
- পরাশর। এতো আপদ কম নয়। বলছি নিতে, তবু বিশাস হচ্চে না ?
- পরেশ। হেঁ—হেঁ। (দরজার কাছে ছটিয়া যাইয়া) নরেন! নরেন! ওঃ তাই তো। সে তো টিকিট কিনতে গিয়েছে। এখন উপায়? আছো, তু-তুমিই বলতো আমি কি নিয়ে যাব?
- পরাশর। কেন, কত জিনিষ রয়েছে, এই ধর, শাড়ি, গয়না ইত্যাদি ইত্যাদি।
- পরেশ। ঠিক বলেছ তুমি। শাড়ি, গয়না। (উল্লাসের সহিত) আমি

 হীরের গয়না কিনব, আর কোন গয়না নয়। আমি এমন গয়না দেব যাতে
 বড় বড় হীরের টুকরা ঝক ঝক্ ক'রে জলবে। দেখি টেলিফোনের
 বইটা। (টেবিলে আসিয়া ভাড়াভাড়ি পাতা উলটাইয়া) কয়ল—কয়লা—
 কয়লাচান্দ—নর্থ-ওয়ান, টু, থি, ফোর। (ছুটিয়া টেলিফোন ধরিয়া)
 হালো, হালো—নর্থ-ওয়ান টু, থি-ফোর—হাঁ হাঁ, তাড়াভাড়ি কর
 মেমসাহেব—হালো, হালো,—কয়লাচান্দ ?— আমি পরেশ বাবু, পারুল
 হোটেলের মালিক কথা বলছি।—হাঁ, হাঁ, পারুল হোটেল মশাই,
 পারুল হোটেল। দেণ্টাল এভিনিউতে মন্ত বড় তেভালা বাড়িতে
 আধুনিক হোটেল। শেণ্টা, হাঁ, (গর্বের সহিত) আমিই ভার মালিক
 পরেশ বাবু। হাঁ, হাঁ। আমার কিছু গয়না চাই—হীরের গয়না, হাঁ,

তাতে বড় বড় হীরের টুকরো থাকবে।—রঁটা ? এ-এ-এ - আচ্ছা, একটু ধকন। মাষ্টার মশাই, ওরা জিজ্ঞেস করছে কি গরনা চাই—নেকলেদ, ব্রেসলেট্, ব্রোচ, পেণ্ডান্ট কত কি নাম বলল, কোনটা আনতে বলব ?

পরাশর। তাইতো, বড় মুস্কিলেই ফেললে আমাকে। কোনটা দেখতে কি রকম হওয়া উচিত আমি তা তো জানিনে।

পরেশ। কি বিপদেই পড়েছি। দেথ তো একবার ঝড়ুকে ডেকে। ও ব্যাটার বৃদ্ধি আছে।

পরাশর। (হাসিয়া) তাকেও যে বাইরে পাঠিয়েছি। সে গিয়েছে টেলিগ্রাম করতে।

পরেশ। এখন উপায় ? (ইতস্ততঃ করিয়া) হালো, হালো,—হাঁ শুসুন নাই, ঐ যে কি সব নাম বল্লেন—হাঁ, আ-আপনি সব রক্মই নিয়ে আসুন। হাঁ, নিয়ে আসুন না। গয়না তো পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব জায়গাতেই পরা যায়। হাঁ কি বল্লেন ?···কতটাকার কিনব ?··· এই ধরুন, (গর্কের সহিত) হহাজার, পাঁচহাজার, দশহাজার।···হাঁ একুনি আসুন। (টেলিফোন রাথিয়া) তুমি কোথাও যেও না দানা, গয়নাগুলো তোমাকেই পছল করতে হবে।

विकि**डे** इरल्ड नरत्रानत श्रायम ।

নরেন। মাষ্টার মশাই, এই নিন আপনার টিকিট।

পরেশ। নরেন, তোমাকে একুনি আবার যেতে হবে। আমার জন্ত একথানা টিকিট কিনতে হবে।

নরেন। (অবাক্ হইয়া) আপনি ? আপনি কোথায় যাবেন ?

পরেশ। আমিও মাষ্টার মশাইরের সঙ্গে বাচ্ছি।

নরেন। আপনিও মাজাজ বাচ্ছেন, ব্যাপার কি ?

পরেশ। কিছু না, কিছু না। এই ইরে মানে আমার শরীরটা বেশী ভাগ নেই তাই মাষ্টার মশাই বল্লেন একবার করেকদিনের জক্ত বাইরে খুরে আসতে—। উনি সঙ্গে থাকবেন, ভাগই হ'গ। তা ছাড়া, মাদ্রাজ খুব ভাগ সহর। একেবারে সমুদ্রের পারে। কত কিছু দেথবার আছে সেথানে। তাই না মাষ্টার মশাই ?

নরেন। যার সঙ্গে দেখা হচ্চে সেই দেখচি মাদ্রাজ্ব যাচেচ। পরাশর। (তীব্রভাবে) আর কে যাচেচ? নরেন। সেই গোরেন্দাটাও বোধ হয় যাচেচ।

পরেশ এবং পরাশর চমকাইল।

সেও দেখি টিকিট বরে গিয়ে জিজেন করছিল মাদ্রাজের গাড়ী ক'টায় ছাড়ে।

পরাশর। (ব্যক্তভাবে) তাকে টিকিট কিনতে দেখলে ? নরেন। আজে না। মনে হ'ল—আমাকে লক্ষ্য করেই স'রে পড়ল। পরেশ। মাষ্টার মশাই, চল, আমরা আজকেই বেরিয়ে পড়ি।

পরাশর। (নরেনের দিকে ইঞ্চিত করিয়া) অন্তির হ'য়োনা পরেশ।
নরেন, মোট কথা তুমি সঠিক জান না যে সেই লোকটা মাদ্রাজ্ঞ
যাচ্ছে।

নরেন। আজে না, সঠিক বলতে পারি না।

পরাশর। তুমি তাকে টিকিটও কিনতে দেখনি। শুধু শুনেছ ক'টার গাড়ী ছাড়ে তাই সে জিজ্ঞেদ করছে।

नद्रम । चाद्रक है।

পরাশর। ব্যস। বৃথা ভেবে কিছু লাভ নেই পরেশ। আমরা তো কালই বাজিছ।

- নবেন। কিন্তু ঐ গোয়েন্দাটার সঙ্গে আপনার মাদ্রাক্ত যাওয়ার কি সম্পর্ক তা তো বুঝতে পারশাম না।
- পরেশ। তুমি বুঝতে চেষ্টা ক'রো না। মাসকাবারে মাইনে পাচচ,
 নিজের কাজ ক'রে বাও। তুমি টাকা নিয়ে বাও। আমার জক্ত একথানা টিকিট নিয়ে এস।

বেপে ঝড়র প্রবেশ।

ঝড়। হজুর!

পরেশ। তুই কথন এলি ?

বিজ্য । এইতো এলাম হজুর। এসেই দেখি অনেক মালপত্র বোঝাই করে কয়েকথানা গাড়ী আমাদের দরজায় এসে লাগলো।

পরেশ। কয়েকথানা গাড়ী ?

ঝড়ু। আজ্ঞে হাঁা, সেই যে রাঙ্গাবাহাত্ত্র যিনি টেলিকোন করেছিলেন উনি এমেছেন। সঙ্গে অনেক লোকজন।

পরেশ। (ব্যক্ত হইয়া) ভাইতো। নরেন, ঘর ঠিক আছে তো?

নরেন। আজে হাঁ, সব ঠিক আছে।

ছুই একজন পাত্রবিত্তসহ রাজাবাহাদ্ররের প্রবেশ।

পরেশ। এই যে রাজাবাহাত্র, আস্থন, আস্থন। আপনার দর তৈরি রয়েছে। বস্থন, বস্থন। ওহে নরেন, একটা রদিদ তৈরি কর।

মরেন রুসিদ তৈরি করিতে বসিল।

চট্ ক'রে ক'রে ফেল। (হাত কচলাইয়া) মানে, এক হপ্তার টাকাটা এখানে জমা থাকে কিনা, মানে ওটা একটা নিরম, যদিও আপনার কথা অতন্ত্র—হেঁ-হেঁ-হেঁ। আপনি মহাশর ব্যক্তি। অব্যক্তি আপনি বদি আগেই চলে যান তাহ'লে হিসাব ক'বে বাকি টাকাটা তক্ষ্নি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। টে-টে-টে-টে

রাজাবাহাত্র। (হাসিয়া) ফিরিয়ে দেবেন তো?

পরেশ। আজ্ঞে হাঁ, অবস্থি ফিরিয়ে দেব।

- রাজাবাহাত্র। কি জানি মশাই। আপনি কলকাতার লোক। বিশাস করা শক্ত। (জনৈক অন্তরের প্রতি) কি বলহে সতীশ ?
- সতীশ। আজ্ঞে যা বলেছেন। বিশ্বাস করা শক্ত বই কি। যা দিন কাল পড়েছে। নিজের স্থীকে বিশ্বাস করাই শক্ত। তার উপর আবার কলকাতার সহর, সেথানে আবার্ন হোটেল। আজ আছে কাল নেই, বলা শক্ত বই কি। (পরাশর হাসিল, পরেশ রুষ্ট।)
- রাজাবাহাতর। (পরেশকে ভাল করিয়া দেখিয়া) কিন্ধ আমার মনে হচ্চে একে বিশ্বাস করা যায়।

পরেশ হাসিল।

- সতীশ। তা বৈ কি। তা বৈ কি। (পরেশকে লক্ষ্য করিয়া) ওর কথা
 আলাদা বৈ কি। চেহারা দেখেই মনে হয় উনি সজ্জন ব্যক্তি।
 ভাছাড়া এটা আবার যেমন তেমন জায়গা নয়, একেবারে সেণ্ট্রাল
 এভিনিউ, লালবাজ্ঞারের সন্ধিকট।
- নরেন। (রসিদ হাতে কাছে আসিয়া রাজাবাহাত্রকে) এই নিন একশ পাঁচান্তর টাকার রসিদ।
- পরেশ। গরমজলে মান করলে সাতদিনে রোজ চার আনা ক'রে আরও একটাকা বারো আনা। হেঁ-হেঁ-হেঁ। সেটা না হয় বাকিই থাক্। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। আগনি মহাশয় ব্যক্তি। আপনার কথা স্বতন্ত্র। মোটে তো একটাকা বারো আনা। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

রাজবাহাত্বর। (হাসিয়া) আপনি আমার চেয়েও অতিশব্ধ মহাশব ব্যক্তি। ওহে সতীশবাবৃ, একশ' ছিয়াত্তর টাকা বারো আনা একে দিয়ে দাও। হো-হো-হো-হো।

পরেশ। আহ্বন রাজাবাহাত্র, আপনার ঘর দেখিয়ে দিই। আহ্বন, আহ্বন। রাজাবাহাত্র। চনুন।

> পরেশ, ঝড়ু এবং পাত্রমিত্রসহ রাজাবাহাছরের প্রস্থান। দতীশ নরেনকে টাকা দিতে লাগিল।

সভীশ। মশাই, এতগুলো টাকা পেলেন (একথানা দশটাকার নোট তুলির। ধরিরা) একথানা দশটাকার নোট বথশিস্? (নরেন অবাক্।) কি বলেন? পরাশর। হো-হো-হো।

সতীশ অলপ্ত অঙ্গারের স্থায় নোট ফেলিয়া দিল।

সতীশ। আপনি কে মশাই ?

পরাশর। কেউ নই। হো-হো-হো। একে কলকাতার সহর তার উপর আবার হোটেল। হো-হো-হো-হো।

ক্টমট করিরা ভাকাইরা সতীশের প্রস্থান। নরেনও হাসিতে লাগিল।

দিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হান—মাদ্রাজে অপেকাজ্ত নির্জন পলীতে একট মোটাম্টি বড় রক্ষের বাড়ির সন্থ্য বাপান। স্টেজের পশ্চাংদিকে দোতলা বাড়ি। বাড়ির সদর দরজা খোলা। নীচের তলার একটি প্রকাও জানালা, এখন খোলা আছে। উপরের তলার ছুই একটি জানালাও খোলা। বাগানে একটি সবুল রং করা লোহার বেঞ্চি। এক পার্যে রাতা হুইতে বাগানে চুকিবার ফটক।

मबद्र--- मक्तांव श्रांकाल।

পারুল বাগানে বেঞ্চিতে বদিরা একটি ছোট উলের জানা বুনিতেছে। উপরের জানালার সমর সমর মহেন্দ্র এবং চপলাকে দেখা বাইতেছে। নীচের জানালার যুথিকা এবং ছই চারিজন যুবক যুবতী ক্রীড়া কোঁতুকে বান্ত। ঘরের ভিতরে অনেক লোকের কলরব শোনা বাইতেছে। তাহারা চা পার্টির আমোদ প্রমোদে ব্যন্ত। পারুল গান ধরিল। জনাগত শিশুর প্রতীক্ষার তাহার মন অভিশ্বর প্রকুল। তাহার গানের সঙ্গে সঙ্গে করেকজন যুবক যুবতী শিস দিরা এবং গুণ গুণ করিরা অক্ট্রট

এলো কি, এলো কি আজি বসন্ত ? রঙীন মেবে আধেক ভাঙা আলো নয়নে মোর লাগনো আজি ভালো রঙে রঙে ছাপালো কে দিগন্ত ? দিকে দিকে তক্নশাথে
ফুটলো যে ফুল ঝাঁকে ঝাঁকে অনস্ত।
এতদিন যে ছিল মনে
ফুটলো আজি সঙ্গোপনে একাস্ত।
এলো কি ?

ব্যালাতে কলহান্ত। পারুল চমকিত হইনা ফিরিয়া সকলকে দেখিরা হাসিল।
কানালাতে কভিপর যুবক যুবতী মিলিত কঠে গান ধরিল।

এলো কি, এলো কি আজি বসস্ত রঙীন মেবের দখিন হাওয়া লাগি উঠলো বৃঝি মনের কুঁড়ি জাগি, সৌরভে তার মাতালো কি বনান্ত ? ডালে ডালে কুস্থম দোলে নাচলো যে মন তালে তালে অশান্ত। আকাশ ভেঙে তোমার বৃকে ফুটলো শিশু মিলন স্থাধ নিতান্ত।

(পাকুল প্রথমে লব্জিত হইর। উচ্চুসিত আনন্দে গাহিল।)

আকাশ ভরি পড়ল ঝরি আনন্দ।
শিউলি বকুল গড়াগড়ি,
চৌদিকে মোর মরি মরি স্থগন্ধ।
এই উছল গন্ধ আলো
আমার বুকে বাঁধা প'ল নিরস্ত।

ফুল ফ্টিল দিকেদিকে এলো বৃঝি আমার বুকে বসস্ত। এলো কি ? এলো কি ?

জানালার যুবক যুবতীদের হাদির কলরোল, পাঞ্চলও দেলাই করিতে করিতে হাদিতে লাগিল। মহেন্দ্র দরর দরজা দিরা বাহিরে আদিরা জানালার দিকে তীব্রভাবে তাকাইল। সকলে নীরব হইরা অদৃগু হইল। পাঞ্চল ফিরিরা মহেন্দ্রকে দেখিরা ঈবং লজ্জিত হইরা সেলাইরের দিকে দৃষ্টি সন্নিবেশ করিল। মহেন্দ্র পাঞ্চলের পশ্চাতে আদিরা দাঁড়াইরা তাহার দিকে ঈর্যার সহিত তাকাইল। তাহার হিংসা হইতেছে কারণ পাঞ্চলের স্বভাব নির্ম্ম এবং কোমল কিন্তু তাহার ক্রা যুথিকার স্বভাব বিপরীত। যুথিকার চঞ্লতা তাহার পক্ষে অসহনীয় হইরা উঠিয়াছে। কিছু না বলিয়াই মহেন্দ্র এদিক ওদিক পারচারি করিতে লাগিল এবং প্রায়ক্রমে জানালার দিকে এবং পাঞ্চলের দিকে তাকাইরা ক্রিপ্ত হইতে লাগিল।

পারুল। (ইতন্ততঃ করিয়া) বাবা!

মহেন্দ্র। (চমকাইয়া) মা!

পাৰুল। তুমি কিছু ভাব্ছ?

মহেন্দ্ৰ। এ-এ-এ কই নাতো।

পারুল। (উঠিয়া কাছে আদিয়া) তুমি নিশ্চয় একটা কিছু ভাবছ। আমাকে বলতেই হবে।

া মহেন্দ্র নিরুত্তর, আদর করিরা

বল বাবা।

মহেক্স। (উচ্ছসিত আবেগে) তোমাকে দেখলে চোথ ছটো জুড়িয়ে বায় মা, কিন্তু

জানালার দিকে অসুলি নিকেপ করিয়া যুগার সহিত

अदक ?

পারুল। তুমি যৃথির কথা বলছ ?

মহেন্দ্র। (চটিয়া) হাঁা, আমি যৃথির কথা বলছি। এই স্থান্থ মাজাজে এদেও কতকগুলি বাঙালী ছোকরা বাড়িটাকে এমন করে তুলেছে যে একমিনিট চুপ ক'রে বসবার উপায় নেই। দিন নেই, রাত নেই, থালি নাচ, গান, পার্টি। আমারি চোথের সামনে কতকগুলি উচ্ছুব্বল যুবকের সঙ্গে সে অবাধ মেলামেশা করছে আর তার স্থামী পড়ে রয়েছে একধারে। আমি দেখতে পাচ্চি এর পরিণাম কি হবে।

পারুল। (সভয়ে) বাবা!

মহেন্দ্র। আর লুকিয়ে লাভ নেই পারুল। আমি জানি যুথিকা উচ্চুত্থল। যদি জামাইটাও একটা স্বস্থ সবল লোক হ'ত····

পাৰুল। কেন বাবা নবীন তো ছেলে মন্দ নয়।.

মহেন্দ্র। (বিরক্ত হইরা) মন্দ নয় ! মন্দ নয় ! কিন্ধ বিজ্ঞারের তুলনায় সে
কি ? সে একটা আধপাগলা সাহিত্যিক বার একটি পরসা উপার
করবার ক্ষমতা নেই ৷ তার এমন ক্ষমতা নেই যে সে তার স্ত্রীকে
জোর ক'রে একটা কথা বলতে পারে ৷ কিন্ধ বিজ্ঞার ? সে একটা
মান্তবের মত মান্তব্য আর নবীন একটা অরব্ছি ক্লীব ৷

পাৰুল। (হাসিয়া) বাবা, তুমি আমাকে হিংসা করছ?

মহেক্স। র্য্যা? না, না, না, না, না। আ-আমি হিংগা করব কেন? আমি তথু বলছিলাম·····এ-এ-এ-এ

সন্দেহের সহিত পারলের দিকে তাকাইরা হঠাৎ আর কিছু না বলিরাই গৃঁহে প্রবেশ করিল। পারল কিছুক্শ তাহার দিকে চাহিরা থাকিরা প্লরার বেঞ্চিতে বসিরা সেলাইতে মনোবোগ দিল। নবীলের প্রবেশ। সে চিন্তিত। তাহার চূল অবিক্রন্ত। সে চূপ করিরা পারলের বেঞ্চিতে বসিরা রহিল।

- পারুল। (মুথ তুলিয়া) তোমাদের হ'ল কি? একটু আগেই বাবা
 নুধখানি কালো করে ঘূরে গেলেন। এখন আবার তুমি এলে।
 নুধ দেখে মনে হচ্ছে তুমিও আফ্রিকা থেকে আসছ।
- নবীন। আফ্রিকার মরুভূমিও ভাল ছিল পারুল দিদি। মরুভূমিতেও ওয়েসিদ্ আছে, জল আছে তাতে, কিন্তু যূথির হৃদরে এতটুরু জল কোথাও নেই। যেদিকে তাকানো যায় শুধু—ধ্ধু করে বালির পর বালি। আমার চোথ ছটো ঝলসে যায় কিন্তু পিপাসায় আমি গলা শুকিয়ে মরি।
- পারুল। (অশ্বন্তির সহিত) তুমি বাইরে কোথাও চাকরির চেষ্টা কর নাকেন?
- নবীন। (চটিয়া) চাকরির চেষ্টা করব ? যূথির কাছে কে এল কে গেল তাই দেখতে দেখতেই তো দিন কেটে যায়।
- পারুল। (হাসিয়া) তোমার ব্ঝি ভয় হয় সে পালিয়ে যাবে ?
- নবীন। সেটা মোটেই অসম্ভব নয়। পালিয়ে যাওয়াই তার পক্ষে স্বান্ডাবিক।
- পারুল। (চমকাইয়া) স্বাভাবিক! তুমি কি বলছ?
- নবীন। (বিত্রত হইরা) না, না, মানে—আমি বলছিলাম—েস ঠিক আপনার মত নয়।
- পারুল। আজ তোমাদের হয়েছে কি ? তোমরা সকলেই যথিকে আমার সঙ্গে তুলনা করছ কেন ? এইমাত্র বাবা কত কথা বলে গেলেন, এখন আবার তুমি। বাবার কথা শুনে মনে হ'ল উনি আমাকে হিংসা করছেন। আমার স্বামী আমাকে ভালবাসেন তাতে তোমাদের সকলের এত হিংসা যে কেন হচেচ তা তো আমি বুঝতে পারছি না। স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসবে এবং স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসবে এটাই তো স্বাভাবিক।

- নবীন। (উত্তেজিত ভাবে) কিন্তু এই বাড়িতে তা স্বাভাবিক নয়। পাপকে অনেক দিন চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে কিন্তু আর নয়। সে মাজ মাথা নেড়ে জেগে উঠছে।
- পারুল। (ভীত হইয়া) তুমি কি বলছ নবীন? কার পাপ কে চাপা দিয়েছে? কার পাপ মাথা নেড়ে উঠছে? কে কি পাপ করেছে এই বাড়িতে?
- নবীন। (নিজের কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভীত হইল।) এ-এ-এ, না, না, আমি ভূল বলেছি মানে, কোনও পাপ নয় আমি মিছে কথা বলেছি।
- পারুল। নবীন, আমার মনে হচ্চে তুমি এখনই মিছে কথা বলছ। তুমি আগে যা বলেছিলে সেই কথাটাই সত্যি।
- নবীন। না, না, না। (জোরের সহিত) আমি মিছে কথা বলেছি।
 - রান্তার দিক হইতে ডাক্তারি ব্যাপ হাতে লইয়। বিদ্যার প্রবেশ। পারুল এবং
 নবীনের উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া অন্তভাবে বিদ্যার পারুলের কাছে আদিল।
- বিজয়। কি হয়েছে পারুল?
- পারুল। আজ এদের সকলেরই কি হয়েছে তা আমি বুঝতে পারছি না।
 আমার মনে হচ্চে তুমি আমাকে ভালবাস এটা এদের কাছে অস্থাভাবিক
 বলে মনে হচ্চে।
- বিজয়। (চিস্তিত ভাবে) তুমি কি বলছ? আমি তোমাকে ভালবাসি এটা কি করে অস্বাভাবিক হবে?
- পারুল। আমিও তাই বুঝতে পারছি না। কিন্তু একটু আগেই বাকা এসে আবোল তাবোল বকলেন। এখন আবার নবীন এসে বলছে। ওরা সবাই যুখির সঙ্গে আমার তুলনা করছে। আমার মনে হচ্চে ওরা সবাই

আমাকে হিংসা করছে। কেন? স্বামী-স্থাতে ভালবাসা কি অক্সায় না অস্বাভাবিক? নবীন বলছে এই বাড়িতে স্বামী-স্থাতে ভালবাসাটা অস্বাভাবিক।

- নবীন। (চীৎকার করিয়া) না, না। আমি মিছে কথা বলেছি। (বিজয় চমকাইয়া নবীনের দিকে তাকাইল।) তুমি বৃঝিয়ে বল দাদা। আমার মাথা থারাপ হ'য়ে গিয়েছে। আমি পাগল হয়ে গিয়েছি।
- পারুল। কিন্তু তুমি কেন বলছিলে যে অনেকদিনের পাপ আজ মাথা নেড়ে উঠছে ?

বিজয় সচকিত

নবীন। 'আমি তো বলেছি যে মিছে কথা বলেছি। (বাড়ির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া।) ওদের নাচ গানের ধাকার আমার মাথা থারাপ হয়ে
গিয়েছে। আর একটু বেশী হ'লেই আমি আত্মহত্যা করব।

বিজন্ম আত্মসংবরণ করিয়া এইরূপ ভাব দেখাইল খেন নবীনের মাধা সভিয় গভার ধারাপ হইরা গিরাছে।

বিজ্ঞর। নবীন! তুমি যতই চাঁচাবে ততই তোমার মাথা আরও গরম হবে। পারুল, তুমি ওর হাতটা ধ'রে ওকে শুইরে দাও তো এই বেঞ্চিটায়। নবীন সত্যি সত্যি অস্কৃষ্ক।

নবীনের সন্ত্যি সন্ত্য অফুখ করিয়াছে ভাবিয়া পারুলের মন হঠাৎ স্নেহার্জ হইল। সে নবীনের হাত ধরিয়া তাহাকে শোরাইল।

- পাব্দন। তোমার অস্থ করেছে ভাই ? আমি না জেনে তোমাকে গালা-গালি করেছি, আমাকে মাপ ক'রো। তুমি ওরে পড় এখানে। উনি ডোমাকে এক্সনি ভাল করে দেবেন।
- বিজ্ঞার। (গঞ্জীর ভাবে নাড়ি ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া) রক্তের চাপ জতান্ত

বেশী মনে হচ্চে। নবীন, তোমার উচিত ছিল শুরে থাকা। তাই না ক'বে দিন রাত নাচ গানের কাছে থেকে তুমি অস্তায় করেছ। এর জন্ত তোমাকে অনেক ভুগতে হ'তে পারে।

পাৰুন। আমি যৃথিকে ডাকব ?

নবীন। (লাফাইয়া উঠিয়া) কক্ষনও না। যদি ওকে আপনি ডাকেন তাহ'লে আমি একুনি এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব।

পাৰুল। (ব্যস্ত হইশ্না) আচ্ছা ভাই ডাকব না। তুমি ভাষে পড়। (বিজয় এবং পাৰুল তাহাকে ধরিয়া শোয়াইল।)

বিজ্ঞর। (নবীনের জামার হাতা গুটাইয়া পারুলকে) তুমি ওর হাতটা একট ধর তো। একটা ইনজেকশন দিতে হবে।

नवीन। (চমकारेया) रेनत्ककमन् ! त्कन व्यामांत्र कि रुख़ि ?

বিজ্ঞান (তীব্রভাবে) চুপ করে থাক। নইলে তোমার মাথা আরও থারাপ হবে।

> নবীন নীরব হইল। বিজয় বাগে খুলিয়া ছুঁচ বাহির করিয়া তাহাতে ঔষধ পুরিল। নবীন চকু বিক্ষারিত করিয়া তাহা দেখিল।

নবীন। কি অষ্ধ দিচ্ছ?
বিজয়। তোমার কাছে তা বলছি না আমি। আমাকে তৃমি ডাক্তারি
শেখাতে এস না।

পাল্লল নবীনের হাত শক্ত করিরা ধরিল। বিজয় ইনজেকশন্
দিল। নবীন বস্ত্রপার মুখ বিকৃত করিল।

পারুল। বেগেছে ? একুনি সেরে যাবে। তুমি চুপ করে শুরে পাক। বিজ্ঞর। (ছুঁচ্ব্যাগে প্রিয়া পারুলকে) তুমি এবার বাড়ির ভিতরে বাও পারুল। তাড়াতাড়ি ওর বিছানাটা ঠিক করে ফেল।

পারুল। আমি আর একটু থাকি না ওর কাছে? বিজয়। না, তুমি এবার ঘরে যাও।

পাঞ্লের হাত ধরিয়া উঠাইয়া।

সন্ধাবেলা তোমার বাইরে থাকা উচিত নয়।

পারুল সঙ্কৃচিত হইল।

এস |

পারুল। (নবীনের নিকট হইতে একটু দূরে সরিয়া) স্ত্রী যে কি ক'রে স্থানীকে ভাল না বেসে থাকতে পারে তা আমি ব্যুতে পারি না।
বিজয়। (হাসিয়া) তুমি তা ব্যুতে পারবে না পারুল।
পারুল। কিন্তু ভাল না বাসলে কি যে হঃথ হয় আমি তা নিজের চোথে দেখেছি।

বিজয়। কোথায় দেখলে?

পারুল। তোমার মনে পড়ে কলকাতাম সেই হোটেলের মানেজার বাব্কে? বিজয়। (চমকাইয়া) তার কথা কেন?

পাৰুল। কি জানি ? যে দিন থেকে

নিজের দেছের দিকে ইক্লিড করিয়া বিজয়ের কাঁবে মাধা রাখিয়া

সেদিন থেকে ঘুরে ঘুরে কেবলই তাঁর কথা মনে হচে। (সম্বল চোথে) আমি বুঝতে পারছি না তিনি আমার কে। কিন্তু—আ-আমি তাঁর কাছে যেতে চাই।

বিজ্ঞয়। (হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিয়া) এই রকম সমরে মন অনেক কিছু চায় পারুল। এটা থুব স্বাভাবিক। হাঁা, উনি আর এখন সামান্ত ম্যানেজার ন'ন। মাষ্টার-মশাইর কাছে শুনেছ বোধ হয় যে

- এখন উনি মন্ত বড় একটা হোটেলের মালিক। মনেক টাকার মালিক উনি হয়েছেন।
- পাৰুল। (হাসিয়া) হাঁ, আমি খুব খুসি হয়েছি। কিন্তু কিন্তু টাকা তো আর সব কিছু এনে দিতে পারে না।
- বিজয়। ও হাা, (পকেট হইতে টেলিগ্রাম বাহির করিয়া) তোমাকে বলতে ভূলে গিয়েছিলাম। মাষ্টারমশাই কাল মাসছেন।
- পারুল। (উৎফুল হইরা) আবার!
- বিজ্ঞা। ই।।, কি একটা কাজ র'য়ে গিয়েছে এথানে। কালকেই এই টেলিগ্রামটি এদেছিল। কাজের ভিড়ে তোমাকে বলতে ভুল হয়ে গিয়েছিল।
- পারুল। আর একটু কম কাজ ক'রে আমার কাছে আর একটু বেশী থাক না কেন?
- বিজয়। (হাসিয়া) কাজনা কবলে কি চলে? এখন তো আর শুধু তুমি আর আমি নই। গাও তুমি ঘরে গাও।
 - কুতজ্ঞতার যহিত বিশ্বরের হাত চাপিয়া পার্মলের প্রহান। বিশ্বয় ফিরিয়া দাঁড়াইল। কোধে তাহার মুখ বিকৃত হইল। নবীনের কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার ঘাড় ধরিয়া টানিয়া উঠাইয়া বিশ্বয় তাহার দিকে তীব্রভাবে তাকাইল। নবীন ভীত হইল।
 - নবীন, তোমাকে অনেকবার দাবধান করে দিয়েছি যে পারুলের কাছে তার বাপ মার বৃত্তান্তের কথা তুমি তুলবে না।
- নবীন। আমি ইচ্ছে করে তুলিনি। যূথিকার অনাচার দেখে সত্যি স্ত্যি আমার মাথা খারাপ হয়ে যাছে।
- বিজয়। কিন্তু তোমাকে মাথা ঠিক রাখতে হবে। পারুলের শারীরিক

অবস্থার কথা তুমি জান। এই সমরে হঠাৎ কিছু শুনলে তাকে বাঁচানো শক্ত হবে।

নবীন। আমি ইচ্ছে করে বলিনি বিজয় দা। যুথিকা একটা ছোকরার সঙ্গে দিনরাত যুরে বেড়াচ্ছে। আমার চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে সকলকে।

বিজয়। (তাহাকে সজোরে ধরিয়া) কিন্তু তুমি চীৎকার ক'রে বলবে না নবীন। আমি তোমাকে নিষেধ করছি। সহু করবার শক্তি ধার নেই তার পক্ষে সমস্ত জেনে শুনেও বৃথিকাকে বিয়ে করা অক্যায় হয়েছে। কিন্তু বিয়ে যথন করেছ তথন তোমাকে সহু করতে হবে, অন্ততঃ ততদিন যতদিন পাক্ষপের শরীর ভাল না হয়। বুঝলে? আর একটা কথা তোমার মুখ দিয়ে বেক্সবে কি আমি তোমাকে খুন করব।

नवीन। (চমकारेशां) थून कन्नरत ?

বিজয়। গ্রা, আমি খুন করব নইলে তোমার বাচালতার জন্ত আমি পারুলকে হারাব। তোমাকে আজ একটা অষ্ধ ইনজেকসন্ দিয়েছি · · · কন্ত তুমি আবার কিছু বলবে তাহ'লে—তাহ'লে · ·

নবীন। (ভীত হইরা) আমাকে তৃমি কি অধ্ধ দিয়েছ ? আ—আমাকে বিষ দাও নি তো ?

বিজয়। না, আজ দিইনি। কিন্তু বিষই আমি দেব তোমাকে যদি তুমি তোমার জিভ টাকে লাগাম টেনে না রাধ।

নবীন। আ—আজ কিছু দাওনি তো?

विकार। ना, व्याक मिराइ क्टेनिन्। किन्छ मावशान! मावशान!

(নবীনকে ছাড়িল। নবীন কণালের বাম মৃছিতে লাগিল।)

नदीन। व्यामि वदः वयान त्थरक शानितः हत्न याहे।

- বিজয়। কাপুরুষ ! নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে একটা লম্পটের ছাতে ছেড়ে দিয়ে তুমি পালিয়ে যাচছ।
- নবীন। কিন্তু আমি নিরুপায়। যে ইচ্ছে ক'রে জেনে শুনে একটা লম্পটের কাছে যাচ্ছে তাকে আমি ঠেকাব কি ক'রে ?
- বিজ্ঞয়। কেন নবীন, তোমার হাত হুটো তো রয়েছে। যে তোমার সর্বনাশ করছে তাকে তুমি শাসন করবে !
- নবীন। শাসন! হাঁা, তুমি ঠিক বলেছ, আমি ওকে শাসন করব। আমি এক্ষুনি সেই লম্পটটাকে কাণ ধ'রে বের করে দেব। (কিছু দ্র বাইয়া ফিরিয়া) কিন্তু বার করব কোথেকে? এটা তো আমার বাড়ি নয়।
- বিজয়। তাতে হয়েছে কি ? তোমার স্ত্রীকে রক্ষা করতে তুমি আইনতঃ এবং ধর্মতঃ বাধ্য।
- নবীন। কিন্তু আমি যে তোমার মত নই বিজয়দা। আমি তোমার মত পরসা উপায় করতে পান্ধি না। আমি যে ঘরজামাই হ'য়ে পড়েছি।
- বিজ্ঞর। (বিরক্ত হইরা) অতএব তোমার স্ত্রীকে তুমি পরের হাতেই তুলে দেবে। যাক তোমার সঙ্গে তর্ক করা রুধা। আমার ঢের কার্জ রয়েছে।
- নবীন। না, না, না। তুমি একটু দাঁড়াও। তুমি বুঝতে পারছ না বিজয় দা। পেটের জন্ম খশুরের উপর নির্ভর করা যে কি বিভ্যবনা তা তুমি বুঝবে না।
- বিজ্ঞা। তুমি যথন ব্ঝতেই পারছ তথন নিজের পেটের একটা ব্যবস্থা করলেই তো পার।
- নবীন। কিছু কিছু রোজগার তো হচ্চে কিন্তু যৃথির কাছে সেটা নভির মত। (বিজয় হাসিল।) তুমি হাসছ কিন্তু তুমি জান না যৃথি কি দিরে তৈরি। হীরে মুক্তো ছাড়া তার মুধে কথা নেই। আমার ধরে থেকে ডাল

ভাত থাওয়ার মতন মানুষ সে নয়। তার মনে প্রেম নেই, মায়া নেই, মমতা নেই, ধর্ম নেই, আছে শুধু ভোগ বিলাসের স্বপ্ন। আমি যদি মাসে হাজার ত্ব'হাজার টাকা উপায় করতে পারতাম তা হ'লে সব-শুলোকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারতাম কিন্তু মামার দৌড় মোটে একদ টাকা। তার বেশী টাকার কথা আমি ভাবতেও পারি না।

বিজয়। স্থতরাং তোমার উচিত হয়নি যুথিকে বিয়ে করা। বড লোকের মেয়ের যে গরীবেব মত থাকার ইচ্ছা হবে না সেটা তোমার জ্ঞানা উচিত ছিল।

নবীন। আমি তথন বুঝতে পারিনি যে যুথি এ রকম হবে।

বিজয়। তার মানে তুমি তার উপরেই টাকা কড়ির জন্ম নির্ভর করেছিলে।

নবীন। (অভিমানের সহিত) হাঁা, আমি ভালবাসি ব'লেই নির্ভর করেছিলাম।

বিজয়। (নবীনের জন্ম ব্যথিত হইরা) কিন্তু যুথিকা যদি সত্যি তোমাকে আর ভাল না বাসে তাহ'লে কি করবে ?

নবীন। আমি ঠিক জানি সে আমাকে আর ভালবাদে না, তাই আমার এখন কি করা উচিত সেই কথা ভেনে ভেবেই আমি পাগল হয়ে যাচিচ। বিজ্ঞায় দা, তার অবহেলা সন্থ করা যায় কিন্তু তার ব্যভিচার সন্থ করা তুঃসাধ্য।

বিজয়। নবীন, আমার মনে হয় যূথিকা সম্বন্ধে তুমি অনেক কিছু কল্পনা ক'রে মনে কট্ট পাচচ। তুমি যতটা ভাবছ যূথিকা হয় তো ততটা থারাপ নয়।

নবীন। আমি কি ক'রে বিশ্বাস করব? কাকে বিশ্বাস করব? রাত্রি বারোটা, একটা, ছটো অবধি যে পরপুরুষের সঙ্গে বাইরে বাইরে শ্বোরে তাকে কি ক'রে বিশ্বাস করি?

विकार। जूमि निष्करे अरक मत्क निष्य विदेशीय नो एकन ?

নবীন। (তঃখের সহিত হাসিয়া) আমি.নিরে যাব কোথায়? চার আনা দামের চায়ের দোকানে ?

বিজয়। (বিরক্ত হইয়া) শুধু পদ্মসাই তো আর সব কিছু নয়। একবার চেষ্টা ক'রে দেখা উচিত যাতে সে আবার তোমাকে ভালবাসতে পারে।

নবীন। (ছঃথের সহিত হাসিয়া) চেষ্টা করব! (উত্তেজিত ভাবে)
বিজয় দা, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। ভাষায়, ছন্দে, অলকারে
সাজিয়ে তাকে নিবেদন করেছি আমার হৃদয়ের বেদনা; কল্পনাকে মন্থন
ক'রে আমি রচনা করেছি নন্দন-কানন। শন্দের ঝকারে সেই নন্দনকাননকে আমি মুথরিত কল্পেছি। কিন্তু স্বর্গের ত্রার যে তার কাছে
কল্প হ'য়ে আছে। তাব রক্ত তাকে জাের ক'রে টেনে আনছে নরকে।
তার রক্ত তাকে ভ্লতে দিছে না যে তার জন্ম হয়েছিল একটা ছন্দহীন
উচ্ছেশ্রনতার মধ্যে। একটা কুৎদিত কোলাহলের মধ্যে তার জন্ম
হয়েছিল। সেই কোলাহলকে ভেদ ক'রে আমার কণ্ঠের স্কর পৌছায় না
তার কাণে। (হাসিয়া) আমি শুধু গলা শুকিয়ে মরি।

বিজয়। খণ্ডর মশাইকে ব'লে কিছু টাকা নিলে কেমন হয়?

নবীন। না, তা অসম্ভব।

বিজয়। কিছু টাকা থাকলে তুমিও যুথিকাকে দঙ্গে ক'রে বেরোতে পারতে। তার ফল বোধ হয় ভাল হ'ত।

নবীন। কিন্তু তা হয় না। টাকা আমি নিতে পারব না।

विकास । जुमि निष्क ना दस नारे ठारेटन । आमिरे ८५८स निष्क ।

নবীন। না বিজয় দা। তা হয় না। নিজেকে অনেক ছোট করেছি। তাকে আর ছোট আমি করতে পারি না। করনায় যে বিরাট প্রাদাদ আমি গড়ে তুলেছিলাম তা আজ ভেকে চুরমার হ'রে গিয়েছে। নিজেকে আরও ছোট ক'রে আমিও তার সক্ষে ভেকে পড়তে রাজি নই। বিজয় ৷ তুমি কি করবে ভাবছ ?

নবীন। (উত্তেজিত ভাবে) সেইটেই প্রশ্ন। আমি শুধু অপেক্ষা করছি?
বিজয় দা, আমি এখন শুধু অপেক্ষা করছি। আমার চোধের সামনেই
আমার বর ভেকে পড়ছে। কিন্তু আমি দাঁড়িরে রয়েছি। আমি
দাঁড়িয়ে রয়েছি এক প্রান্তে নিঃসহায়ের মত। আমি শুধু নীরবে
বুক ফাটিয়ে ময়ছি কারণ আমি ছর্বকা। আমার হাত ছটোতে এমন
জোর নেই যে আমি আমার ঘরকে আবার ঠেলে তুলতে পারি, কিন্তু
আমি আত্মরক্ষা করতে পারি, আমি নিজেকে বাঁচাতে পারি। শুধু
নিক্ষল আক্ষালন ক'রে জীবনটাকে তিলে তিলে মারতে আমি রাজি নই।
আমি আত্মরক্ষা করব। কিন্তু কি করব সেইটেই প্রশ্ন। আমি কি
বুকভরে একবার বিরাট একটা নিঃখাস নিয়ে তাদেরই নিঃখাস চিরকালের
মত বন্ধ ক'রে দেব—যারা তিলে তিলে আমার নিঃখাস রোধ করেছে?
আমি কি তাঁব্রভাবে একবার বেঁচে উঠব তাদেরই রক্ত আকণ্ঠ পান ক'রে
—যারা আমাকে দিবারাত্র স্থাচিবিদ্ধ করেছে? বিজয় দা, আমি কি বজ্রের
মত একবার ধবক্ ধবক্ করে জলে উঠে নিভে যাব ? অথবা ধ্মকেতু হ'রে
সেঁচে থাকব চিরকাল ? সেইটেই প্রশ্ন।

বিশ্বর। তুমি একটি বদ্ধ পাগল। পরে যা যা করবে বলে ভর দেখাচচ তার এক আনা কাজ এখন করলে অনেক কাজ হ'ত। যাক্ তুমি এখানে বলে মাথা ঠাঙা কর। আমার ঢের কাজ রয়েছে।

প্রসাব :

শ্বীন চঞ্চলভাবে ঘুরিভে লাগিল। জানালাভে ছুইটি যুবক ভাহার দিকে ইঞ্জিভ করিরা হাসিভে লাগিল। কিছুক্তণ ঘুরিরা নবীন হঠাৎ মুটি গুচু করিরা গাঁড়াইল। ভাহার ভাব লক্ষ্য করিরা যুবক ছুইটি বাহিরে আসিল। নবীন। (স্বগতঃ) নাঃ। আজকেই এর একটা মীমাংসা করতে হবে।

নবীন গৃহে প্রবেশ করিতে উভত এমন সময় যুবক্ষর হাত বাড়াইরা ভাহাকে

আটকাইল। যুবক ছুইটির নাম ক্রমান্তরে রঙীন এবং অধিল।

রতীন। এই যে দাদা, তোমার কবিতা শুনতে এলাম। নবীন। (চটিয়া) পথ ছেড়ে দাও বলছি।

রতীন। তুমি চট কেন দাদা? যূথিকা দেবী (অথিলকে চোথ টিপিয়া)
এত বাস্ত যে আমাদের সঙ্গে কথা বলবার সময় তার নেই। তার উপর
তুমিও যদি চটে যাও তবে আমরা কোথায় যাই বলতো?

নবীন। তোমরা চুলোর গেলেই তো পার। এখানে মরতে এ**দেছ কেন?** রতীন। আহা-হা তুমি চট কেন? তোমার বাড়ি হ'লে তুমি যে আমালের আসতে দিতে না সেটা আমরা বুঝি।

নবীন দমিরা গেল।

কিন্তু এই বাডির ভবিশ্বৎ উত্তরাধিকারিণী শ্রীমতী যুথিকা দেবী স্থামাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। স্থামরা তোমার কথা শুনব কেন ?

নবীন। তোমরা ভূলে যাচছ যে আমি তার স্বামী। অধিল। (হাসিয়া)। তুমি হাসালে দাদা। নবীন। (চাটয়া) তোমরা হাসছ কেন?

রতীন। আহা হা। তুমি চট কেন? তুমি হাসির কথা বললে আমরা নাহেসে করি কি? তুমি আমীখের দাবী করছ কিন্ত আমী কাকে বলে তা তুমি জান না। যদি দেখতে চাও তো একবার এস আমার বাড়িতে।

নবীন। তোমার বাড়িতে ? তার মানে তুমি বিবাহিত ?

রতীন। তা নয় তো কি ? তুমি কি ভাবছ আমি শুধু বাইরের ভরসায় আছি ? অত পয়সা পাব কোথা ?

অথিল। দাদার আমার থোলাখুলি কথা। শুনতে একটু থারাপ কিন্ত একেবারে ধোল আনা থাঁট। আমিও ঐ কথাই বলি। ইে-ইে-ইে ।

নবীন। তার মানে, তুমিও বিবাহিত ?

অথিল। হাা, বিয়ে একটা করেছি বই কি।

নবীন। তবু তোমরা কুৎ দিত দৃষ্টি নিয়ে পর-স্ত্রীর পেছনে দিনরাত ঘুরে বৈড়াচছ ?

রতীন। আহা-হা। তুমি কুৎসিত বলছ কেন?

অথিল। দাদা, শাস্ত্রে আছে, মন কুৎদিত হ'লেই সব কুৎদিত হয় নতুবা কিছুই কুৎদিত নয়। আমরা যে কোনও কাজই কুৎদিত মন নিয়ে করিনা দাদা।

রতীন। হো-হো-হো-হো-।

নবীন। (চীৎকার করিয়া) চুপ কর তুমি, নইলে আমি খুন করব তোমাকে। রতীন। আহা-হা, তুমি চট কেন?

নবীন। আমার ইচ্ছে করছে তোমাদের গায়ের চামড়া টেনে খুলে ফেলে দিই। বিবাহিত হ'য়েও তোমরা দিনরাত পর-স্ত্রীতে লোভ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্চ। তোমাদের স্ত্রীকে নিয়ে আমি যদি টানাটানি করতাম তাহ'লে কেমন লাগতো তোমাদের ?

অথিল। হো-হো-হো-হো। সে ভর আমাদের নেই দাদা, ব্ঝলে? বাসন মাজিরে আর ছেঁড়া কাপড় পরিরে তাকে এমন করেছি যে তোমাকে চোর্থ ফিরিয়ে নিতে হবে। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

নবীন। উ: ভগবান্! এরা কি মাহ্য না জানোয়ার? আমার স্থম্থ থেকে চ'লে যাও তোমরা, নইলে আজ থুন ধারাবি হবে। রতীন। (ভাত হইয়া) আহা-হা, তুমি চট কেন? আমরা এলাম ছটো কবিতা শুনব ভেবে, চাই কি হুটো একটা কিনুতেও পারতাম

নবীন। কবিতা কিনবে ! (সন্দেহের সহিত) তার মানে ?

রতীন। মানে কিছুই নয়, এই ইয়ে, মানে যথিকা দেবী বলছিলেন যে তৃমি খুব ভাল একটা ব্যবসা ফেঁদেছিলে কলকাতায়, পয়সাও রোজগার করছিলে বেশ, মানে, খামে পুরে প্যারিস্ পিক্চার বলেও চালিয়েছ কিছু কিছু, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

নবীন বজাহতের মত চাহিয়া রহিল।

অখিল। তোমার পেটেও বে এত বিছে তা তো স্বপ্নেও ভাবিনি হে।

নবীন। (হতাশ ভাবে) আমার স্ত্রী এইসব কথা বলেছে?

রতীন। তাই নিয়েই তো আমরা এত হাসাহাসি করছিলাম।

নবীন। আমার গ্রী আমার কবিতার কথা নিয়ে হাসাহাসি করছিল ?

রতীন। হাসির কথা নিয়ে হেসেছে তাতে তুমি অমন করছ কেন? তুমি ভারি বেরসিক তো।

নবীন। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আচ্ছা তোমরা ঘরে গিয়ে রসিকতা কর। আমাকে একটু একলা থাকতে দাও। (উভয়ের দিকে পিছন ফিরিল। তাহারা মুচকি হাসিল।)

অথিল। (গলা পরিষ্কার করিয়া) অপূর্ব বাবু যূথিকাদেবীকে আজ বা একটা হীরের নেকলেস দিয়েছে তা যদি দেখতে।

नवीन। (हमकारेशा) शैदत्रत्र ८नकलम निष्याहर ?

রতীন। আহা-হা, চট কেন ? অপূর্ম বাবু যথন নিজের হাতে সোট পরিয়ে দিচ্ছিলেন তথন তুমি যদি ওদের হজনকে একবারটি দেখতে তাহ'লে নিশ্চয় একটা কবিতা লিথে ফেলতে। থিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে কতিপর যুবতীর প্রবেশ।

সকলে। ভারি মন্ধা হবে—আমি একটা কবিতা কিনব···আমিও একটা চাইব—সত্যি ভাই, ভারি হাসি পাছে।

১নং। এই যে নবীন বাবু। আমাকে কিন্তু একটা কবিতা দিতেই হবে।

২নং। (ব্যাগ হইতে পরসা লইরা) এই নিন চার আনা। আমাকে আগে দেবেন।

৩নং। আমি পাঁচ আনা দিচ্ছি। আমাকে আগে দিন।

১নং। আমি ছ'আনা দিছিছ। আগে আমাকে দিতে হবে।

নবীন তুংথে অভিভূত হইল। তাহার চোধে জল আদিল। অপুর্বের প্রবেশ। তাহার বেশভূষা পরিপাটি। মুথে স্বার্থপরতা পরিস্কৃট।

অপূর্ব। তোমরা যে যাই চাওনা কেন, আমার কিন্তু একটি প্যারিদ পিক্চার না হ'লে চলবে না।

यूवत्कत्रा नकला। (श-रश-रश-रश।

নবীন আর সহু করিতে না পারিয়া তীব্রভাবে তাকাইয়া ছুটিয়া পিয়া অপুর্বের জামা সজোরে ধ্রিয়া ভাহাকে কাঁকিতে লাগিল।

নবীন। রাসকেল ! ভদ্রলোকের মেয়েদের সামনে লজ্জা ক'রে না বলতে ? ভোমাকে আজ খুন ক'রে ফেলব, তুমি আমার স্ত্রীকে হীরের নেকলেস কেন দিয়েছ ?

অপূর্ব। এ-এ-এ-এ আমি…

নবীন। (গলা টিপিতে উন্নত।) তোমাকে বলতে হবে কেন দিয়েছ। বল—কেন ? কেন ? কেন ?

বেলে যুখিকার প্রবেশ। ভাষার গলায় হীরার নেকলেগ।

যুথিকা ৷ (চীৎকার করিয়া) নবীন ! নবীন !

উপরের জানালায় মহেন্দ্র এবং চপলার প্রবেশ। উভয়েই ত্রু।

নবান। (অপূর্ব্বকে ছাড়িয়া) এই শ্রারটা তোমাকে ঐ নেকলেসটা দিয়েছে ?

यृथिका। हा।, मिस्स्र ।

নবীন। (মৃষ্টি দৃঢ় করিয়া) কেন দিয়েছে ?

যৃথিকা। সেই প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।

नवीन। (परव ना?

- যথিকা। না, দেব না। তোমার যা খুশি তুমি তাই করতে পার। কিন্তু তোমাকে একটা প্রশ্নের জবাব আজ দিতে হবে। তুমি অপূর্বে বাবুর সঙ্গে এই রকম বর্ববের মত ব্যবহার করেছ কেন ?
- নবীন। একটা লম্পট তোমাকে হীরের নেকলেস দিল, তুমি তাই গ্রহণ করলে, আর বর্বর হ'লেম আমি ?
- যথিকা। তুমি একটু সংযত হ'য়ে কথা বলবে। একটা কাঁচের চুড়ি দেবার ক্ষমতা তোমার নেই। কিন্তু আমারি বাড়িতে দাঁড়িয়ে তুমি আমারই অতিথিকে অপমান করবে এটা অসহা।
- নবীন। এই লম্পট্টার দেওয়া নেকলেস তুমি ব্যবহার করবে আর আমি তাই সহা করব ?
- যথিকা। তোমাকে তো বলেছি, তুমি যদি সহু করতে না পার তো তোমার যা খুশি তুমি তাই করতে পার, কিন্তু আমারই বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমার বন্ধুবান্ধবকে অপমান করার মত ত্রংসাহস তোমার যেন আর না হয়।
- নবীন। (উত্তেজিত হইল কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া মিনতির সহিত বিলিল —)
 যুখি। তুমি বুঝতে পারছ না তুমি কি বলছ।

- য্থিক। আমি আজকাল সবই ব্রতে পারি নবীন। কিন্তু ছবছর আগে আমি ব্রতে পারি নি।
- নবীন। (আবেগের সহিত) না, না, না, তুমি তথনই ঠিক ব্ৰেছিলে
 যৃথি। ভেবে দেখ, তথন আমরা হজনে এই পৃথিবীতে স্বৰ্গ রচনা
 করেছিলাম। সংসারের সমস্ত কোলাহলের বাইরে আমরা চলে
 গিয়েছিলাম। ভেবে দেখ যৃথি, সংসারের সমস্ত অভাব অভিযোগের
 কত উদ্ধে আমরা উঠেছিলাম।
- যৃথিকা। আমি তথন ছেলে মান্ত্ৰ ছিলাম তাই তুমি আমাকে ভুল ব্ৰিয়েছিলে।
- নবীন। না, না, সে ভুল নয় যুথি। আমরা ছজনে যা পেয়েছিলাম সেটাই ছিল পরম সত্য। এই হীরে মুক্তো মিথ্যা। মিথ্যা এদের কলরব, মিথ্যা তোমার অপুর্বা।
- যৃথিকা। (রাগের সহিত) তুমি অপুর্কের সম্বন্ধে আমার সামনে ও রকম কথা বশবে না।
- নবীন। (অতিশয় উত্তেজিত ভাবে) তুমি বুঝতে পারছ না যুথি, আমার গলা ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে যে দে মিথ্যা, মিথ্যা। সেদিন আমরা হুজনে যা পেয়েছিলাম তাই ছিল পরম সত্য। তুমি আমি হুজনে ভালবেদেছিলাম। তুমি দিয়েছিলে প্রেম আর আমি দিয়েছিলাম, গান, স্থর, কবিতা।
- যূথিকা। তুমি বুঝি তোমার চার আনা দামের কবিতার কথা বলছ ?
- নবীন। (বেত্রাহতের মত।) আঃ—ভগবান্ আমাকে শক্তি দাও। তুমি শক্তি দাও আমাকে।
- বৃথিকা। (অপুর্বকে) চল, একটা ভবঘুরের প্রলাপ শুনবার মত সময় আমার নেই। (বাহিরে যাইতে উন্নত)

নবীন। (চীৎকার করিয়া) যূথি !

যূথিকা ফিরিয়া দাঁড়াইল। কাছে আসিয়া

তুমি ওর সঙ্গে বাইরে যাবে না।

যৃথিকা। তুমি বাধা দেবে ?

নবীন। হাা, আমি বাধা দেব। এই হার তুমি পরবে না।

যৃথিকা। (ক্রকুটি করিয়া) তুমি তাতেও বাধা দেবে ?

নবীন। হাা, আমি বাধা দেব। আমি বাধা দিচিছ।

যথিকার নেকলেস ছিঁডিয়া মাটিতে ফেলিল।

এবার বুঝেছ ?

রতীন নেকলেস কুডাইয়া লইল।

যূথিকা। (তীব্রভাবে তাকাইয়া) বর্বব । কিছুক্ষণ ভাকাইয়া নবীনের গালে চপেটাঘাত করিল।

মহেন্দ্র। (জানালা হইতে জুরভাবে চীৎকার করিয়া) বৃথি !

সকলে চমকাইল। মহেন্দ্র এবং চপলা নীচে আসিতে লাপিল। রভীন

নেকলেসটি মুখিকার হাতে দিরা দ্রুত প্রস্থান করিল। সঙ্গে অক্সান্ত্রণ

যুবক যুবতীর দ্রুত প্রস্থান। বৃথিকা অপুর্বকে ইন্সিত করিল এবং

তাহার সঙ্গে দ্রুত বাহিরে চলিয়া গেল। নবীন ছঃসহ অপমানে

ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বাস্তভাবে মহেন্দ্র, চপলা,

পার্কল এবং বিজ্ঞারের প্রবেশ। মহেন্দ্র কুছা।

চপলা অভিশর ভীত। পার্কল এবং বিজ্ঞার

উলিয়া। চপলা কম্পিত হস্তে নবীনকে

হরিতে গেল কিন্তু নিরস্ত হইল।

চপলা। না, আমি যা কিছু স্পর্শ করব তাই ছাই হ'রে যাবে। আমার নিখাস লেগে সব ধবংস হ'রে যাবে। মহেন্দ্র। (ত্রাদের সহিত) চপলা ! চপলা !

চপলা। তুমি বৃথা চেষ্টা করছ। সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'লে বাবে। তুমি এখনও দেখতে পাচছ না, কিন্তু আমি সব দেখতে পাচিছ।

পারুল। তুমি এই সব কি বলছ ম।?

চপলা। (চনকাইয়া) রঁটা? আ-আমি কি বলছি আমি তা নিজেই জানি নামা। শুধু জানি যুথিকা গিয়েছে। তাকে যেতেই হবে। কিন্তু তুমি এখনও রয়েছ। (পারুলকে ধরিয়া) হঁটা, তুমি এখনও রয়েছ। তোমাকে আমি ধ'রে রাখব। তোমাকে কেউ নিতে পারবে না আমার কাছ খেকে। পারুল। তুমি কি বলছ মা ?

বিজয়। (পারুলকে জোরে ধরিয়া টানিয়া) পারুল, তুমি দেখতে পাচ্ছ উনি প্রকৃতিস্থ নন্। তোমার পক্ষে বাইরে থাকাও খারাপ, উত্তেজিত হওয়াও অক্যায়। যৃথির ব্যবহারে উনি মর্মাহত হয়েছেন, তাই ওসঁব বলছেন। যাও, তুমি ঘরে যাও। চল, আমিও যাই। আমি পরে নবীনের সঙ্গে কথা বলব। চল।

পাৰুল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এতগুলো লোকের সামনে যৃথি কি ক'বে নবীনকে অপমান কবল।

চপলা। (ছঃথের সহিত হাসিয়া) তুমি বুঝতে পারছ না মা। কিন্ত আমি সব জানি।

মহেন্দ্র। চপলা! তুমি কি আমাদের সকলকে পাগল করবে ?

চপলা। য়ঁগ ? না, না, না, না, না। তোমরা সবাই ভাল থাকরে ভধু আমি পাগল হয়ে যাব। তু-তুমি বরে যাও মা। তুমি তোমার স্থামীকে ভালবাস। (ছঃখের সহিত আদর করিয়া) তুমি আমার লক্ষী। তোমাকে ব্কে ধ'রে কত শান্তি আমি পেয়েছি। তুমি পবিত্র। আর সব কিছু ভধু অপবিত্র জ্ঞাল।

পারুল। (দন্দেহের সহিত) এখানে কে অপবিত্র ?

বিজয়। (জোরের সহিত) পাকল! আমি বলছি, যৃথির ব্যবহার দেথে উনি মর্মাহত হয়েছেন। তুমি দরে চল।

> বিজয় পারুলকে জ্বোর করিয়া ঘরে লইয়া গেল। পাকল বারবার ফিরিয়া চপলাকে দেখিল। উভয়ের প্রসান।

চপলা। যদি সব কিছু ধ্য়ে মুছে ফেলতে পারতেম। যদি পারতেম। কিছু উপায় নেই। আশুমার পাপ আমার রক্তের সঙ্গে মিশে রয়েছে।

মতেজ্র। চপলা ! (নব্রানের দিকে ইঞ্চিত করিয়া) তুমি আমাদের সকলের সর্বনাশ করবে।

চপলা। (উত্তেজিত হইয়া) জাত্মক সকলে। প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আমি মুক্ত হ'য়ে বাই। আর আমি পারিনে।

মহেক্ত্র। (ধনক দিয়া) আঃ চপলা! আমার মনের অবস্থা তুমি বুঝতে চাইছ না।

নবীন মূ্থ তুলিয়া চাহিল। মহেন্দ্রের ধ্যকে চপলার চৈতক্ত ছইল। নবীনকে মুধ তুলিতে ধেপিয়া উভয়ে সচকিত।

বাবা, আমি সব দেগেছি এবং মর্ত্মাহত হয়েছি, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর।
নকীন। আমি জানতাম গে যুপিকা এরকমই হবে।

মহেন্দ্র। (ভয় এবং সন্দেহের সহিতী) তুমি কি জানতে নবীন 📍

নবীন। (ইতস্ততঃ করিয়া) কিছু না।

মহেলা। (সন্দেহের সহিতঃ) কিছু না ৃ । তাহ'লে তুমি একথা বল্লে কেন ? নবীন। আপনি যা ভাবছেন আমি তা ভাবছি না।

মহেক্র। (চমকাইয়া তীব্রভাবে) আমি কি ভাবছি ?
কিছু উত্তর না নিয়া নবান বাইছে উত্তত। মহেক্স তাহাকে ধরিল।
নবীন, আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছি, তুমি উত্তর দাও।

নবীন তাহার দিকে তীব্রভাবে তাকাইল। ভীত হইয়া মহেক্র তাহাকে ছাড়িয়া দিল। নবীন গৃহে প্রবেশ করিল।

চপলা ! ওরা কি জানে ? ওরা জানে কি তোমার আমার সহস্কের কথা ? যুথিকার কথা ?

প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিয়া

না, তা হ'তে পারে না। ওরা আগে কখনও জানত না। জানলে ওরা বিবাহ করত না। ওরা এখনও জানে না কারণ যদি জানত তাহ'লে ওরা আমাদের পরিত্যাগ করত। নাঃ ওরা জানে না। (পুনরায় ভীত হইয়া) চপলা, পরাশর বাবু আমাদের এখানে একমাস ছিলেন। তোমার কি মনে হয় উনি কিছু বলেছেন ?

চপলা। (হু:থের সহিত হাসিয়া) বলতে হবে না কাউকেই। যুথিকার ব্যবহারই চীৎকার ক'রে ব'লে দিচ্ছে সকলকে।

মহেন্দ্র। (উত্তেজিত ভাবে) আমি তাকে শাসন করব।

- চপলা। শাসন করলেও ফল কিছু হবে না। আমরা যেই পথে চলেছিলাম সেও সেই পথই বেছে নিয়েছে।

মহেন্দ্র। কিন্তু আমি সেই পথ রুদ্ধ করব।

চপলা। (উত্তেজিত ভাবে) আমি জানি তোমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'রে যাবে। মহেন্দ্র। (রাগের সহিত) চপলা, যুথিকার সম্বন্ধে কিছু বল্লেই তুমি ব্যর্থতার করনা কর। কেন ? যুথিকা কি তোমার সম্ভান নয় ?

চপলা। (সচকিত ভাবে) তুমি এই কথা কেন বলছ?

মহেক্র। (তিব্রুভাবে) বলছি এই জক্ত যে তুমি দিনরাত শুধু পারুলকে নিম্নেই ব্যস্ত। এই মাত্র তুমি সকলের সামনেই বলছিলে যে এই বাড়িতে শুধু পারুলই পবিত্র আর আমরা সব অপবিত্র জঞ্জাল। (দাত চাপিরা) দিনরাত শুধু পারুল! পারুল! তুমি ভূলে যাচছ যে পারুলকেও আমি নিজের মেরের মত লালন পালন করেছি। তুমি জান যে আমি ইচ্ছে করলে পারুলকে রাস্তায় ফেলে দিতে পারতাম।

চপলা। না, তুমি পারতে না কারণ তাহ'লে তুমি আমাকে পেতে না।

মহেন্দ্র। কিন্তু তোমাকে যথন আমি হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছিলাম তথন আমি ওকে ফেলে দিতে পারতাম।

চপলা। না, তুমি পারতে না। পারুলকে তোমার প্রয়োজন ছিল তথন। যথিকাকে সমাজে স্থান দেবার জন্য পারুলকে গ্রহণ করতে তুমি বাধ্য হয়েছিলে।

মহেন্দ্র। (বিচলিত হইল কিন্তু সংযত হইরা বলিল।) কিন্তু আমি তার সঙ্গে হর্ব্যবহার করতে পারতাম।

চপলা। না, তুমি পারতে না। আমি তোমাকে বাধ্য করতাম ভাল ব্যবহার করতে।

মহেন্দ্র। তুমি আমাকে বাধা করতে?

চপলা। (অতিশয় উত্তেজিত ভাবে) হাঁা, আমি বাধ্য করতাম তোমাকে।
তুমি আমার শুধু একটা দিকই দেখেছ মহেল্র। একজনের বিবাহিত।
ত্রী হ'য়েও আমি তোমাকে ভালবেদেছিলাম। তোমাকে তথন এত
ভালবেদেছিলাম যে সমাজের সকল নিষেধ অগ্রাহ্ম ক'য়েও তোমার হাত
ধ'য়ে আমি পথে এদে দাঁড়িয়েছিলাম। সমাজের আইন শুলোকে আমি
উপেক্ষা ক'য়েছিলাম। কিন্তু তুমি ভূলে যাচ্ছ যে পারুল আমার
প্রথম সন্তান। তাকে শুধু ভালবাসি না মহেল্র। ভালবাসি বললে
আমার প্রেমকে ছোট করা হয়। তাকে শুধু দল্লা করি না মহেল্র।
দল্পা করি বললে আমার মমতাকে ছোট করা হয়। তাকে শুধু স্পর্শ
করতে চাই না মহেল্র। স্পর্শ করতে চাই বললে আমার আকাজ্জাকে

ছোট করা হয়। তাকে রক্ষা করাকে শুধু কর্ত্তব্য বলে মনে করি না মহেন্দ্র। কর্ত্তব্য বললে আমার ধর্মকে ছোট করা হয়। তাকে রক্ষা করার জন্ম শুধু সমাজের বিধান নয় মহেন্দ্র, ভগবানের সকল বিধানগুলোকে আমি ছিন্ন ভিন্ন করব। ইহকাল আমার গিয়েছে, কিন্তু আমার সন্তানকে রক্ষা করতে আমার পরকালের পথও আমি নিজের হাতে রুদ্ধ করব।
শুধু একবার নয়, তুবার নয়, শত শত বার, শত শত বার।

মহেন্দ্র। কিন্তু তুমি নথন আমার সঙ্গে গৃহ ত্যাগ করেছিলে তথন তুমি পারুলের ভবিশ্বতের কথা ভূলে গিয়েছিলে।

চপলা। (হাদয়ে ছুরি বিদ্ধ হইবার মত চীৎকার করিয়া) আঃ, আমি ভূলে গিয়েছিলাম। সেই জন্মই আমি আজ নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না। যদি পারতেম। (কাঁদিয়া) যদি পারতেম একবার।

মহেন্দ্র চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল। বাগানের ফটকে অবিনাশের প্রবেশ। তাহার মুখে নিষ্ঠুর হাসি। তাহাকে দেখিরা মহেন্দ্র চমকাইল।

মহেন্দ্র। কে? কে? কে তুমি?

চপলাও ভীত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

অবিনাশ। ভেতরে আসতে পারি ? মহেঁজ। এস।

অবিনাশ কাছে আসিন।

কে তুমি ?

অবিনাশ। আপনারা ভর পাবেন না আমাকে দেখে। আমি আপনাদের একটা উপকার করতে এসেছি—হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। মহেন্দ্র। উপকার ? অবিনাশ। আজে হাঁ। মানে ইচ্ছে করলে আমি অপকারও করতে পারি কিন্তু অপকার না ক'রে উপকার করাটাই আমার স্বভাব। হেঁ-হেঁ-হে অবশ্য যদি···

মহেন্দ্র। (সন্দেহের সহিত) যদি ?

অবিনাশ। আজে হাঁ, যদি উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাই।

মহেন্দ্র ৷ (চমকাইয়া) তুমি কি চাও ? তোমার বক্তব্য কি ?

অবিনাশ। আহা হা। আপনি ব্যস্ত হবেন না। বক্তব্য এমন বিশেষ কিছু নয়, মানে আমিও কম কথারই মানুষ। যত কম কথায় কাজ হয় ততই আমার পক্ষে শুভ।

মহেন্দ্র। তোমার নাম কি ?

অবিনাশ। আজে, আমার নাম অবিনাশ গোয়েন্দা।

চপলা। (চমকাইয়া) গোয়েন্দা!

মহেন্দ্র। গোরেন্দা---? তোমাকে কে লাগিয়েছে?

অবিনাশ। এখন কেউ লাগায়নি। কিন্তু অনেকদিন আগে লাগিয়েছিল। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

মহেন্দ্র। অনেক দিন আগে ! (সভয়ে) কে লাগিয়েছিল তোমাকে ?

অবিনাশ। (কিছুক্ষণ তাকাইয়া কুর ভাবে হাসিয়া) পরেশ বাবু।

চপলা। (চমকাইয়া চীৎকার করিয়া) যুঁগ।

व्यविनाम । (इं-(इं-(इं-(इं)

মহেন্দ্র। (ভীত হইয়া) এখন তুমি তার কাছ থেকে এদেছ ?

অবিনাশ। আজে না। উনি অত্যন্ত বেরসিক লোক। আমি চাইলাম উপকার করতে, কিন্তু উনি এলেন আমাকে খুন করতে।

চপলা। (তাহার চোথ জলিয়া উঠিল) খুন করতে চেয়েছিলেন ?

অবিনাশ। আছে হাঁ।

চপলা। কেন? কেন ভোমাকে খুন করতে চেয়েছিল সে?

অবিনাশ। আমি টাকা চেয়েছিলাম।

মহেন্দ্র। সে টাকা পেয় নি তোমাকে?

অবিনাশ। দিয়েছিলেন। কিন্তু মোটে হুশ' টাকা দিয়েছিলেন ব'লে আমি নিই নি।

মহেন্দ্র। তাই তুমি আশার কাছে এসেছ ?

অবিনাশ। আজ্ঞে হা। দকে ত্ব-একজন বন্ধবান্ধবও নিয়ে এসেছি।

মহেন্দ্র। (ফটকের দিকে তাকাইয়া) তারা কোথায় ?

অবিনাশ। আপনি ব্যক্ত, হবেন না। তারা ঐ মোড়ের মাথায় বেঙ্গল-বোর্ডিংএ বসে আছে। কিন্তু আমি ফিরে না গেলেই তারা আমার থোঁজে এখানে আসবে। হেঁ-হেঁ হেঁ-হেঁ।

মহেক্স। তার মানে তুমি দন্দেহ করছ যে—আমরা—তোমাকে……

অবিনাশ। (বাধা দিয়া) আছে হাঁা, একটু একটু সন্দেহ হচেচ বই কি, মানে, আমি না থাকলে আপনাদের ধরা পড়বার ভয় তো আর থাকে না, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

मरहतः। (ভীত हरेशा) छोका ना मिला जूमि कि कदार्व ?

ষ্মবিনাশ। (কুরভাবে হাসিয়া) সে কথাও কি খুলে বলতে হবে মহেল্র বাবু? আমার সঙ্গে একজন থবরের কাগজের লোকও আছে। টাকা না দিলে রাস্তায়, ঘাটে আমি ছাণ্ডবিল ছড়িয়ে দেব।

চপলা। তুচ্ছ ক'টা টাকার জন্ত তুমি আমার মেয়েদের, সর্বনাশ করবে?

অবিনাশ। আমিও তো তাই বলি। আপনাদের অনেক টাকা রয়েছে।
তুচ্ছ ক'টা টাকার জ্বস্তু আপনারা আপনাদের মেয়েদের সর্ব্বনাশ
করবেন ? 'টুই-টুই-টুই-টুই।

মহেন্দ্র। (অতিশব্ধ ভীত হইরা) তুমি কত টাকা চাও?

অবিনাশ। আজে বেশী নয়, সম্প্রতি পাঁচহাজার এবং মাদে মাদে ছশ'। মহেক্র। (চমকাইয়া) পাঁচহাজার!

অবিনাশ। আজ্ঞে হাঁ, এখন পাঁচহান্ধার। পরে মাসে মাসে ছশ'। এখন থেকে পেন্সন নেব ভাবছি। ইে-হেঁ-হেঁ।

মহেক্র। (চটিয়া) অত টাকা আমি দেব না।

চপলা। (আদের সহিত) না, না, না। (অবিনাশের প্রতি) টাকা আমরা দেব। আমাদের একটু ভাবতে দাও।

অবিনাশ। কাল সন্ধ্যে পর্যান্ত ভাবতে দিতে পারি, তার বেশী নর। মহেন্দ্র। না, না, আমি টাকা দেব না।

চপলা। ওগো একটু ভেবে দেখ, নইলে ওদের যে সর্বনাশ হ'য়ে যাবে।

(বিজয়ের প্রনেশ। সঙ্গে অপরিচিত লোক দেখিরা দৃষ্টি আকর্ষণ করিনার নিমিত সলার আওয়াজ করিল। মঙেক্ত এবং চপলা চমকাইরা ভাঙার দিকে চাহিল। অবিনাশের মুগে কুর হাসি।)

বিজয়। আমার একটা কথা ছিল।

মহেক্র। (এক্তভাবে) এখন না বিজয়—। আ—আমরা একটু ব্যক্ত আছি। তুমি ভেতরে যাও। আমরা একুনি আসছি।

অবিনাশ। ডাক্তার বাবু!

বিজয়। কে আপনি?

মহেক্র। কেউ নর, কেউ নর, বাবা। তুমি ঘরে যাও। আমি এক্স্নি আসছি।

অবিনাশ। আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল ডাক্তারবাব্। বিজয়। আমার সঙ্গে কথা ?

মহেন্দ্র এবং চপলা অভিশর ভীত হইল।

অবিনাশ। ইণা, মানে, আমি একটু অস্তম্ব। মান্তাজে এসেছি বেড়াতে। এখানে সকলেই আপনার খুব স্থখাতি করছে। যদি একটু সময় করে আমাকে দেখেন একবার। ডাক্তাররা বলে আমার হার্টিটা একটু থারাপ।

বিজ্ঞয়। বেশ তো। আনি বাড়িতে রোগী দেখি না। আমার চেম্বারে যাবেন, দেখানেই দেখব।

অবিনাশ। বেশ, তাই হবে। আমি কাল কি পরশু বাব আপনার ওথানে। বিজয়। আচ্ছা নমস্কার!

অবিনাশ। নমস্কার, নমস্কার।

বিজ্ঞাের প্রস্থান ।

হেঁ-হেঁ-হেঁ। মহেল্রবাবু ! জামাইটি বুঝি জানে না এখনও ?
মহেল্ নিক্তর ।

ছোট জামাইটিও বোধ করি জানে না ?

মহেন্দ্র সভয়ে তাহার দিকে তাকাইল।

মেয়ে ছটিও বোধ করি জানে না ?

মহেল উভরোত্তর অতিশার ভীত হইল।

र्दं-रदं-रदं।

মহেন্দ্র। (কপালের ঘান মুছিয়া) আচ্ছা তুমি যাও। আমি ভেবে দেখি। অবিনাশ। তাহ'লে নমস্কার। আমি বেঙ্গল বোর্ডিংএ আছি। কাল সন্ধ্যের মধ্যে যেন স্থবর পাই। আচ্ছা চপলা দেবী, নমস্কার।

ध्यान ।

চপলা। (মহেন্দ্রকে ধরিয়া) তুমি কি করবে ? মহেন্দ্র। আমি ভাবতে পারছি না চপলা। আমার মাথা খুরছে। একট্ আগেই যূথিকার ত্র্ব্যবহার আবার এখন এই গোয়েন্দা। কিন্তু এতদিন প্র কেন ? কি কুক্ষনেই আমি কলকাতা গিয়েছিলাম।

চপলা। কিন্তু ওকে টাকা দেওয়ার কথা কি ঠিক করলে?

মহেন্দ্র। টাকা আমি দেব না।

চপলা। না, না, না। টাকা তোমাকে দিতেই হবে। ওর মুথ বন্ধ করতেই হবে।

মহেন্দ্র। তুমি বুঝতে পারছ না চপলা। শুধু পাচহাজ্ঞার নিয়েই সে থামবে না। মাসে মাসে গুশু টাকা পেরেও সে থামবে না। যতই টাকা পাবে ততই তার আকাজ্জা বেড়ে যাবে। আমাদের সর্বস্থ না নিয়ে সে থামবে না। টাকা দিলেই যে সে কিছু বলবেনা তারও নিশ্চয়তা নেই।

চপলা। ভবিষ্যতের কথা পরে ভেবে দেখো। কিন্তু এখন ওকে টাকা দিতেই হবে।

মহেন্দ্র। না, আমি টাকা দেব না। কেন দেব টাকা? যার জক্ত সব কথা গোপন করেছি সেই আজ উচ্চ্ছ্ আল হয়ে যাচ্ছে। তুমিই তো বলেছ য্থিকা চলে যাবে। তাহ'লে আর ভয় কিসের? আমি যুথিকে সব খুলে বলব।

চপলা। না, না, না। এখনও সময় আছে। যুথি এখনও ভাল হ'তে পারে।

মহেক্র। না, সে ভাল হবে না, হ'তে পারে না, কারণ (চপলার দিকে তীব্রভাবে তাকাইয়া) সে অপবিত্র। (যাইতে উন্থত।)

চপলা। (চীৎকার করিয়া) তুমি দাঁড়াও।

মহেন্দ্র। কেন, কি বলতে চাও তুমি?

চপলা। তুমি শুধু যৃথিকাকে ভাবছ, কিন্তু পারুল ?

- মহেন্দ্র। (নির্ভুর ভাবে হাসিয়া) পারুলের জম্মই তোমার যত উদ্বেগ। কিন্তু আমি কেন তার জন্ম ভাবব ? সে আমার কে ?
- চপলা। তুমি চীৎকার ক'রে এইসব কথা ব'লো না।
- মহেন্দ্র। (তীব্রভাবে, কিন্তু নিম্নস্বরে) কেন চীৎকার করব না চপলা?
 আমি কেন পারুলকে রক্ষা করব? তাকে জন্ম দিয়েছিল তোমার
 স্বামী। তাকে আমি দ্বণা করি।
- চপলা। না. তুমি তাকে হিংসা কর। আমরা তার সর্বস্ব কেড়ে নিতে
 চেয়েছিলাম। কিন্তু আজ তারই সব আছে, আমাদেরই সর্বস্ব গিয়েছে।
 তোমারই চোথের সামনে তার পুণ্যের ফল পারুল আজ জল জল করে
 জলছে। তোমার তা সহু হচ্চে না কারণ যুথিকা দিনরাত তোমার
 হৃদয়ে তপ্ত লোহা বিদ্ধ ক'রে মনে করিয়ে দিচ্ছে তোমার অপরাধের
 কথা। তুমি ভুলতে পাচ্ছ না যে যুথিকা অপবিত্র।
- মহেন্দ্র। (ক্রুদ্ধ হইরা) চপলা ! তুমি দিনরাত যুথিকাকে অপবিত্র বলছ। তুমি ভূলে যাচছ যে সেও তোমার সম্ভান।
- 5পলা। আমি ভূলতে পারি না তাকে। আমি ভূলতে পারি না কারণ সে আমার কলক্ষের সাক্ষী হয়ে দাঁডিয়ে রয়েছে।
- মহেন্দ্র। কিন্তু তুমি তাকেও গর্ভে ধরেছিলে।
- চপলা। হাঁ ধরেছিলাম। অ্যাচিত ভাবে সে এসেছিল প্রামাকে মনে করিয়ে দিতে যে আমি মাতৃত্বকে অপমান করেছি। সম্ভানের ভবিষ্যৎ আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু পারুল নিরপরাধ। আমাদের পাপের ফল সে কেন ভোগ করবে ? বল, তাকে কোন্ মুখে আজ বলব যে তাকে তার পিতার কাছ থেকে চ্রি ক'রে এনে তাকে আমি পথে টেনে এনেছি ? ভেবে দেখ, পারুল তো তোমাকেই পিতা বলে জানে। কন্ত স্বেছ তোমাকে সে দিয়েছে। আজ সব কিছু তুমি ভূলে যাবে ?

মহেক্র। (বিচলিত হইয়া) কিন্তু এই গোয়েন্দাটার মুথ বন্ধ করা সহজ্ঞ হবে না।

চপলা। আমি ওর মুথ বন্ধ করব।

মহেন্দ্র। (অবাক হইরা) তুমি?

চপলা। হঁটা, আমাকেই করতে হবে। তুমি আমাকে কাল পাঁচ হাজার টাকা দেবে। আমি ওর মুখ বন্ধ করব।

মহেন্দ্র। (সন্দেহের সহিত) কি করবে তুমি?

চপলা। (রহস্তপূর্ণ হাসির সহিত) আমি সব ভেবে রেথেছি মহেন্দ্র, আমি সব ভেবে রেথেছি।

মহেন্দ্র। (ভীত হইয়া) তুমি কি করবে?

চপলা। তুমি ভয় পেওনা। আমি তার মুথ বন্ধ করব।

(বাড়ির দরজার—পারুলের প্রবেশ।)

পারুন। (কোমল ভাবে) বাবা! তুমি ভেতরে এস। তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

मट्टन । (हमकारेया) याष्ट्रि मा।

পারুল। না, তুমি একুনি এদ।

(চপলার দিকে ভাকাইভে তাকাইভে মহেন্দ্রের প্রস্থান ।)

চপলা। (স্বগতঃ) অবিনাশ গোরেন্দা, তোমার মুথ আমাকে বন্ধ করতেই হবে : হাঁা, যদি প্রয়োজন হয় তো তোমার নিশাস আমি বন্ধ করব।

> (চপলা অন্ধের মত হাত বাড়াইয়া বেঞ্চি বরিয়া তাহাতে বসিয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।)

দিতীয় অঞ্চ

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বিজ্ঞার পড়িবার ঘর। ছোট একটি ঘর। একটি টেবিল, একটি চেরার। থান ছই আরাম কেদারা। টেবিলের উপর করেকথানি বই ইত্যাদি। দেওরালে বই-এর আলমারি। একটি সেল্ফ এ কতকগুলি ঔষধের শিশি বোতল ইত্যাদি। ছুই একটি শিশিতে 'বিষ' লেথা আছে। ঘরের ছুই দিকে ছুইটি দরজা। সময় —করেরক মিনিট পরে।

খুব সন্তর্পণে চপলার প্রবেশ। সে বিষের শিশির দিকে হাত বাড়াইতেই দরজার বাহিরে বিজয় এবং পারুলের পলার শব্দ হইল। শিশি না লইয়াই চপলা ভাড়াতাড়ি অক্ত দরজা দিয়া বাহিরে পেল। বিজয় এবং পারুলের প্রবেশ। পারুল একটি আরাম কেদারায় বিদয়া চোথ বৃজিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার মুখ বিষয়। বিজয় তাহার চেয়ারে বিদয়া উদ্বিয় ভাবে পারুলের দিকে চাহিয়া রহিল। ভাহার চুল অবিক্তম্ত। চপলা আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া কাণ পাতিল। শুধু

বিজয়। পারুল, দিন কয়েকের জন্ম কলকাতায় বেড়াতে যাবে? পারুল। (খুসি হইয়া উঠিয়া বসিয়া) তুমি যাবে? বিজয়। হঁটা, ভাবছি আমিও যাব। পারুল। (আগ্রহের সহিত) আমরা পরেশ বাবুর হোটেলে থাকব। বিজয়। বেশ তো। উনিও নিশ্চয়ই আমাদের দেখে খুসি হবেন। পাৰুল। আমি জানি, উনি খুদি হবেন। তুমি আজই চিঠি লিখে দাও।

বিজ্ঞায়। মাষ্ট্রার মশাই তো কালই আসছেন। উনি ক'দিন থাকবেন দেখি। তারপর একসকে যাওয়া যাবে।

পাৰুল। (উঠিয়া) বেশ, আমি তা'হলে আজ থেকেই কাপড় চোপড় কিছু কিছু গুছিয়ে নিই। কিন্তু···

বিজয়। কি হ'ল পারুল ?

পারুল। আমি ভাবছি আমাদের যাওরাটা কি ঠিক হবে ? যুথি যে রক্ষ ভাবে চলেছে—ভাবতেও আমার ভয় করে।

বিজ্ঞা। কি ভেবে তুমি ভয় পাচ্ছ?

পারুল। (অনুযোগের স্থরে) তুমি কি দেখতে পাছে না যে যুথি নবীনকে আর ভালবাসে না ?

বিজয়। তাতো দেখতে পাচ্ছি।

পারুর। তবু জিজ্ঞেস করছ কিসের ভয় ?

বিজয়। (হাসিয়া) এতে ভয় পাবার কি হ'ল ? ওরা আগে ভেবেছিল যে ওরা হজনে হজনকে ভালবাসে, তাই বিয়ে করেছিল। এখন দেখছে যে ওরা হজনে হজনকে আর ভালবাসে না স্বতরাং—স্বতরাং— (হাসিয়া) বিয়ে ভেঙ্গে যাবে।

পারুল। (অবাক্ হইয়া) বিয়ে ভেঙ্গে যাবে ! তুমি কি বলছ ?

বিষয়। এতে অবাক্ হওয়ার কি আছে পারুল? ভাল যথন বাসে না তথন বিয়েটা তো বিভূষনা।

পাৰুল। কিন্তু ভালবাদে না কেন?

বিজয়। (হাসিয়া) মন আর ভালবাসতে চায় না।

পারুল। তাহ'লে বিষে করবছিল কেন?

বিজয়। অক্তায় করেছিল।

পারুল। তবু তুমি বলবে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে ?

বিজয়। 'তবু' নয় পারুল 'অতএব'। অক্সায় করেছিল অতএব তাকে ভাঙতে হবে।

পারুল। (অবাক হইয়া) আবার তারা অন্ত হজনকে বিয়ে করবে ?

বিজয়। যদি আবার কাউকে ভালবাদে তো আবার বিয়ে করবে।

পারুল। আবার যখন ভালবাসবে না তখন আবার বিয়ে ভেঙ্গে দেবে ?

বিজয়। আবার যদি ভূল করে তাহ'লে আবার তাকে ভাঙতে হবে বৈ कि।

পারুল। তুমি বলছ যে একটা স্থীলোক একটার পর আর একটা পুরুষকে আত্মদান করবে।

বিজয়। (হাসিয়া) কপাল থারাপ থাকলে তাই করতে হবে বৈ কি। ।

পারুল। উঃ, তুমি কি ভয়ানক লোক।

বিজ্ঞা। (চমকিত হইয়া) আমি কি করলাম?

পারুল। তুমি ভাবতে পারছ যে একজন লোক পর পর অনেক লোককে স্বামী স্ত্রী ভাবে ভালবাদতে পারে? (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) তুমি এই কথাও ভাবতে পারছ যে আমাকে ছাড়া অন্ত স্থীলোককেও তুমি ভালবাদতে পার।

বিজয়। কি সর্বনাশ—; আমি তো ওদের কণা বলছিলাম। তোমার আমার কথা তো বলিনি।

পারুল। কিন্তু তৃমি ভাবতে পারছ যে ছদিন চারদিন ক'রে ভালবাসা যায়। আমি কিন্তু ভাবতে পারি না। আমি জানি শুধু একবার এবং শুধু একজনকে ভালবাসা যায়। আমি জানি শুধু একজনকে সর্বায় দেওয়া যায় এবং সর্বায় দিলে আর কাউকে দেওয়ার কিছু থাকে না। যা থাকে তা ভুক্তপবশিষ্ট আবর্জ্জনা মাত্র। আবর্জ্জনাকে দান করা যায় না। সেটা লোকে ফেলে দেয়, তাকে যে কুড়িয়ে নেয় সে অস্পৃষ্ঠা, তাকে দান করার অহঙ্কার যে করে সেও পতিত, নীচ, কুড়া, সামান্য।

- বিজয়। (হাসিয়া) পারুল, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তোমার ভালবাসার মত ভালবাসা পাওয়া সকলের ভাগ্যে ছোটে না।
- পারুল। কিন্তু তাই ব'লে খ্রী স্বামীকে অথবা স্বামী স্থীকে ভাল না বেঙ্গে অপরকে ভাল বাসবে এটা আমার ধারণার অতীত।
- বিজয়। তুমি অসম্ভব উত্তেজিত হয়েছ পারুল। তুমি একটু ব'দ, আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি।

कांक विद्या वमारेल । विश्वत छिविटल द्विता माँ। छारेल ।

পারুল। যা বলবার তাড়াতাড়ি বল। আমাকে কাপড় গুছাতে হবে।

বিজয়। রাগটা কমিয়ে একটু স্থির হ'য়ে ব'স। আমি আন্তে আন্তে বলছি। আচ্ছা, তুমি আমাকে খুব ভালবাস ?

পারুল। (ঈষৎ হাসিয়া) তোমার তাতে সন্দেহ আছে না কি ?

- বিজয়। মোটেই নয়, মোটেই নয়। আমি তোমাকে খুব ভালবাদি তাও জান।
- পারুল। (হাসিয়া) আজ তোমার কথা শুনে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্চে। ত্বছর আগে ভালবেদে ছিলে। সে যে অনেক দিন হ'রে গেল।
- বিজয়। (বিরক্ত হইয়া) কি বিপদ! আমি কি আমাদের কথা বলেছি? পাক্ষণ। আচছা বেশ। তারপর কি বলতে চাও বল।
- বিজয়। বাজে কথা ব'লে তুমি আমার মাথা গুলিরে দাও। আমি কেমন স্থন্দর ক'রে কথাগুলো গুছিয়ে এনেছিলাম কিন্তু তুমিফস করে ব'লে বসলে আমি তোমাকে ভালবাসিনা। (রাগ করিয়া) আছা বেশ, আমি তোমাকে ভালবাসিনা, স্তরাং আর তর্ক ক'রে লাভ নেই।

পারুল। (হাসিরা) আছো আমি মেনে নিচ্ছি তুমি আমাকে থ্ব ভালবাস। তারপর ?

বিজ্ঞা। (ইতন্তক: করিয়া) তারপর মনে কর, এ-এ-এ মনে কর, আমি তোমার স্বামী নই।

পারুল। (হাসিয়া)। আমি আগেই জানতাম তোমার আজকে মাথার ঠিক নেই। কোন রুগীটুগী মেরে ফেল নি তো ?

বিজয়। (বিরক্ত হইয়া) তুমি ফের আমার মাথা গুলিয়ে দিচ্ছ।

পারুল। তোমার মাথা গুলিয়েই যে রয়েছে। (উঠিরা) তুমি স্মার দীড়িয়ে থেকোনা। এই চেয়ারটাতে ব'লে পড়।

নিজের চেয়ারটাতে বসাইতে গেল।

বিজয়। তুমি আমার হাত ছাড়। যত সব ইয়ে আর কি। এমন ভাল ক'রে কথাগুলে। গুছিয়ে আনছিলাম···

পাৰুল। তোমার যা বলবার আছে ব'সে বল।

বিজয়। না. আমি বসব না।

পারুল। ভাল হবে না বলছি। আমি তিন গুন্তে গুন্তে যদি না ব'সে পড তাহ'লে মাথায় বরফ জল ঢেলে দেব। এক-ছুই —

বিজয়। এ কি রকম জুলুম বল তো?

পাৰুল। আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। এক-ছই-তিন—

বিজ্ঞান। (অনিচ্ছার সহিত বদিয়া)এ তোমার ভারি অক্যায়। তর্কে হেরে গিয়ে এখন বল প্রয়োগ করছ।

পারুল। (ঠাট্টা ক্রিয়া, হাতজোর করিয়া) কিন্তু গায়ের জ্বোর লাগাইনি প্রান্ত, ভালবাসার জোরেই তোমাকে বসিয়েছি।

शाक्क रामिन। मत्क मत्क विकाय श्रीमद्री छैठिन।

এবার বল তোমার বক্তব্যটা কি।

- বিজয়। আমি বলছিলাম কি, ধর, তুমি আমাকে এখন ধেমন ভালবাস তথনও সেই রকমই ভালবাসতে—কিন্ত-কিন্ত-তুমি আমার শ্রী ছিলে না।
- পারুল। (চিন্তা করার ভাগ করিয়া)ওঃ আচ্ছা। তুমি বলছ আমি আর একজনের স্ত্রী ছিলাম।
- বিজয়। হঁ্যা, হঁ্যা, তুমি আর একজনের স্ত্রী ছিলে কিন্তু ভালবাসতে আমাকে।
- পারুল। আচ্ছা দাঁড়াও। তোমাদের সেই হোটেলে যে মাতালটা থাকত তার কি নাম ছিল ?

বিজয়। তুমি কার কথা ভাবছ?

পারুল। সেই যে, যেই লোকটার বউ মরে গিয়েছিল। হঁ্যা, মনে পড়েছে—তিমির বাবু। হঁগা মনে কর আমি তিমির বাবুর স্ত্রী ছিলাম।

বিজয়। (চটিয়া) তিমির বাবু কেন?

পারুল। তুমি চটছ কেন ? একটা স্বামী তো থাকতে হবে। ভাল তো তোমাকেই বাসতাম।

বিজয়। তাই ব'লে সেই মাতালটা তোমার স্বামী হবে !

- পারুল। কেন মন্দ কি ? মাতাল স্বামী হ'লেই তো স্থবিধে হ'ত। সে মাতাল হ'রে প'ড়ে থাকত আর আমি গভীর রাতে তোমার কাছে চ'লে আসতাম।
- বিজয়। (চটিয়া) কিন্তু সে যে একটা লম্পট। সে যে তোমার গারে হাত দিত। পারুল। বাঃ রে, সে স্বামী হবে তবু গারে হাত দেবে না ?
- বিজ্ঞান্থ। উঃ, সে তোমার গারে হাত দেবে একথা ভাবতেও বে আমার রক্ত গরম হ'রে উঠুছে।

- পারুল। বেশ তো, রক্ত গরম হ'য়ে তুমি তাকে খুন ক'রে ফেলতে। তারপর তোমার দঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়ে যেত।
- বিজয়। বিয়ে আর হ'ত না। কিন্তু সেই লক্ষীছাড়াকে থুন ক'রে আমি ফাঁসি যেতাম।
- পারুল। ওমা, আমার কি উপায় হ'ত তবে? (চিন্তা করার ভাগ করিয়া)
 আমি অবলা নারী, কি আর করতাম। ছদিন পর আবার আর
 একজনকে ভালবাসতাম।

বিজয়। আবার ভালবাসতে !

পারুল। হঁটা, তুমি যথন মরেই গেলে তথন তো বুঝতেই পারতাম যে ভূল হ'য়েছিল। স্থতরাং আবার ভালবাসতাম। কিন্তু এবার আমি ভালবাসতাম যোগেন বাবুকে।

বিজয়। যোগেন বাবু!

পারুল। হঁ্যা, সেই যে কেরাণী ভদ্রলোক—যার বউ থাকত দেশে। উনি শনিবার শনিবার দেশে যেতেন।

বিজয়। সেই ছাগলটাকে ?

- পারুল। হঁ্যা, ত্মবিধেও হ'ত কারণ ওর বউ দেশে থাকত ব'লে সে কিছুই জানতে পারত না। সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যান্ত আমাদের অভিসার চলতো।
- বিজ্ঞার। (চীৎকার করিয়া) বেছে বেছে যত মাতাল আর ছুঁচো ছাড়া কি স্বামী পেলে না ?
- পাৰুল। তুমি কি বলতে চাও আমার স্বামী খুব ভাল লোক ছিল?
- বিষয়। হঁ্যা, ছনিয়াতে ভাল লোকের অভাব নেই। তাদের কেউ তোমার স্বামী হ'তে পারত।
- পারুল। এই ধর তোমার মতন।

বিজয়। হাঁা ধর আমার মতন।

পারুল। (হাসিয়া) তাহ'লে তো তাকেই ভালবাদতাম, তোমাকে কেন ভালবাসতে যাব ?

বিজয়। (অপ্রস্তুত হইয়া) আচ্ছা, না হয় মেনেই নিলাম যে সে থারাপ লোক ছিল। কিন্তু থারাপ লোক হলেই যে তিমির বাবুর মত একটা ছোটলোক লম্পট লক্ষীছাড়া মাতাল স্বামী হ'তে হবে তার কোনও মানে নেই।

পারুল। কিন্তু তারও তো একজন স্ত্রী ছিল।

বিজয়। তাহয় তোছিল।

পারুল। (গম্ভীর ভাবে) হয় তো নয়, সত্যি সত্যি ছিল এবং সে হয় তো আমারই মতন ছিল।

বিজয়। (অবাক হইয়া) তোমার মতন।

পারুল। হঁগা, আমার মতন। এবং সেও হয় তো তোমারই মতন এক**জনকে** ভালবাসত।

বিজয়। তারপর?

পারুল। তিমির বাবুর স্থা কি করেছিল জান ?

বিজয়। মরে গিয়েছিল।

পারুল। হঁটা, গলায় দড়ি দিয়ে মরে গিয়েছিল।

বিজয়। তার মানে — তুমিও— (বিজয় ভীত হইল।)

পারুর। হাঁা, আমিও গলায় দড়ি দিতাম।

বিজয়। তবু তুমি আমার কাছে আসতে না ?

পারুল। না।

বিজয়। (উত্তেজিত ভাবে) কেন? কেন?

পারুল। (হাসিয়া) তার কারণ একটা ছোটলোক লম্পট মাতালের

উচ্ছিষ্টটাকে তোমাকে দিতে আমি লজ্জার দ্বণার মরে যেতাম এবং সেই লজ্জা থেকে আত্মরকা করবার জন্ম আমি গলার দড়ি দিতাম।

> বেত্রাহতের মত চমকাইরা দরজার অন্তরাল হইতে চপলার প্রহাম। পারুল বাইতে উন্নত।

विखय। श्रीवन!

পারুল। (দরজার নিকট হইতে হাসিয়া) তুমি চুপ ক'রে বঙ্গে তোমার মাথা ঠাণ্ডা কর। আমাকে কাপড় গুছাতে হবে।

প্রস্থান ।

বিজয় চিন্তিত ভাবে পালে হাত দিরা বদিল। পারুল একবার মুখ বাড়াইরা তাহাকে দেবির। হাদিরা পুশরার প্রসাম করিল এবং একটু পরেই একটি মাথার ব্রুশ এবং চিরুণি হাতে লইরা আদিল। সে নিঃশব্দে কাছে আদিরা বিজ্ঞার ব্রুশ বিস্থাস করিতে লাগিল।

বিজয়। (আবেগের সহিত পারুলের হাত ধরিবায় চেষ্টা করিয়া) পারুল। পারুল। দাঁড়াও। আগে তোমার মাথাটা ঠিক ক'রে নিই। দেখতেও ঠিক পাগলের মত হয়েছে।

বিজয়। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া পারুলের হাত ধরিয়া) পারুল!

নবীনের প্রবেশ। উভরের অবস্থা দেখিরা দে ইতন্তক: করিতে লাগিল।
তাহার মূখ বিষয়। তাহাকে হঠাৎ লক্ষ্য করিয়া বিজয় পাকলের
হাতি ছাড়িরা সরিয়া দাঁড়াইল।

এই ষে নবীন, এস ভাই এস।

- শবীন। না, আমি না হয় পরেই আসব। (য়াইতে উপ্পত।)
 পারুল। (য়াসিয়া) না ভাই, আমিই বয়ং পরে আসব। আমাকে আবার
 লামাকাপত গুছাতে হবে।
 - नवीन। त्कन, त्काशांश्व शांत्र्हन नां कि ?

পারুল। হাঁা ভাই, তিমির বাবুর কাছে বাচ্ছি। নবীন। তিমির বাবু!

বিজয় চটিল

পারুল। হঁয়।

হাসিয়া গুস্থান।

• নবীন। পারুলদি কোন তিমির বাবুর কথা বললেন?

বিজয়। (রাগে গড়গড় করিতে করিতে) সে কথা থাক্ ভাই। উনি আমাকে ঠাট্টা করছিলেন। তুমি বস।

নবীন। (বিসয়া) তোমরা সত্যি কোথাও যাচ্ছ নাকি?

বিজয়। ইচ্ছে আছে কলকাতা যাওয়ার, কিন্তু তোমাদের ব্যাপার দেখে যাওয়া হচ্চে না।

নবীন। আমাদের ব্যাপার তো সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

বিজ্ঞার। (উত্তেজিত ভাবে) আমিও মনে করেছিলাম সব শেষ হ'রে গিয়েছে। কিন্তু এথন বুঝতে পারছি সব শেষ হয় নি।

নবীন। তার মানে ?

বিজয়। তার মানে এই যে বিয়েটা একটা ছেলেখেলা নয়। আজ ভাল লাগল তাই বিয়ে করলে আবার কাল ভাল লাগল না, অমনি বিয়ে ভেকে দিয়ে আর একজনের সঙ্গে জুটে গেলে— বিয়েটা অত সন্তা জিনিব নয়।

নবীন। কিন্তু আমি কি করতে পারি?

কিজ্ব । যদি আর কিছু না করতে পার তাহ'লে অন্তত গলার দড়ি দিতে পার।

नवीन। शनात्र मि एपत ?

বিজয়। হঁ্যা, আমি হ'লে হয় গলায় দড়ি দিতাম নয় তো ফাঁসি থেতাম।

নবীন। (দাঁড়াইয়া) ফাঁসি!

বিজয়। (ইতত্ততঃ করিয়া) হঁয়।

নবীন হঠাৎ যাইতে উত্তত। তাহাক বাধা দিয়া

नवीन !

নবীন। আবার কি বলবে ?

বিজয়। (ছিধা করিয়া) তুনি কিছু টাকা নেবে ?

নবীন। টাকা দিয়ে কি করব ? তুমি যা বলছ ত। করতে তো টাকার দরকার হয় না।

বিজয়। আমি বশছিলাম—কিছু টাকা নিয়ে তুমি একবার বেড়িয়ে প'ড়ে একটা কাজের চেষ্টা কর। নাহয়, একটা কিছু ব্যবসা কর, আমি তোমাকে বেশী ক'রে টাকা দিছি।

নবীন। না, আমাকে দিয়ে ব্যবসা হবে না। হ'ত, যদি আগের দিন থাকত। (ছঃথের সহিত হাসিয়া) বিজয় দা, যা কেউ কথনও পারেনি আমি তাই করেছিলাম। রাস্তার রাস্তার আমি কবিতা থামে পুরে বিক্রী করেছিলাম। মনে পড়ে একদিন আর বিক্রি হয় না দেথে একথানি কবিতা প্যারিদ্ পিক্চার ব'লে বিক্রি করেছিলাম। নিজেকে ছোট করেছিলাম ব'লে প্রথমে অনেক ছঃখ হয়েছিল কিন্তু পরে আর ছঃখ হয় নি। বরং আমি উল্লাস করেছিলাম। যারা আমার কবিতাকে উপেক্ষা করেছিল তাদেরই মনের কদর্য্যতাকে আমি থামেপুরে তাদের মুখে নিক্রেপ করেছিলাম। আজও দেখছি সেই মুখ। কিন্তু আজ আর ব্যবসা নয়, আজ এটা আমার জীবন মরণের প্রশ্ন। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই দেখি সেই একমুখ, সেই ব্যভিচার, স্বাদয়কে নিয়ে

সেই কুৎসিৎ কৌশল। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই দেখি এক একটা অপূর্ব চৌধুরী শকুনের মত ঘূরে বেড়াছে। আমার প্রেমকে যারা উপেক্ষা করেছে তাদেরই চরিত্রের কর্ময়তাকে অবলম্বন ক'রে আজ আমি তাদেরই আকাশে ধুমকেতু হ'য়ে থাকব, না কি সেই মুথকে চিরদিনের জন্তা নিশ্চিক্ত করব সেইটেই প্রশ্ন।

মহেন্দ্রে প্রবেশ।

মহেক্স। (ইতস্ততঃ করিয়া নবীনকে) বাবা, আমি মর্মাহত হয়েছি।

नरीम नीवन

আমার বলবার কিছুই নেই, কিন্তু তুনি যদি তরসাদাও তো একটা কথা বলি।

नवीन नोदर

আমার বা কিছু আছে তা তো তোমরাই পাবে। আমি তোমাকে কিছু টাকা দিচ্ছি, তুমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখ।

নবীন। যা গিয়েছে টাকা দিয়ে তাকে ফেরানে। যাবে না।

মহেন্দ্র। বাবা, যুথি এথনও ছেলে মামুষ। স্বভাবতঃই সে একটু চঞ্চল।
টাকা থাকলে সেযা চায় তুমিও তাকে তাই দিতে পারবে। আমার
মনে হয় সে এথনও—এখনও—

নবীন। নাতাহবে না। সে আর ফিরবে না।

- মহেক্র'। বাবা, আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি। তুমি আর একটিবার চেষ্টা কর। যদি একটা কিছু হয় তাহ'লে তার পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর হবে, তা তুমি জান না, কিন্তু আ-আমি জানি।
- নবীন। পরিণাম কি হয় আমার তা বেশ জানা আছে। আমাদের বিবাহের যে এই পরিণাম হবে তাও আমি জানতাম।

মহেন্দ্র। (চমকিত হইয়া) তুমি কি জানতে ?

নবীন উত্তর মা দিয়া নীরবে হাদিল। মহেন্দ্র তাহাকে শক্ত করিয়া ধবিল এবং চীৎকার করিয়া বলিল।

নবীন ! তুমি কি জানতে ? তুমি কি জ্ঞানতে তোমাকে তা বলতে হবে।
উদ্বিয় ভাবে পাঞ্চল্য প্রবেশ

পারুল। বাবা।

মহেক্স। (কর্ণপাত না করিয়া) তুমি একটু আগেই আরও একবার ইন্ধিত করেছিলে। আন্ধ আমাকে নি:সংশন্ন হ'তে হবে। তোমাকে বলতে হবে তুমি কি জানতে।

পারুল। বাবা! তোমরা কি সকলেই পাগল হ'রে গেলে? নগীন কি জ্ঞানে?

বিজয়। (মহেন্দ্র এবং নবীনকে আলাদা করিয়া তীব্রভাবে) নবীন, তুমি বুঝতে পারছ তোমার কথার গুরুত্ব কি ? তোমাকে বলতে হবে তুমি কি জানতে।

তাহার মনের ভাব এই বে সত্য কথা বলিলে সে নবীনকে খুন করিবে।

কিন্তু তোমাকে সাবধান ক'রে দিছি।

পারুলের দিকে একবার তাকাইয়।

মিছে কথা বগলে তোমাকে—স্থামি—

পাৰুল। তোমরা কি বলছ ? বাবা, নবীনকে তুমি কি বলতে বলছ ?
মহেন্ত্র। (গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পলায়ন করিতে উন্নত।) না, না, কিছু
নয়, কিছু নয় মা, ওটা একটা বাজে কথা।
পারুল। বাবা!

আমাকে মিছামিছি কেন ফাঁকি দিতে চাইছ ? ওটা কক্ষনও বাব্দে কথা নয়। বাব্দে কথা নিয়ে তোমরা কখনও এ রকম ভাবে কথা বলতে না। মহেক্স। তোমার সে কথা শুনে দরকার নেই মা। আ-মামিও আর জানতে চাই না।

ষাইতে উন্নত।

পাৰুল। বাবা! তুমি দাঁড়াও।

नवीन जीख इहेन।

মহেন্দ্র। (অপরাধীর মত) আমি শুনতে চাই না মা।

বিজয়। কিন্তু আপনাকে শুনতে হবে।

মহেক্র। না, না, বিজয়। তুমি জান না, তুমি বুঝতে পারছ না, আমি শুনতে চাই না বাবা।

বিজয়। আপনি ভয় পাবেন না।

নবীনের দিকে তঃকাইরা।

নবীন এখন কিছু বলবে না যাতে আপনার কিছু ক্ষতি হ'তে পারে।
মহেন্দ্র। না, না, বিজয়! আমি আমার কথা ভাবছি না। আমি
ভাবছি (ছট্ফট্ করিয়া) না, না, আমি শুনতে চাই না বাবা।
পারুল। বাবা, আমি বুঝতে পারি না নবীন এমন কি জানতে পারে যাতে
তুমি ভয় পেতে পার।

মহেক্র। ভয়! না, না, ভয় কেন পাব ? তুমি বুঝতে পারছ না।

विकार। (नवीनत्क वांकिया) नवीन, जूमि वनाव कि ना वन।

নবীন। (দ্বিধা করিয়া) আমি বলছি বিজয়দা। আ-আমি জানতাম যে যুথিকা এ রকম হবে কারণ—কারণ—

विकार। कि कांत्रण ?

নবীন। কারণ, প্রথমত: সে বড়লোকের মেরে কিন্তু আমি গরীব, দিতীয়ত:
—দিতীয়ত:—সে ঠিক আমাদের মতন সাধারণ ভাবে মাহ্য হয় নি।
পারুল। অসাধারণ কি দেখলে তৃমি ?
নবীন। আপনার কথা বলছি না পারুলদি কিন্তু যুথি ঠিক আমাদের মত

প্রায় কাঁদিয়া মহেনদর প্রতি।

আপনি ওকে কোনদিন শাসন করেন নি, এতটা প্রশ্রম্ম দিয়েছেন ব'লেই আমি জানতাম যে যুথি এ রকমই হবে।

মহেন্দ্র এবং বিজয় আখন্ত হইয়া বাঁচিল।

পারুল। এই কথা বলতে তুমি এত ভাবছিলে কেন? তুমি ঠিক কথাই বলেছ। তোমরা যাই কেন মনে না কর, বাবা, আমি বলবই যে নবীন ঠিক কথাই বলেছে। তোমরা যুথিকে কোনও দিনই শাসন করনি। বাড়িতে এসে কতকগুলো অসচ্চরিত্র লোক দিনরাত ওর সঙ্গে অবাধ মেশামেশা করছে তবু তুমি একটা কথা বলনি। এটা যে তোমাদের অক্তার হয়েছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

মহেন্দ্র: তুমি ঠিক বলেছ মা, আমি আজ থেকেই ওকে শাসন করব।
আমাকে একবার চেষ্টা করতেই হবে।

প্রস্থান।

পাৰুল। তুমি কি রকম ছেলে বল তো। সত্যি কথা বলবে তাতে ভর কি ?
এই সাধারণ একটা কথা নিরে এত হেঁরালি ক'রে অনর্থক চ্যাচামেচি
করলে ? তুমি সত্যি কথাইতো বলেছ। যথি আমার মেরে হ'লে
তাকে কাণ ধরে আমি শাসন করতাম। আমার মনে হয় প্রায়োজন মত
শাসন করা সম্বন্ধে তোমারও একটা কর্ত্তব্য আছে। স্বামী ব্রীকে দরকার

হ'লে শাসন করতে পারে এবং স্থীও স্বামীকে দরকার হ'লে শাসন করতে পারে। ভালবাসলেই সেই অধিকার হ'রে থাকে। আমার স্বামী যদি আর কারুর সঙ্গে ইয়াকি ক'রে বেড়াতো তাহ'লে আমি তাকে অবশ্র

विकाद अधिन ।

এটা হাসির কথা নয়। তোমাকে ভাল না বাসলে আলাদা কথা ছিল, কিন্তু তোমাকে যতদিন একান্ত আপনার ব'লে মনে মনে জানব ততদিন আমার কাছ থেকে তোমাকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। সেই তুলনায় বাঘের কাছ থেকে তার বাচচা কেড়ে নেওয়া বরং সহজ। (হাসিয়া বিজয়কে) তোমার তো অনেক মেয়ে বন্ধু আছে। আমি কিকরি দেখবার ইচ্ছে থাকে তো তাদের কাউকে ব'লে দেখ না একবার চেষ্টা করতে।

প্রসাম ।

বিজয় নবীনের দিকে ভীব্রভাবে তাকাইল।

নবীন। (ইতস্ততঃ করিয়া) তুমি বলেছিলে কিছু টাকা দেবে ?

বিজয়। (টেবিলের কাছে আসিয়া ড্রয়ার থুলিয়া) কত টাকা চাও ?

নবীন। বেশী নয়। আজ শ'থানিক দাও।

বিজয় টাকা দিল নবীৰ বাইতে উন্মত।

বিজয়। তুমি কি এখন বাইরে যাচচ?

नवीन। हैं।।

4

বিজয়। কোথায় যাচচ?

নবীন। (ফিরিয়া দাঁডাইয়া) জাহান্সমে।

বিজয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এমন ভাবে ছুই হাত ছড়াইল বেন
বুরাইতে চাহিল সবই অনৃষ্টের হাত। পারুল বেই দিকে সিয়াছে সেই
দিকে সে প্রস্থান করিল। অপর দরজা দিয়া চুপি চুপি চপলার
প্রবেশ। সে অতিশয় সন্তর্পণে সেলফের কাছে আসিয়া এদিক
প্রদিক চাহিয়া একট বিষের শিশি হাতে লইল। বাহিরে
বিজয় এবং পারুলের কথা শুনা গেল। বিষের শিশি
লুকাইয়া লইয়া চপলা পলায়ন করিল।
বিজয় এবং পারুলের পুনঃ প্রবেশ।

বিজ্ঞায়। এরকমভাবে বেশী দিন চললে আমরা সত্যি সত্যি পাগল হ'রে যাব।
অন্ততঃ কিছুদিনের জন্ত আমাদের বাইরে থেতেই হবে।
বেলকের পাশ দিয়া আদিবার সময় ভাহাতে পা লাগিয়া বিজয় পড়িয়।
বাইবার উপক্রম করিল।

পারুল। আহা! লাগল? বিজয়। না.লাগেনি।

পারুল। (দেল্ফের দিকে তাকাইরা) দেখ, তোমাকে অনেক দিন আমি বলেছি যে একটা খোলা যারগার অতগুলো বিষের শিশি রেখে দেওরাটা ঠিক নয়। বাড়িতে যে রকম ব্যাপার হচ্চে আমার তো ভরই করছে। বিজ্ঞার। তুমি আবার একটুতেই ভর পাও। (দেল্ফের দিকে তাকাইরা চিন্তিত ভাবে) তাই তো! (কাছে আসিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া) আর একটা শিশি গেল কোথায় ?

পাৰুল। (সভয়ে) কি ছিল সেটাতে ?

বিজয়। ভয়ানক একটা বিষ। একটু খানি খেলেই বে হার্টফেল করবে।

পারুল। তুমি বল কি? কে নেবে এখান থেকে?

বিজয়। আমি তো ওটাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে গেছি বলে মনে হয় না।

পারুল। (অত্যন্ত ভয়ের সহিত) তোমার ঠিক মনে আছে তো?
বিজয়। (পারুলের ভয় লক্ষ্য করিয়া) কি জ্ঞানি হয় তো ডাব্রুণারাতেই
নিয়ে গিয়েছি। যাক্ তুমি ভয় পেও না। আমি কালই ডাব্রুণারাতে
ভাল করে খুঁজে দেখব। এইগুলোও বন্ধ ক'রে দিচিচ।

বিষ্ণালি দেরাজে বন্ধ করিল।

যাক্ তৃমি ভেবো না। আমি কালই খুঁজে দেখব।
পাৰুল। আমি তোমাকে কতবার বলেছি দাবধান হ'তে।
বিজয়। কেন অনর্থক ভয় পাচচ? এই বাড়িতে আত্মহত্যা করবার মতন কেউ নেই। চল, আমরা বরং একটু বেড়িয়ে আসি, চল।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় অঞ্চ।

স্থান—মহেক্সের বাড়ির বদিবার ঘর। আধুনিক আদবাব পতা। একটি বড় দোফার সামনে একটি মাঝারি আকারের পোল চারের টেবিল;

ইতন্তত: আরও কয়েকটি চায়ের টেবিল। একপাশে

(एग्राम्बर गार्व निश्वितांत्र (छेविन।

সময়-পরদিন বিকালে।

চপলা চিঠি লিখিতেছে, তাহার মুখ কঠোর। মহেন্দ্রের প্রবেশ।

চপলা। (মুথ তুলিয়া) আমার জন্ত দেই পাঁচহাজার টাকা এনেছ ?

মহেন্দ্র। এনেছি।

हमना। माउ।

মহেন্দ্র। (টাকা, দিয়া) তুমি কাকে চিঠি লিথছ?

চপলা। (টাকা^{ৰ্} লইয়া ব্যাগে রাথিতে রাথিতে) সব নম্বরী নোট তো ?

মহেন্দ্র। ইনা। সব নম্বর টুকে রাখা হয়েছে।

চপলা। বেশ, এবার যা যা করবার তা আমিই করব।

মহেক্র। তুমি কাকে চিঠি লিখছ?

চপলা। অবিনাশ গোয়েন্দাকে।

মহেন্দ্র। (বিরক্ত হটয়া.) আবার চিঠি লেখা কেন? সে তো অমনি আসতো।

চপলা। তাকে চা থেতে নেমন্তর করছি।

মহেন্দ্র। চা থেতে ! তুমি ঐ রাসকেশটাকে চা থেতে বলছ ?

চপলা। (হেঁয়ালির সহিত) থেলেই বা এক পেরালা চা। এক পেরালা চা থেলেই যদি সে সভ্যি সভ্যি ঠাণ্ডা হয় তাতে দোষ কি ?

- মহেক্র। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না চপলা। তুমি কি ধে মতলব করেছ কিছুই বুঝতে পারছি না। ওর মতন একটা ছোটলোককে তুমি কেন যে চা থেতে বলছ!
- চপলা। কেন মাথা ঘামাচ্চ ? তুমি বুঝতে পারবে না। আমি সম্ভানের মা। সম্ভানকে বাঁচাতে হ'লে মাকে অনেক ছোট হ'তে হয়। এতো সামান্ত। যাও, তুমি একটা চাকরকে ঠিকানাটা ভাল ক'রে বৃঝিয়ে দাও। সে আমার চিঠিটা নিয়ে এক্ফুনি যাবে।
- মহেন্দ্র। (চিন্তিত ভাবে বাইতে বাইতে দরজার নিকট হইতে দিরিয়া আসিয়া) কিন্তু সে অত সহজ পাত্র নয় যে তাকে এক পেয়ালা চা খাইবে ভূলিয়ে দেবে।
- চপলা। তুমি যাও। আমাকে চিঠিটা শেষ করতে দাও। এক পেয়ালা চাতে অনেক কিছু ভূলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। (মহেন্দ্র ভীত হইল। চপলা হাসিল।) যুথি কোথায় গ

मरहक्त। এथन ७ विहेद योगनि द्या ।

চপলা। তুমি বলেছিলে তাকে একটু সম্ঝে দেবে। সময় খুব বেশা নেই। গড়িমদি করলে কোনও চেষ্টাতেই হয় তো কোনও ফলই হবে না।

মহেন্দ্র। না আমি আদ্ধকেই একটা হেন্ত কেরব।

চপলা। হেস্ত নেস্ত করবার সময় সত্যি এসেছে। তুনি তোমার কাঞ্চ কর। আমিও অবিনাশের ব্যাপারটাকে আজই একটা হেস্ত নেস্ত করব।

মহেন্দ্র। (সন্দেহের সহিত) কি করবে তুমি ?

চপলা। বারবার বিরক্ত ক'রো না। যে ক'রেই হোক তার মুখ আমি বন্ধ করব। পারুলকে আমি বাঁচাব। যুথির ভবিশ্বং তোমার হাতে। এখনও শাসন করলে ফল পেতে পার।

- মহেক্র। তোমাব বা কিছু চিস্তা ভাবনা তার সবই দেখছি পারুলের জ্ঞা, যেন যুথি তোমার কেউ নয়।
- চপলা। পারুলের জন্ম বেশী চিন্তা করি যেহেতু তার কেউ নেই। তার কোনও আশ্রয় নেই।
- মহেন্দ্র। আশ্রয় নেই কেন ? আমি কি তাকে কথনও অনাদর করেছি ? নিজের মেয়ের মতই তাকে প্রতিপালন করেছি।
- চপলা। তবু তার কেউ নেই। তুমি তার কেউ নও। আমি তার কাছে
 অস্পুশু। বদি সব কথা প্রকাশ হ'রে পড়ে তাহ'লে বিজয়ও হয়তো
 তাকে পরিত্যাগ করবে। তার বাপ থেকেও নেই কারণ আমরাই তার
 কাছ থেকে ওকে লুকিয়ে রেখেছি স্কৃতরাং—

মহেন্দ্র। স্থতরাং ?

চপলা। স্থতরাং যার জন্ম তার আজ এই অসহায় অবস্থা ২য়েছে তাকেই একটা কিছু করতে হবে। তুমি যাও। একটা চাকরকে অবিনাশ গোয়েন্দার ঠিকানাটা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দাও।

> বিড়বিড় করিতে করিতে মহেল্রের প্রস্তান। চপলা পুনরায় লিখিতে লাগিল। চিন্তিতভাবে পারুলের প্রবেশ।

পারুল। মা!

চপলা। (তাড়াতাড়ি চিঠি চাপা দিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া) কি হরেছে মা?

পাৰুল। বিজয় এখন ও আসেনি ?

চপলা। এলে তো তোমার কাছেই আগে থেত মা। আমার মনে হয় পরাশর বাবুকে আনতে ষ্টেশনে গিয়েছে। (উঠিয়া পারুলকে আদর করিয়া) কি হয়েছে? পারুল। ওর ঘর থেকে একটা জিনিধ হারিয়েছে। সেই থেকে আমার ভারি মন থারাপ হ'য়ে গিয়েছে।

চপলা। (চমকাইয়া) কি হারিয়েছে ?

পারুল। এক শিশি বিষ।

চপলা। (প্রায় ধৈর্ঘাচ্যতি হইল) বিষ! কোথায় ছিল বিষ!

পারুল। ওর দেল্ফের উপরে ছিল। আমি কতদিন বারণ করেছি ওখানে রাথতে। (চপলার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া) ভূমি ভয় পাচছ কেন মা ?

চপলা। ভয় ! কই ? না, না, না, আমি ভয় পাব কেন ?

পারুল। না, তুমি সত্যি ভয় পেয়েছ। তোমার মুথ দেখে আমি বুঝতে পারছি তুমি ভয় পেয়েছ।

চপলা। (ঢোক গিলিয়া) তা হয় তো একটু পেয়েছি মা। বাড়ি থেকে বিষ হারিয়ে গেলে সস্তানের মা একটু ভন্ন পাবে বৈ কি।

পারুল। তুনি ভয় পেও না না। উনি হয়তো ডাক্তারথানাতেই ওটাকে নিয়ে গিয়েছেন।

চপলা। (আশ্বন্ধ হইয়া) হয় তো তাই করেছে বিজয়।

পারুল। একটা লোক পাঠিয়ে থবর নেব ?

চপলা। (ব্যস্তভাবে) না, না, না। আর একটু পরেই তোসে এসে যাবে। আমরা বেশী ভয় পেলে বিজয়ও তো চিস্তিত হ'রে পড়বে। কোথাও হয়তো আছে ধরেই। ভাল ক'রে একবার খুঁজে দেখ।

পারুল। আচছা, আমি আর একবার খুঁজে দেখি। (যাইতে উন্নত)

চপলা। (কোমল ভাবে) পারুল!

পারুল। (ফিরিয়া কাছে আসিয়া) আমাকে ডাকলে মা?

চপলা। (আদর করিতে করিতে আড়ষ্টভাবে) তোমার বধন ছেলে হবে তথন তুমি বুঝতে পারবে আমি তোমাকে কত ভালবাসি।

- পারুল। (হাসিরা) এই কথা কেন বলছ মা? তোমার মতন মা আর একটিও নেই।
- চপলা। তা আছে বৈ কি পারুল। দোষ ক্রটি নিয়েই আমরা বেঁচে থাকি। আমারও অনেক দোষ, অনেক ক্রটি আছে মা। কিন্তু আমি যথন মরে যাব তথন তোমার নিজের সম্ভানের মুথ দেথে তুমি আমার সকল ক্রটি মার্জনা ক'রো।

পারুল। ছি, তুমি মরবার কথা কেন বলছ ?

Бथना। मान्यस्यत्र कीवन, वना यात्र ना रहा।

পারুল। (হাদিয়া) কিন্তু তোমার কোনও ত্রুটিই যে নেই।

- চপলা। (অত্যন্ত মর্শ্মবেদনার সহিত) কিন্তু যদি কোনও দিন এমন কোনও ক্রটি তোমার চোথে পড়ে যা—যা তুমি ক্ষমা করতে চাইবে না তাহ'লে আমাকে এই ভেবে ক্ষমা করো যে তোমাকে আমি আমার নিজের জীবনের চাইতেও অনেক বেশী ভালবেসেছিলাম।
- পারুল। তোমার কি হয়েছে আজ ? তোমার কোনও দোষ থাকতে পারে একথা আমি কল্পনাও করতে পারি না মা। তোমার মতন মা যে সবার হয় না তা তো আমি নিজেই বুঝতে পারছি। তা ছাড়া সহরের সকলেই ব'লে যে তোমার মতন স্ত্রীও তারা বেশী দেখেনি। বাবাও সেই কথা অনেকবার বলেছেন।
- চপলা। (কটে আত্মনংযম করিয়া) আচ্ছা, তুমি এখন যাও মা। দেখ তো যথি কি করছে। আমার একট কাজ আছে।
- পারুল। (হাসিয়া) কিন্তু কথা দাও তুমি আর ওসব অলক্ষণে কথা বলবে না। চপলা। (চেষ্টা করিয়া হাসিয়া) আচ্ছা আর বলব না।
- পাৰুল। মনে থাকে যেন।

চপলা ভাড়াভাড়ি চিঠি শেষ করিয়া থামে পুরিয়া বেরারাকে ডাকিল কিন্ত কোনও দাড়া না পাইরা চিঠি হাতে করিয়া বাহিরে গেল। দঙ্গে দঙ্গে মহেন্দ্র এবং মুখিকার প্রবেশ। মুখিকা সুসক্ষিত। উভরেই উত্তেক্সিত।

মহেন্দ্র। তুমি আজও বাইরে যাচচ?

যৃথিকা। হাঁ বাবা, নাচিচ, কিন্তু এখন নয়। আমাদের এখানে একটা পার্টি আছে। সন্ধোর পর আমরা বাইরে যাব।

মহেন্দ্র। আমার এখানে তোমাদের আর পাটি করা চলবে না। অভ খরচ আমি বইতে পারব না।

যূথিকা। (হাসিয়া) তোমার টাকাগুলো খাবে কে ?

মহেন্দ্র। তুমি হেসোনা যুথি। আমি তোমার অনেক ছেলেমামুখী সম্ভ করেছি কিন্তু আর নয়। তোমার উচ্চুগুলতা মাত্রা ছাড়িয়ে গিরেছে।

যুথিকা। (বিরক্ত হইয়া) উচ্ছুজ্ঞালতা। ওঃ তুমিও বুঝি নবীনের দলে গিয়েছ?

মহেন্দ্র। নবীনের দল ব'লে কিছু নেই। যে কোনও ভন্তলোক নবীনের পক্ষে এবং তোমার বিপক্ষে কথা বলবে। সে তোমার স্বামী।

যুথিকা। অতএব সে আমার মাথা কিনে নিয়েছে।

মহেন্দ্র। মাথা কিনে নেয় নি কিন্তু এমন কোনও অপরাধ সে করেছে বলে আমাদের জানা নেই যার জন্ম এ রকম ভাবে তুমি তাকে অপমান করতে পার।

যুথিকা। সে দিনরাত আমার স্বাধানতার হস্তক্ষেপ করে, আমার বন্ধবান্ধবকে অপমান করে। সে আমার বন্ধু অপুর্ককে লম্পট বলেছে।

মহেক্র। (তীব্রভাবে) সে লম্পট নর ?

যুখিকা তাহার তীব্র দৃষ্টি সফ করিতে না পারিরা মুখ নামাইল। মংহক্র

কোনল হইল।

যথি! মা! তুমি ব্ঝতে পারছ না। ভেবে দেখ, নবীন তো মন্দ ছেলে নয়। সে পয়সা উপায় করতে পারে না, তাতে ক্ষতি কি? আমার তো যথেষ্ট পয়সা রয়েছে।

যুথিকা। নবীনের সঙ্গে আমার বনবে না। সে যা চায় আমি তা চাই না। আমি যা চাই সে তা দিতে পারে না।

हशलांद अत्वर्ग ।

মহেন্দ্র। (চপলাকে) শুনেছ ওর কথা ? (যৃথিকাকে) তৃমি কি চাও ? তুমি বিবাহ করেছ, সংসারী হওয়াই তোমার ধর্ম।

যৃথিকা। কিন্তু থাকে আনি ভালবাসি না তাকে নিয়ে সংগার করতে আমি অস্বীকার করি। এতে থদি ধর্ম ক্ষুপ্ত হয় হবে। পরকাল আমি মানি না। একটা অনির্দিষ্ট ভবিশ্বতের চিস্তান্ত আমি আমার জীবনটাকে নষ্ট করতে পারি না। সে চায় আমি আমার সমন্ত বন্ধুবান্ধর পরিত্যাপ ক'রে সমস্ত আমোদ প্রমোদ তুচ্ছ ক'রে শুধু তার মুখ চেয়ে বসে থাকি। কেন? সে চায় আমাকে গ্রাস করতে তার স্বামীত্বের অধিকারের বলে। শুধু অধিকার প্রয়োগ করা ছাড়া অন্ত কোনও ভাব থদি তার মনের মধ্যে থাকত, থদি আমার জন্ম তার এতটুকু ভালবাসা থাকত তাহ'লে সে মানুষ হবার চেষ্টা করত, এই রকম ক'রে শুশুর বাড়িতে বরজামাই হ'য়ে বসে থাকত না। সে আমাকে কি দিয়েছে?

চপলা। মা, আজ যৌবনের:প্রান্তে এসে আমি ব্রেছি যে দেনা পাওনার হিসাব দিয়ে ভালবাসা মাপা যায় না।

যৃথিকা। আমি যৌবনের প্রান্তে এখনও আসিনি।

চপলা। কিন্তু আসতে হবে একদিন।

বৃথিকা। যে দিন আসব সে দিন চিস্তা করব। আমি এখন চাই বাঁচতে। ভবিষ্যতের চিস্তা আমি করি না, পরকালেরও নর। চপলা। পরকাল অনেক দ্রের কথা মা। ইহকালের কথাই ভেবে দেখ। স্বামীকে যে পরিত্যাগ করে সেই স্বীলোককে সমাজ কথনও ক্ষমা করে না।

যৃথিকা। আমি সমাজের ভর করি না।

চপলা। বলা অত্যন্ত সহজ। কিন্তু ভয়ের কারণ বথন হবে তথন তোমার বন্ধবান্ধব কেউ এগিয়ে আসবে না। দিনের আলোতে ভূতের ভয় আমরা করি না কিন্তু যথন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে তথন ?

যৃথিকা। যথন আগবে তথন তোনার কথা শুন্ব, এখন নয়।

মহেন্দ্র। নাতোমাকে এখনই শুনতে হবে। আমাদের বা বক্তব্য আছে তাতোমাকে শুনতে হবে।

যুথিকা। তোমাদের যা বক্তব্য তা আমার বেশ জানা আছে। তোমরা ছজনে বিবাহ ক'রে স্থাী হয়েছ, আমি স্থাী হইনি। বিবাহের বন্ধনের মধ্যে তোমরা ভালবাসাকে খুঁজে পেয়েছ, কিন্তু আমি খুঁজে পাইনি। তোমরা আমার ছঃখ বুঝবে না। (চপলাকে) যে স্থামীকে ভালবাসি না তার সঙ্গে ঘর করা যে কি ছর্ভাগ্য তা তুমি বুঝবে না মা।

চপলা। আমি দব বৃঝি যৃথি। আবার স্বামীকে ত্যাগ ক'রে সমাজের বাইরে আদা যে কি হুর্তাগা তাও আমি জানি। আমরা যদি পাথর দিয়ে তৈরী হ'তাম তাহ'লে একপশলা বৃষ্টি হ'লে গারের ময়লা মুছে যেত, কিন্তু আমরা তা নই, আমরা রক্তমাংদে তৈরি। প্রত্যেক শিরায় শিরায় যে পাপ বইছে তাকে মুছে ফেলতে আমরা পারি না। শুধু একটিমাত্র উপায় আছে।

मरहतः। (वांधा मित्रां) ह्राना !

চপলা। তুমি বাধা দিও না। আমি ওকে সেই পথ দেখিয়ে দেব। আমি ওর মা। ওর ভবিশ্বৎ কল্পনা করতেও আমার বৃক কেটে যাছে। যৃথি ! আমি তোমাকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেব। সমাজকে উপেক্ষা শুধু সেই করতে পারে যে মহৎ, অর্থাৎ হুথ ছঃখকে যে সমান জ্ঞান করে, কিন্তু যে কুদ্র সোর্থের জন্মই তাকে সেই সমাজের ছয়ারে দয়া ভিক্ষা করতে হয় অথবা, আশ্রয় করতে হয় পাপ, প্রবঞ্চনা. অধর্ম, মিথ্যা। তোমাকেও তাই করতে হবে। লোকের কাছে এবং তোমার নিজের কাছে তোমার পাপকে ঢাকতে ঢাকতেই তোমার দিন কেটে যাবে। তোমার বুক ফেটে গিয়ে থণ্ড থণ্ড হয়ে যাবে, তোমার জীবন শ্মশান হ'য়ে যাবে, নিজের কাছেও তুমি অস্পৃশ্য হ'য়ে থাকবে। কিন্তু আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দেব। পারুল আমার চোথ ফুটয়ে দিয়েছে।

य्थिको। (मञ्दा) मिनि कि वदनह्र ?

চপলা। (স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া) বলেনি কিছু। কিন্তু সে নিজে পবিত্র বলে পবিত্রতার ধর্মকে সে বুঝেছে। তার মতে অপবিত্রতার অপমান সহা করার চাইতে আত্মহত্যা করা ভাল।

যুথিকা চমকাইল।

মহেন্দ্র। চপলা! তুমি মা হ'য়ে সম্ভানকে এমন কথা বলতে পারলে?
চপলা। হাঁা, আমি ওর মা ব'লেই বলতে পেরেছি। সম্ভানের শোকে
আমি পুড়ে ছাই হয়ে যাব কিন্তু সে বাঁচবে। মরে গিয়ে সে হঃসহ
যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। (যাইতে যাইতে) তিলে তিলে
মরার চাইতে মরে যাওরা ভাল, মরে যাওয়া ভাল।

চপলা দরশ্বার কাছে বাইতেই মাতাল অবস্থায় টলিতে টলিতে নবীনের প্রবেশ। নবীন। ত্র রে! ত্র রে! তারা সব কোথায় ? চপলা। (তীব্রভাবে) নবীন ! ব্যাপার কি ?

নবীন। ব্যাপার কিছুই নয়, আমি একটু মদ খেয়েছি। হিক্।

ठशना। यम (शराइ ?

নবীন। আজে হাঁা, আমি মদ থেয়েছি। আমি নাচতে জানিনা ব'লে যথি আমাকে পছন্দ করে না, তাই আমি মদ থেয়েছি। আমি আজ সবার সঙ্গে নাচব। মেয়েগুলো সব কোথায় ? হিক্।

মহেন্দ্র। নবীন, তুমি এত অধঃপাতে বেতে পার এটা নিব্দের চোথে না দেখলে আমার বিশ্বাস হ'ত না।

নবীন। হা-হা-হা । যুথির যে তাই পছন্দ। যত লম্পট ওর কাছে আসে তাদের সবাইকে আমি হার মানিয়ে ছাডব। হা-হা-হা-হা । যুথি, এখন আমাকে পছন্দ হয় তো? দেখ, আমি কেমন নাচতে শিথেছি, হা-হা-হা হা (নৃতোর ভঙ্গী করিতে যাইয়া হুড়মুড় করিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়া অঠৈতক্য হইন।)

যৃথিকা। তোমরা বলছ এই অপমানও আমাকে দহু করতে হবে ?

চপলা। (তীব্রভাবে) হাঁা, তোমাকে সহা করতে হবে, এর চাইতে আরও আনেক বেশী তোমাকে সহা করতে হবে, য়ান্ আই ফর য়ান্ আই, এ টুথ্ ফর এ টুথ্, (য্থিকার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) এ লাইফ ফর্ (নবীনকে দেথাইয়া) এ লাইফ, তোমাকে দিতে হবে। একটা জীবন তুমি ধ্বংস করেছ, তোমার নিজের জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত

চপলার প্রস্থান।

যুখিকা কাঁদিতে লাগিল। মহেন্দ্র কিংকর্ত্ব্যবিমৃচ। পরাশরের প্রবেশ।
নবীনকে মাটিতে দেখিরা দে খবাক হইল।

পরাশর। একি ?

মংহেক্স উত্তর দিতে না পারিয়া ছট্ফট্ করিতে লাগিল। পরাশর নবীনকে উঠাইল।

नवीन !

नवीन। ग्रा ?

পরাশর। একি? তুমি মদ থেয়েছ?

নবীন। হাা, আমি খেয়েছি।

নবীন কাদিতে লাগিল। পরাশর তাহাকে সাস্ত্রা দিতে লাগিল।

পরাশর। নবীন, সহজে হাল ছেড়ে দেওয়া যৌবনের ধর্ম নয়।

নবীন। আমি তা জানি মাষ্টার মশাই। আঘাতের বিনিময়ে আঘাত করাই যৌবনের ধর্ম্ম। আমি যা পেয়েছি ওর কাছ থেকে তাই ওকে হাঙ্গারগুণ ক'রে আমি ফিরিয়ে দেব, আমি প্রত্যেকটি আঘাত ফিরিয়ে দেব।

টলিঙে টলিভে প্রথম।

যৃথিকা। (উন্মার সহিত) বাবা !

মহেক্স। (চমকাইয়া)কে তোর বাবা ? আমি তোর বাবা নই। আমি ভুগুজন্মদাতা, কিন্তু তোকে জন্ম দিয়ে আমি ভূল করেছি।

যুথিকা। (ভীত হইয়া) বাবা।

মহেল্র। (চীৎকার করিরা) বেরিয়ে যা স্থম্থ থেকে, আমার স্থম্থ থেকে বেরিয়ে যা ।

যুথিকার প্রস্থান।

আমার মনে হচ্চে পুরাণো পাপ আবার মাথা নেড়ে উঠছে। সম্ভানকে বলি দিয়ে আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু কেন? আমি কি অক্সার করেছিলাম মাষ্টারমশাই ? আমি চপলাকে ভালবেসেছিলাম। ভালবাসা কি পাপ ?

নেপথ্যে নবীনের বিকট হাস্ত। মহেক্র চমকাইল। কিন্তু প্রকৃতিয় হইয়া পুনরার জিজাদা করিল

আ-আমি স্বীকার করি যে চপলার স্বামীর উপর আমরা অন্তায় করেছিলাম কিন্তু এই কথাও তো সত্যি যে আমরা হুজনে ভালবেসেছিলাম। তা ছাড়া পরেশ চপলাকে কি দিতে পারত? আমি চপলাকে যা দিয়েছি সে একে তা দিতে পারত কি?

নেপথ্যে নবীনের বিকট হাস্ত। সংহক্ত চীৎকার করিয়া উঠিল আঃ আমি আজই ঐ মাতালটাকে ঘাড় ধ'রে বের করে দেব।

> মহেলু নেগে হস্ম করিল। পরাশার চিন্তিত। বাস্তঠার সহিত বিভারের প্রেশ।

- বিজয়। মাটারমশাই ! (পরাশর নিঃশব্দে হাসিল) মাটারমশাই ! আমি যে পরেশবাবুকে আর আট্কে রাথতে পারছি না। উনি বলছেন যে এথনই উনি পারুলের সঙ্গে দেখা করবেন।
- পরাশর। আমিও আর ভাবতে পারছি না বিজয়। জাহাজ বাচ্ছে ডুবে, বক্যার মত জল এসে পড়ছে তার গহবরে, আমি হাত দিয়ে আর কত জল ফেলব ?
- বিজয়। কিন্তু পারুলকে কিছুতেই বলা যেতে পারে না। ওর যা শরীরের অবস্থা তাতে আমি ঠিক জানি যে ওকে বাঁচানো শক্ত হবে।

চপলার প্রবেশ।

চপলা। কাকে বাঁচানো শক্ত হবে বিজয়?

বিজয়। (চনকাইয়া) আজে, আমি পারুলের কথা বলছিলাম। ওর বা শারীরিক অবস্থা তাতে কোনও উত্তেজনা

চপলা। তুমি বুঝি নবীন আর যুথির ঝগড়ার কথা ভাবছ?

বিজয়। (ইতন্ততঃ করিরা) আজ্ঞে হাঁা, আমি সেই কথাই ভাবছিলাম।
চপলা। তুমি ওকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে এস। তুমি ওকে নিয়ে বরং
সমুদ্রের ধারে যেও। যার অস্ত নেই তাকে দেখলে হৃদয় শাস্ত হতে
পারে। (পরাশর বিজয়কে বাহিরে যাইতে ইন্সিত করিল। বিজয়
যাইতে উন্মত) বিজয়। তোমরা বাড়ি ফিরে সোজা শোবার ঘরে
চলে যেও। এই ঘরে তোমরা এস না। (হাসিয়া) এখানে তো
গোলমাল লেগেই আছে।

বিজয়। বেশ আমরা তাই করব।

যাইতে উত্তত।

চপলা। শোন।

বিজয় দাঁডাইল।

যদি এখানে কিছু গোলনাল হয় তাহ'লে পাৰুলকে তুমি এখানে আসতে দিও না।

বিজয়। (অবাক হইয়া) ওঃ

পরাশর তাহাকে ইক্তি করিল।

আছা তাই করব।

প্ৰস্থান।

চপলা। (তীব্রভাবে) পরাশর বাব্, বিজয় যদি জানত পারুলের আজ কি বিপদ উপস্থিত তাহলে—তাহলে…

পরাশর। আপনি কোন্ বিপদের কথা বলছেন ?

চপলা। (চতুর্দ্দিকে চাহিয়া) আপনি বোধ হর জ্ঞানেন যে পরেশ একটা গোয়েন্দাকে লাগিয়েছিল আমাকে খুঁজে বের করতে ?

পরাশর। জানি এবং আরও জানি যে সে কাল এই বাড়িতে এসেছিল।

চপলা। (চমকাইয়া) আপনি কি ক'রে জানলেন?

পরাশর। সে যে মান্রাজে আসবে তা বুঝতে পেরেই আমি আবার এথানে এসেছি। বিজয়ের কাছে শুনলাম অবিনাশের মত দেখতে একটা লোক কাল আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

চপলা। আপনি আর কি জানেন?

পরাশর। আর কিছু জানি না। কিন্তু তার চরিত্র দেখে বুঝতে পেরেছি যে সে টাকা চায়।

চপলা। হাঁা, সে এখন পাঁচ হাজার টাকা চায় এবং পরে মাসে মাসে হ'ল। পরাশর। আপনি কি টাকা দেবেন তাকে ?

চপলা। (গোপনীয় ভাবে) হাঁ দেব। কিন্তু বিজয়কে সে বলেছে যে তার হার্টের ব্যানো আছে। (উন্মতের মত) হি-হি-হি-হি।

পরাশর। (ভীত হইয়া) চপলা দেবী!

চপলা। এতগুলো টাকা পেয়ে তার হার্টফেল করাও তো অসম্ভব নয়, হি-হি-হি-হি।

পরাশর। (অস্বস্তির সহিত) চপলা দেবী, আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। আমার মনে হয় আপনার শুয়ে থাকা উচিত।

চপলা। (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া) হাা, আমি এবার বিশ্রাম করব কিন্তু আমার কান্ত এখনও শেষ হয় নি।

(যাইভে উত্তত)

পরাশর। চপলা দেবী!

हलना पाँडाईन।

আমার একটা কথা আছে। চপলা। আমার সঙ্গে ? পরাশর। আজ্ঞে হাঁা, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সে বাইরেই অপেক্ষা করছে।

চপলা। (সভয়ে) কে সে?

পরাশর। (ইতস্ততঃ করিয়া) পরেশ আমার সঙ্গে এসেছে।

চপলা। (চমকাইয়া) সে এখানে কেন?

পরাশর। অবিনাশ গোম্বেন্দার জক্ত পরেশ ভয় পেয়েছে। সে তার মেয়েকে নিয়ে থেতে চায়।

চপলা। না, না। প্রেশ তাকে বাঁচাতে পারবে না। অবিনাশ গোরেন্দার মুখ আমি বন্ধ করতে পারি, কিন্তু সে তা পারবে না।

পরাশর। তবু বাপের মন মানতে চাইবে কেন ?

চপলা। আপনি দেখছেন বাপের মন। পরাশর বাবু, আমি নীচ হ'তে পারি, কিন্তু তবু আমি মা, আমার দেহের প্রত্যেকটি রক্ত বিন্দু দিরে আমার সন্তানকে আমি ভালবাদি। আমার দেহের রক্ত অপবিত্র হ'তে পারে কিন্তু তার প্রত্যেকটি ফোঁটাকে আমি তার জন্ম নিঃশেষ ক'রে চেলে দিতে পারি।

পরাশর অবাক্ হইরা চাহিয়া রহিল।

বলুন, আপনি কি তবু পারুলকে নিয়ে বেতে চান ? (পরাশর ইতন্ততঃ করিতে লাগিল) বলুন।

পরাশর। আ-আপনি একবার পরেশের সঙ্গে দেখা করুন; আমি ওকে পাঠিরে দিচ্ছি।

> প্রছান। পরেশের প্রবেশ। পরেশ চপলার দিকে না ভাকাইয়াই কথা বলিতে লাগিল।

পরেশ। আমি পারুলকে নিরে যেতে এসেছি।

- চপলা। তোমাকে যে চেনাই যার না। তোমার এত পরিবর্ত্তন হবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি।
- পরেশ। আমার সম্বন্ধে তুমি অনেক কিছুই কল্পনা করতে পার নি। কিন্তু আমি আত্মীয়তা করতে এথানে আসিনি, আমি এসেছি আমার মেয়েকে নিয়ে যেতে।
- চপলা। তোমার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি তাই জিজ্ঞেদ করতে ইচ্ছে করে তুমি কেমন আছ।
- পরেশ। তুমি আমার সঙ্গে পরিহাস ক'রো না চপলা। আমার জক্ত এতটুকু দরদ থাকলেও তুমি আমাকে পথে বসিয়ে বেরিয়ে খেতে পারতে না।
- চপলা। তুমি তো পথে বসে নেই। পথে বেরিরেছিলাম আমি, পথেই আমি র'য়ে গিয়েছি, আমি মরবও পথেরই ধারে। তুমি জান পারুল তোমার। আমিও জানি সে তোমারই। আমি জানি আমার ইতিহাস সে যেদিন জানবে সেদিন সে আমাকে অভিশাপ করবে, তার সন্তানও আমাকে অভিশাপ করবে। তুমি দয়া ক'রে তাকে আমার কাছে রেখেছ। আমি তো দে দয়ার মধ্যাদা রেখেছি, তবে কেন নিয়ে য়াবে ?
- পরেশ। আ-আমি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতাম কিন্তু অবিনাশ গোয়েন্দা সব্প্রকাশ ক'রে দেবে। আমি চাই তার আগেই পারুনকে আমি নিজ মুখে বলব।
- চপলা। কিন্তু পারুল কি এই উত্তেজনা সহু করতে পারবে ? তুমি বোধকরি জান যে তার ছেলে হবে।
- পরেশ। কিন্তু অবিনাশের মুখে শোনার চাইতে আমার মুখে শোনা ভাল।
- চপলা। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যে অবিনাশ তাকে কিছু বলবে না। পাহলকে কিছু বলবার আগেই আমি তার মুখ বন্ধ করব।

- পরেশ। তুমি ওর মুথ বন্ধ করতে পারবে না। আমিও চেষ্টা করেছিলাম।
 আমি ওকে খুন করতে গিরেছিলাম কিন্তু--কিন্তু--
- চপলা। (মৃত্ হাসিয়া) কিন্তু তুমি খুন করতে পারনি। (গন্তীরভাবে)
 বদিও উচিত ছিল খুন করা।
- পরেশ। (অবাক্ ইইয়া চপলার দিকে চাহিয়া) চপলা!
 চপলা মৃত্র হাসিতে লাগিল।

চপলা! তুমি কি ওকে…

পলা টিপিয়া মারিবার ইঞ্চিত করিল। চপলা হাসিতে লাগিল। পরেশ ভীত হইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

কেউ জানবে না তো ?

- চপলা। জ্বাননেই বা ক্ষতি কি? আমার ফাঁদি হ'লে তো তুমি খুশিই হও। পরেশ। না, না, আমি কারুর মৃত্যু কামনা করি না। তুমি স্থপে থাক। তোমার তো সবই রয়েছে। আমার কিছুই নেই। তুমি আমার মেরেকে ফিরিয়ে দাও।
- চপলা। না, তা হয় না। পারুলকে এখন বলা ঘেতে পারে না। হঠাৎ এসব কথা শুনলে তাকে বাঁচানো শব্দ হবে।
- পরেশ। না, না, আমি বড় বড় ডাক্তার নিয়ে আসব। আমি সহরের সব ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসব।
- চপলা। কোনও ডাক্টারই কিছু করতে পারবে না যতদিন তোমার এই গোরেন্দাটা বেঁচে থাকবে। কিন্তু সব চাইতে বড় কথা এই যে আমার ইতিহাস শুনলে বিজয় পারুলকে পরিত্যাগ করবে।
- পরে। না, না, না, বিজয় পারুলকে ভালবাদে।
- চপলা। কিন্তু সামার ইতিহাস যে দিন সে জানবে সেদিন তার ভালবাসা বাম্পের মত বাতালে মিলিরে যাবে।

পরেশ। তা হ'লে উপায় ?

চপলা। (হাসিরা) উপার শীগ্গিরই হবে। যখন পারুলের ছেলে হবে তথন সেই সস্তানকে বিজয় ফেলতে পারবে কি ? তোমার নিজের মনকেই জিজাসা কর।

পরেশ। তুমি ঠিক বলেছ চপলা। সন্তানকে বক্স জন্তত্ত ফলে দিতে পারে না।

চপলা। স্থতরাং এই কটা দিন এই গোল্লেন্দাটাকে যেমন করেই ছোক আটকাতে হবে।

পরেশ। আমি ওকে গলা টিপে খুন করে ফেলব।

চপলা। (হাসিয়া) তুমি ফাঁসি গেলে পারুলের আর রইল কে ?

পরেশ। কেন তোমরাই তো রয়েছ। (উচ্ছাদের সহিত) তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলে, সে তোমাদেরই থাক্, আমি আমার জীবন দিয়ে তার কণ্টক গুলোকে সরিয়ে দিই।

চপলা। না, তা হয় না। ফাঁসি যেতে হ'লে আমিই যাব। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) জীবনে আমার আর স্পৃহা নেই।

পরেশ। কেন?

চপলা। (উত্তেজিত তাবে) তৃমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে আমি দিনরাত অসহা নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি? নিজের সন্তানের কাছে আমি আত্ম-গোপন করছি। যতই আমি তাকে ঢাকছি ততই আমার ছিন্নবন্ত্র ভেদ করে সে বেরিয়ে আসছে। প্রতি মৃহুর্ত্তে আমি ভঙ্গে মরছি যে পাঞ্চল আমার ইতিহাস জেনে কেলবে। সমাজকে আমি তৃচ্ছ জ্ঞান করি কিন্তু যাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি তার দ্বণা আমার কাছে মৃত্যুর চেয়েও কঠোর বিভীষিকা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমি আর সহা করতে পারছি না। (চিন্তা করিয়া) ওঃ আমি ভূলে গিয়েছিলাম। তোমার কাছে এসব কথা বলা আমার অক্সার হয়েছে। আমি ভুলে গিরেছিলাম যে তোমার ধর্মপত্মী হ'বেও আমি তোমাকে ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে এসেছিলাম। আ-আমি কুলটা। আমি তোমাকে আঘাত করেছিলাম, তুমি আঘাত পেরেছিলে, স্তরাং আমার হঃথে তোমার পক্ষে পুলি হওয়াই স্বাভাবিক।

পরেশ। তোমার হুঃখের কথা শুনতে আমি এথানে আসিনি।

চপলা। তবু তোমাকে শুনতে হবে। তোমাকে আৰু শুনতে হবে আমি কেন তোমাকে ছেড়ে এসেছিলাম।

পরেশ। আমি শুনতে চাই না।

চপলা। তুমি শুনতে না চাইলেও তোমাকে শুনতে হবে। তুমি আজ বড়
একটা হোটেলের মালিক হয়েছ, হাজার হাজার টাকা তুমি উপার
করছ। (হাসিয়া) তোমার চেহারাতেও আজ জৌলস এসেছে।
(পরেশ অপ্রস্তুত হইল।) কেন? তুমি যা কোনও দিন ছিলে না
আজ কেন তা হয়েছে? কেন? কেন?

পরেশ। আমি তোমার পরিহাদ শুনতে এখানে আসিনি। আমি এসেছি আমার মেরকে নিয়ে যেতে।

চপলা। (তীব্রভাবে) আমি জ্ঞানি তুমি মেয়েকে নিয়ে যেতে এসেছ। তুমি তাকে বা দিতে পারতে না আমি তাকে তাই দিয়েছি, তুমি রেথেছিলে অনাহারে কিন্তু আমি তাকে মহিমান্বিত করেছি—শিক্ষায়, দীক্ষায়, সৌন্দর্বো। তুমি দিয়েছিলে মৃত্যু, আমি দিয়েছি প্রাণ। তাই আমার কাছে থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে তুমি আজ ভদ্রলোক সেজে এসেছ। আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার জন্তু এই ত্ই বৎসর প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে তুমি অর্থ উপার্জ্জন করেছ, তুমি আজ মায়্ম্য হয়েছ। কিন্তু আমি বন্ধন তোমার কাছে হিলাম তথন আমার জন্তু তুমি কিছু করনি।

পরেশ। তুমি কি পারুলকে হিংসা কর ?

চললা। না, আমি হিংলা করি না তাকে। কিন্তু আমার সন্তানকে তুমি
এত ভালবাস দেখে আমার আন্ধ (ইতস্ততঃ করিয়া) অভিমান হচেচ।
তুমি তো ভালবাসতে জান, তবে কেন আমাকে উপেক্ষা করেছিলে?
আমাকে তুমি অনাহারে রেথেছিলে। তোমার উপেক্ষা সন্থ করতে
না পেরে আমি বাইরে এসেছিলাম। তাই আন্ধ পথের ধ্লোতে আমাকে
মরতে হবে। আমার হাদরের বক্ত আমি তার জন্তু ঢেলে দিতে পারি
তবু আমার সন্তান আমাকে অভিশাপ করবে কারণ সমাজের চোথে
সে পবিত্র, আমি অপবিত্র। যার দেহের প্রত্যেকটি রক্তবিন্দুকে
আমার হাদয় আলিঙ্কন করতে চায় সে আমাকে স্পর্শ করতেও কুণ্ঠিত
হবে, কারণ আমি কুলটা। তুমি তো প্রেমিক ছিলে না কোনও দিন।
তুমি ছিলে পাথরের মত নির্জীব। তুমি তোমার স্ত্রীকে এবং সন্তানকে
উপেক্ষা করেছিলে। তবে কেন এক যুগ পরে বেঁচে উঠলে তুমি?
একটি আঙ্গুলও যে কথনও তোলেনি সে কেন আন্ধ খুন ক'রে কাঁসি
যেতে চায়? কেন এত প্রেম? এক যুগ পরে কেন ? পরিহাস
আমি করিনি। পরিহাস করেছ তুমি, পরিহাস করেছেন ভগবান।

পরেশ। (বিচলিত হইয়া) চপলা, তুমি পারুলকে এত ভালবাস ?

চপলা। (মৃত্র হাসিয়া) ভালনাসি? দারিদ্রোর হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্ম একবার নরকে এসেছি। (উত্তেজিত ভাবে) যদি প্রয়োজন হয় আরও নিবিড় নরকে প্রবেশ করব একবার নয়, তুইবার নয়, তিনবার নয়, শত শত বার, শত শত বার।

পরেশ। (বিচলিত ইইয়া) আ-আমি চলে যাচিছ। তুমিই ওকে নাও।
' অবিনাশ যা থূশি বলুক। তুমি দব কথা অস্বীকার ক'রো। আমিও
অস্বীকার করব যে তুমি কথনও আমার স্বী ছিলে। পারুল যে আমার

মেরে, এই কথাও আমি অস্বীকার করব, আমি চেষ্টা করব তাকে ভূলে বেতে, সে তোমার কাছেই থাক।

চপলা। তুমি কেন আমাকে এত দয়া করছ?

পরেশ। (অঞ্চ ভারাক্রান্ত হইরা) তোমার এই প্রশ্নের হ্লবাব আমি দিতে পারব না।

চপলা। (মৃত্ হাসিয়া) তুমি আমাকে ভালবাস?

পরেশ। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) না আমি কাউকে ভাল বাসি না।

পরেশ কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর চোথ মুছিরা সে চলিরা

ষাইতে উন্মত হইল।

চপলা। শোন,

পরেশ দাঁড়াইল।

তুমি পারুলের দক্ষে দেখা ক'রে যেও। আমার মনে হর তার মন তাকে বলেছে তুমি তার কে।

পরেশ। (ভাঙ্গিয়া পড়িয়া) কেন র্থা দেখব তাকে ? সে স্থাপে থাক্। আমি তাকে আর দেখতে চাই না।

শরেশ ছুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। চগলা আন্ধবিশ্বত হইয়া
পরেশকে ধরিতে গেল কিন্তু কাছে বাইয়া নিরন্ত হইল।

চললা। তবু তুমি দেখা ক'রে যেও। আমাকে একটা হুঃস্বপ্ন ভেবে ভূলে যেও, কিন্তু পারুল স্থপ্ন নয়, সে সত্যি। যদি পার আমাকে কমা ক'রো এই ভেবে যে তোমার সন্তানকে আমি সর্বস্থ দান করেছি। চোথ মুছিতে মুছিতে পরেশের প্রহান। চপলা কিছুক্দণ দরজার বাথা রাথিরা চুপ করিরা রহিল। পরে মাথা তুলিরা জ্বং হাসিরা স্বপতঃ বলিল—
তুমি পারুলকে ভূলতে পারবে না। তুমি যে আজ ভালবাসতে শিখেছ।

মুদ্ধ হাসিতে হাসিতে উন্মন্তের যত হাসিরা

তুমি ভালবাসতে জানতে না ব'লে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু আজ তুমি এসেছ ভালবাসা নিয়ে। ভালবাসার জন্তু আজ তুমি নিজেকে বিলিয়ে দিতে এসেছ কিন্তু আমি রয়েছি ধুলোতে। আমি অপবিত্র তাই আমাকেই ভূলতে হবে। আমাকেই য়েতে হবে। আমি অশুচি। তাই যাবার আগে আমার সম্ভানের পথ থেকে এই আবর্জ্জনাকে আমি নিজ্ হাতে সরিয়ে দেব।

ব্দনিক ভূত্যের প্রবেশ।

ভূত্য। হজুর।

চপলা। কি চাই ?

ভূত্য। অবিনাশ বাবু এসেছেন। দেখা করতে চান।

চপলা। কে এদেছে? অবিনাশ?

ভূতা। হজুর।

চপলা। (উন্মত্তের মত হাসিয়া) হা-হা-হা-হা। অবিনাশ এসেছে ?

ভূত্য। (ভীত হইয়া) হজুর।

চপলা। তাকে নিম্নে আয় এথানে। তাকে আমি নিজের হাতে চা তৈরি ক'রে থাওয়াব। হা-হা-হা-হা।

ভূতা। হুজুর, তাকে এখানে নিয়ে আসব ?

চপলা। (প্রক্বতিস্থ হইয়া) হাঁ এথানেই নিয়ে আসবি। তাকে আমি চা থেতে নেমন্তর করেছি। তাড়াতাড়ি চারের বন্দোবন্ত কর।

ভতা। হজুর।

প্রস্থান।

চপলা। (স্বগতঃ) অবিনাশ গোৱেনা! তুমি আর মাত্র একটিবার চা থাবে।

জামার অন্তরাল হইতে বিষের শিশি পুলিরা উলাদের সহিত নিরীকণ করিয়া

স্পার মাত্র একটি বার।

বিবের শিশি পুনরায় জামার অন্তরালে রাখিল।

তুমি এখনও ব্রুতে পারনি যে অপবিত্র হ'লেও আমার রক্ত মাংসকে আমি এখনও ভূলিনি, তুমি এখনও ব্রুতে পারনি যে যার সর্ব্বনাশ তুমি করতে চাইছ তাকে দেখে এখনও আমার বুকের রক্ত তান ব'রে ক্ষীর হ'রে ঝরে যেতে চায়। তুমি আমার বধ্য। তুমি অস্কর। তোমাকে সংহার করাই আমার ধর্ম।

অবিনাশের প্রবেশ।

অবিনাশ। নমস্কার চপলা দেবী। আমি এসেছি।

চপলা। ওঃ তুমি এসেছ ? ভালই হয়েছে। তুমি ব'স, অবিনাশ বাবু। আমি চা আনাচ্ছি।

অবিনাশ। আবার চা থাওয়া কেন? সব মিটমাট হ'রে গেলে প্রত্যেক মাসেই তো আসতে হবে। তথন কত চা থেতে পারব, ছেঁ-ছেঁ-ছেঁ। চপলা। তুমি ব'স।

অবিনাশ বড় সোফার উপর বসিল।

আন্ধ তোমার সঙ্গে প্রথম আত্মীয়তা হ'ল, তাই একটু মিষ্টি মূধ করতেই হবে।

অবিনাশ। (অবাক্ হইয়া) আত্মীয়তা!

চপলা। (হাসিরা) আত্মীয়তা বৈ কি। আমি সারাদিন ভেবেছি। ভেবে দেখলাম বে তুমি সত্যি আমাদের উপকার করেছ। দেনা পাওনার কথা ভূলে যাও, তুমি ইচ্ছে করলে আমাদের অনেক অনিষ্ট করতে পারতে।

ষ্মবিনাশ। হেঁ-হেঁ-হেঁ। তা পারতাম বৈ কি। (হঠাৎ সন্দেহ করিয়া) ষ্মাপনি কি ভুলতে বললেন ?

চপলা। দেনা-পাওনার কথা ভুলতে বলছিলাম।

অবিনাশ। মানে, আপনি বলছেন টাকা দেবেন না ?

চপনা। (হানিয়া) টাকা দেব বৈ কি। আমি বলছিলাম টাকার চাইতে তোমার আত্মীয়তা অনেক বড়।

স্পবিনাশ। হেঁ-হেঁ-হেঁ। আমি ব্রুতে পারিনি। আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আত্মীয়তা টাকার চাইতে অনেক বড় বৈ কি। কিন্তু টাকাটা আজকে পাব তো ?

চপলা। (টেবিল হইতে ব্যাগ আনিয়া টাকা খুলিয়া দেখাইয়া) সব প্রান্তত।
কিন্তু একটা কথা আছে। তোমার দক্ষে যারা আছে তারা কিছু বলবে
না তো?

অবিনাশ। আপনি ক্ষেপেছেন ? আমি কি অতই বোকা যে তাদের কাছে
সব কথা ব'লে আমার অংশীদার করব ? তারা এই বিষয়ে কিছুই জানে
না। তাদের- বলেছি আপনাদের সঙ্গে আমার একটা ঝগড়া আছে।
মারধাের হ'তে পারে এই ভয়ে তাদের বলেছি যে আমি যদি সময়মত না
ফিরি তাহ'লে তারা যেন আমার খোঁজ করে এখানে। আপনারা
বুজিমান তাই টাকা দিয়ে মিটিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু আমাকে সাবধান হ'তেই
হবে। ছ্বা মারতেও পারতেন। হেঁ-হেঁ-হেঁ। গোয়েন্দাগিরি
আমার পেশা। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

থালাতে চারের পাত্র, পেরালা ইত্যাদি লইরা ভূত্যের প্রবেশ।

চপলা। আমার কাছে নিয়ে আয়।

ভূত্য একটি ছোট টেবিলে পালা রাথিরা চণলার কাছে লইরা আসিল এবং সব ঠিক আছে কিনা দেখিয়া প্রস্থান করিল।

স্মামার একটা সমুরোধ তোমাকে রাখতে হবে।

व्यविनाम । निम्ठब्रहे ताथव, निम्ठब्रहे ताथव । व्यापनि वन्त्र ।

চপলা। মাদে হ'শ বঁডড বেশী হয়। ওটাকে কিছু কমার্ডে হবে।

অবিনাশ। (পরোক্ষে ক্রুরভাবে হাসিয়া) তা আপনার বেমন অভিক্লচি। হেঁ-হেঁ-হেঁ। আপনি যা দেবেন আমি তাই নেব।

6পলা। আর একটা কথা। তুমি যখনই এখানে আসবে আত্মীরের মতই আসবে। টাকাকড়ির ব্যাপার যেন কেউ জানতে না পারে।

অবিনাশ। হেঁ-হেঁ-হেঁ। সে আর বলতে। আপনি অতিশর গোপনে আমাকে দেবেন, আমিও অতিশর গোপনে তাকে পকেটে তুলব। গোরেন্দাগিরি আমার পেশা। আমি চোরকেও চুরি করা শেখাতে পারি। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

চপলা। আমি একবার দেখে আসি কেউ এদিকে আসছে কিনা।
অবিনাশ। আপনি বস্থন। আমি বরং দরজাটা বন্ধ ক'রে দিই।
চপলা। না, না, না। তাতে কেউ সন্দেহ করতে পারে।
অবিনাশ। হাা, তাও তো বটে। দরজা বন্ধ দেখলে অনেক রকম সন্দেহ
করতে পারে বৈ কি।

চপলা। তুমি ব'স। আমি দেখে আসছি।

দরজার কাছে বাইরা ভাল করিয়া দেখির। বস্থানে আসিল।

ना क्छे तहे। यात्रि हा हान्हि।

পেরালাতে চা ঢালিল এবং ত্র্য চিনি দিল। কিন্তু পেরালা তাহার সামনেই রহিল। ব্যাগ হইতে নোটগুলি বুলিরা অবিনাশের কাছে গিরা ভাহার হাতে দিল।

টাকাগুলি গুণে নাও।

স্থবিনাশ। (টাকা পাইরা আত্মহারা হইরা) না, না, আর গুণে কি হবে ? দেখতেই পাচ্চি কত টাকা।

চপলা। তবু গুণে নাও। আমি গুণিনি।

व्यविनान । जो यथन वलाइन, जथन खालरे निष्कि, (ई-एई-एई-एई)।

অবিনাশ জিভে আঙ্গুল ভিজাইর। নোট গুণিতে লাগিল। এক, তুই, তিন----অক্স দিকে তার ক্রকেপ নাই। চপলা স্বস্থানে আসিরা অবিনাশের তন্মরতা
লক্ষ্য করির। জামার অন্তরাল হইতে বিষ-বাহির করিয়া বেশ
কিছুটা চারের পেয়ালাতে ঢালিয়া বিষের শিশি জামার
অন্তরালে রাখিল এবং চামচ দিয়া চা লাভিয়া

শেরালা অবিশাশের সন্মুপে টেবিলে রাখিল।

অবিনাশ তথনও গুণিতেছে।

চপলা। (অন্থিরভাবে) তুমি তাড়াতাড়ি গুণে নাও। কেউ এসে পড়বে। অবিনাশ। এই হ'রে গেল। আর ছ-চার খানা। চপলা। কে যেন আসছে এদিকে।

অবিনাশ। (চমকাইয়া) রাঁগ ? (তাড়াতাড়ি গণনা শেষ করিয়া) উনপঞ্চাশ-পঞ্চাশ। ঠিক আছে, পঞ্চাশ একশোতে পাঁচহান্ধার।

পরাশর। (নেপথ্যে) ওরা সব কোথায়?

চপলা। (চীৎকার করিয়া) পরাশর বাবু আসছেন।

অবিনাশ চমকাইল। কম্পিত হতে নোটগুলি পকেটে রাথিয়া দে ছোঁ মারিয়া চারের পেরালা তুলিরা এক চুমুক থাইল। পরাশরের প্রবেশ। অবিনাশের হাত কাঁপিতে লাগিল। চপলা সম্ভত্ত হইল। পরাশর উভরকে ভাল করিয়া দেখিল। পরাশর। (অবিনাশকে) তুমি এথানে ? চপলা। (কম্পিতস্বরে) আমরা একটা পরামর্শ করছিলাম। আ-আপনি একট চা থাবেন ?

পরাশর। আচ্ছা দিন। ওর সক্ষে আমারও একট পরামর্শ আছে।
চপলা চা ঢালিতে লাগিল। পরাশর অবিনাশের পাশে বসিল। অবিনাশ
ভয়ে জড়গড় হইয়া সোফার প্রান্তে সরিয়া বসিল। পরাশর তাহার
দিকে ভীবভাবে তাকাইল।

আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম এখানে আসতে।

অবিনাশ। আজে হাঁা, আ-আমি এখনই চলে থাছি। (উঠিতে উপ্তত)

চপলা। (এন্ডভাবে) তোমার চা প'ড়ে রইল যে। তুমি চা খেরে থাও।

অবিনাশ। আমি আজ থাই! আ-আর একদিন এসে চা খাব।

পরাশর। (তীব্রভাবে) তুমি আর কখনও এখানে আসবে না। তোমাকে

আগেই আমি সাবধান ক'রে দিয়েছিলাম। আর একবার সাবধান

ক'রে দিছি। তুমি আর কখনও এ বাড়িতে আসবে তা'হলৈ

অবিনাশ। আমি থাছি, এক্ল্নি থাছি, আর কক্ষণও আমি আসব না।

চপলা পরাশরের জন্তা এক পেরালা চা আনিরা টেবিলে রাখিল।

অবিনাশ উঠিতে উন্তত।

চপলা। (মিনতির সহিত) পরাশর বাবু! অবিনাশ আমার অতিথি। আমি ওকে চা থেতে নেমত্তর করেছি।

অবিনাশ। হাঁা, উনি আমাকে নেমন্তর করেছিলেন। তাই আমি এসেছি। পরাশর। (অবিনাশের পেয়ালা তুলিয়া) তা'হলে তাড়াভাড়ি চা থেরে: চ'লে যাও।

অবিনাশ ইতন্তত: করিতে লাগিল।

অবিনাশ কম্পিতহন্তে পেয়ালা ধরিল এবং একচুনুকে নিঃশেবে পান করিল। পেয়ালা টেবিলে রাথিয়াই সে বুকে হাত দিয়া অসহ্য বেদনার চীংকার করিয়া উঠিল।

অবিনাশ। আঃ!

পরাশর! (ভীত হইয়া) ব্যাপার কি?

অবিনাশ। আঃ! কে আছ, আমাকে বাঁচাও।

চপলা সম্ভন্ত।

পরাশর। 'কি বলছ তুমি ? তোমার কি হয়েছে ? অবিনাশ। আঃ! কে আছ আমাকে বাঁচাও।

বিজয়ের বেগে প্রবেশ।

বিজ্ঞা। ব্যাপার কি ? কি হয়েছে ?

অবিনাশ। ডাক্তার বাবু! আমাকে বাঁচান। এই পরাশর বাবু আমাকে বিষ থাইরেছে।

পরাশর। অবিনাশ ! তুমি মিছে কথা বলছ।

অবিনাশ। (তাহার কথা আড়ষ্ট হইয়া আসিন) আমি সত্যি কথাই বলছি ডাক্তার বাবু। পরাশর বাবু আমাকে কলকাতার ভর দেখিরেছিল যে আমি এখানে এনে আমাকে বিষ খাইরে মারবে। আজ নিজের হাতে সে আমাকে চারের পেয়ালা দিয়েছে। আমি তাই খেয়েছি। আঃ! আঃ! আঃ!

অবিনাশ জ্ঞান হারাইল। বিজয় নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিল অবিনাশ মৃতপ্রায়। ভরে
ভয়ে সে পরাশরের দিকে তাকাইল। পরাশর মুখ ফিরাইয়া বিক্ষিতভাবে চপলার
দিকে তাকাইল। চপলা অতিশর চঞ্চলিতভাবে হাত কচলাইতেছে।
হঠাৎ বিজয় কি মনে করিরা অবিনাশের চোখ মুখ হাত পা
ইত্যাদি ভাল করির। দেখিতে লাগিল। দেখা শেষ
হইসে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নাতালের মত

हेनिएक मात्रिम ।

বিজ্ঞর। একে সত্যি সত্যি বিষ খাওরান হয়েছে। এই বিষের কোনও সমৃধ নেই। কিন্তু এই বিষ যে আমার বর থেকে চুরি হয়েছে। আপনি আসার আগেই চুরি হয়েছে।

চপলা। (উন্মত্তের মত হাসিতে লাগিল।) হা-হা-হা-হা

বিজয় চনকাইয়া মন্ত্রন্ধার মত চপলার দিকে তাকাইল। পরাশর বিপদ
গুণিল। বাহিরে কোলাহল—"অবিনাশ বাবু কোধার ? তাকে

আমরা দেধতে চাই। আমরা আর দেরী করব না ইত্যাদি।"

পরাশর তাড়াভাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া বিজ্ঞরের

ছই কাঁবে হাত দিল।

পরাশর। বিজয় ! এখন চিন্তা করবার অবসর নেই। অবিনাশ তোমাকে বলেছিল যে তার হার্টের ব্যারাম আছে।

विकार। किन्ह 'अ य भरत योष्टि विष थ्या ।

পরাশর। না, সে বিষ থেয়ে ময়ে যাচ্ছে না। সে মরে যাচ্ছে হার্টফেল ক'রে।

বিজয়। (অবাক্ হইয়া) মাষ্টারমশাই !

পরাশর। আঃ বিজয় ! তুমি জান না অবিনাশ কে ?

বিৰুষ। কে এই অবিনাশ ?

পরাশর। সে একটা গোয়েন্দা। তুমি জানতে বহুদিন আগে পরেশ একটা গোমেন্দাকে লাগিয়েছিল এদের খুঁজে বের করতে। এতদিনে সে মহেন্দ্রকে খুঁজে পেয়েছিল।

চপলা চমকাইয়া বিজয়ের দিকে চাহিল।

সে এখন ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে এসেছিল। টাকা না দিলে সে পারুলকে সর্ব ব'লে দিত।

চপলা। (অতি বিশ্বয়ের সহিত, বিজয়কে) তুমি জানতে পরেশ বাব্ আমার কে? বিজয়। (অসহ বেদনার সহিত) হা।

চপলা। তবু তুমি পারুলকে বিবাহ করেছিলে ?

বিজয়। হাঁ।

চপলা। সব জেনেও তুমি পারুলকে ভালবেদেছিলে?

विख्या है।

চপলা। তবে কেন আমি বিষ দিলাম ওকে ?

ছুটিয়া অবিনাশের কাছে পিয়া তাহাকে সজোরে ঝাঁকিয়া

অবিনাশ ! তুমি বেঁচে ওঠ। তোমাকে আমি আমার সর্বস্থ বিলিয়ে দেব। তুমি বেঁচে ওঠ। অবিনাশ ! অবিনাশ !

অবিনাশ চোথ মেলিয়া বিকটভাবে হাসিল।

অবিনাশ, তোমাকে আমি লাথ টাকা দেব। তুমি বেঁচে উঠে আমাকে বাঁচতে দাও, আমার সর্বস্থ তোমাকে বিলিয়ে দেব। তুমি বেঁচে ওঠ। বেঁচে ওঠ।

অবিনাশ। (যেন ছই হাতে টাকা আঁকড়াইয়া ধরিতেছে এই ভাব দেখাইয়া চীৎকার করিল।) আঃ!

অবিনাশ প্রাণত্যাগ করিল।

চপলা। (যেন পৃথিবী তাহার পদতল হইতে সরিয়া গেল এইরূপ ভাবিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।) আঃ-আঃ-আঃ

কিছুক্ষণ কাঁদিয়া বিজয়কে ধরিয়া ভীবভাবে

তুমি সব জানতে তবু আমি কেন বিষ দিলাম ওকে ?

বিজয়। (কাঁদিয়া) আমি জানি না।

চপলা। কেউ জানে না, শুধু আমি জানি। হা-হা-হা। (কাঁদিয়া) বে ভালবাসতে জানত না সে-ও আজ ভালবাসতে শিথেছে। যাকে হত্যা করার প্রব্যোজন ছিল না তাকেও আমি বিষ দিয়ে মেরেছি। তোমরা কেউ জান না কিন্তু আমি জানি। (চপলা উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিল)।

- পরাশর। (তীব্রভাবে) চপলা দেবী ! অবিনাশের থোঁজ করতে কয়েকজন লোক এসেছে। পারুলের শরীরের অবস্থা মনে ক'রে আপ্নাকে স্থির হ'তে হবে।
- চপলা। হাঁা, পারুলকে বাঁচাতেই হবে। আমি যাই। (উন্মন্ত ভাবে)
 আমি ওকে বেশ ক'রে লুকিয়ে রাখব।

ষাইতে উত্তত। পরাশর ছুটিয়া তাহার পথরোধ করিল।

পরাশর। না, আপনাকে এখানে চুপ ক'রে বসে থাকতে হবে। আপনাকে মনে রাথতে হবে যে পারুলের জীবন বিপন্ন।

চপলা। হাঁা, আমি মনে রাথব, আমি নিশ্চয়ই মনে রাথব। প্রাশ্ব। আপুনি এখানে বস্তন।

চপলা চুপ করিয়া বদিল। তাহার চোথে মুখে উন্মাদের লক্ষণ।

বিজয় ! আমি দরজা খুলে দিচ্ছি । তুমিও মনে রেথ পারুলের জীবন বিপন্ন। (উভয়ের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া পরাশর দরজা খুলিয়া দিল) ওরে, তোরা কে আছিন্ ? শীগ্গির এদিকে আয় তো।

ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। হজুর, বাইরে ছটো লোক চেঁচানেচি করছে। বলছে অবিনাশ বাবুর সঙ্গে তারা এখনই দেখা করবে।

পরাশর। অবিনাশ বাবু অস্ত্র। নিষে আয় ওদের।

ভূত্য বাইতে উদ্ভত।

শোন্। ভাক্তার বাবুর ব্যাগটা আগে নিরে আর।

ভূতা। আচহা হজুর।

পরশের চারের পেরালা সরাইরা থালাতে রাথিল। ব্যাপ লইরা ভৃত্যের প্রবেশ। পরাশর ব্যাপ লইল। ভৃত্যের প্রহান।

পরাশর। বিজয় একটা ইন্জেক্সন্ দাও।

বিভায় চমকাইল।

দাও বলছি।

স্বপ্নাবিষ্টের মন্ত বিজ্ঞার ইন্জেক্সন্ প্রস্তুত করিল। অবিনাশের বন্ধু তুইজন লোকের প্রবেশ। ভাষারা এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অবিনাশকে দেখিল।

১নং। একি ? অবিনাশ বাবুর কি হয়েছে ?

বিজয়। (গন্তীর ভাবে) আন্তে কথা বলুন। আপনারা বোধ হয় জানেন ওর হার্ট ধারাপ ছিল।

১নং। (২ নম্বরের দিকে চাহিয়া) হার্ট খারাপ ?

ছুই নম্বর কোনও জবাব না দিরা মুখ বিকৃত করিল বেন তাহার বিশ্বাস হর না। বিজয়। আপনারা একটু দাঁড়ান। একটা ইনজেক্সন্ দিয়ে নিই।

हैन एक कमन निवा नाष्ट्री पविवा माथा नाष्टिल।

ना, कान कन इ'ल ना।

১নং। তার মানে - (হাত দিয়া অবিনাশকে দেখাইয়া) মরে গিয়েছে ?

विकार। दें।। शर्वे त्यन् करत्रह ।

২নং। হার্ট ফেল করেছে ? হার্ট কি অমনি ফেল করে ?

বিজয়। হাঁা করে, যদি হার্ট থারাপ থাকে। কোনও সাময়িক উত্তেজনাতে ওরকম হ'তে পারে।

১নং। এমন কি উত্তেজনা হ'তে পারে ? আমরা জানভাম এই বাড়িতে

কার সঙ্গে ওর ঝগড়া ছিল। হাতাহাতি হ'তে পারে এমন ভর তার ছিল। সেই জন্মই সময় মত ফিরে না গেলে আমাদের আসতে বলেছিল। বিজয়। কিন্তু হাতাহাতির কোনও চিহ্ন নেই গায়ে আপনারা নিজেরাই দেখুন।

> শং এবং ২নং দৃষ্টি বিনিময় করিল এবং ১নং অবিনাশের গায়ে হাত দিল। পকেটে হাত পড়িতেই দে চমকাইল এবং টাকার নোটগুলি টানিয়া বাহির করিল। '১নং এবং ২নং চকু বিফারিত করিল কারণ তাহারা কবনও একদক্ষে এতটাকা দেপে নাই। চপলার চকু ব্যলিয়া উঠিল। দে উল্লিস্ত হইল। বিজয় অবাক। পরাশর মৃত্র হাসিতে লাগিল।

২নং। কত টাকা?

১নং। হাজার পাঁচেক হবে।

২নং। পাঁচ হাজার! (কপালের ঘাম মুছিয়া) এত টাকা সে কোথায় পেলে?

পরাশর। (মৃত্ হাসিয়া) আমরা তা জানি না। আমরা ওর ঠিকানাও জানি না। আপনারা ওর বন্ধু। ওর আত্মীয় ট্রস্কন কে কোথায় আছে আমরা তাও জানি না। আপনারাই জানেন। স্থতরাং এই টাকা আপনারা নিতে পারেন। অবগু তাহ'লে শেষ কাজগুলো আপনাদের করতে হবে। যদি করেন ভাল। আমরা লোকজন দিচ্ছি, আপনারা শ্মশানে নিয়ে যান। নতুবা, টাকাগুলো দিন আমরাই ব্যবস্থা করব। (পরাশর হাত পাতিল)

১নং। (হাত সরাইয়া) না, না, না। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমরা একটু পরার্মর্শ ক'রে নিই।

) नर **এवर २नर द्विष्मत्र এक** श्रास्त्र व्यामिन।

১নং। ওর ঠিকানা তো কেউ জানে না দেখছি।

২নং। সে রকমই তোমনে হয়।

১নং। তাহ'লে ভাগাভাগি করলে কেমন হয় ?

২নং। (এদিক ওদিক চাহিয়া) মন্দ কি?

১নং। তা স্থাল এস। (পরাশরের কাছে আসিয়া) দেখুন, আমরা ভেবে দেখলাম আমরাই যখন ওর একমাত্র বন্ধু এখানে তখন শেষ কাজটা আমরা না করলে ভাল দেখায় না। হেঁ—হেঁ—হেঁ। তাহ'লে আপনি লোকজন ডাকুন। আমরা এগুলোর ভার নিলাম। ওর আখ্রীয় স্বজনদের দিয়ে দেব।

59ना। श—श—श−श - श।

১নং। (চমকাইরা) টান হাসছেন কেন?

পরাশর। ও কিছু নয়। চোথের সামনে একটা লোক মরে গেল তাই খুব উত্তেঞ্জিত হয়েছেন।

মহেন্দ্রের প্রবেশ।

মহেন্দ্র। ব্যাপার কি ?

পরাশর। অবিনাশ হার্টফেন ক'রে মরেছে।

Бथना । रा—रा—रा—रा।

মহেন্দ্র। (চমকাইয়া) চপলা!

(म व्यवाक् इरेश । हलला शिक्त । विका ।

পরাশর। চপলা দেবী খুব উত্তেজিত হয়েছেন। আপনি ওকে সাস্থনা দিন।

মহেন্দ্র। (কাছে আসিয়া, হাত বাড়াইয়া) চপলা!

চপলা। (চীৎকার করিয়া) তুমি আমাকে ছুঁরোনা, ছুঁরোনা বলছি।

চীৎকার শুনিরা ভূত্যের প্রবেশ।

মহেন্দ্র। (পুনরায় হাত বাড়াইয়া) চপলা!

চপলা। (চীৎকার করিয়া) আঃ, আমাকে ছুঁ য়োনা, তুমি অপবিত্র।
পরাশর। (মহেন্দ্রকে ধরিয়া) মহেন্দ্রবাব্, আপনি এদিকে আস্থন। ঘরের
মধ্যে মড়া প'ড়ে থাকা ঠিক নয়। আস্থন ধরুন। (ভূত্যকে) তুই
ধর তো। (১নং এবং ২নং কে) আপনারাও ধরুন।
১নং। (ধরিয়া বিজ্ঞারের প্রতি) আপনি একটা সার্টিফিকেট্ লিথে দিন।
পরাশর। তার জন্ম ভাববেন না। আগে একে বাইরে নিয়ে চলুন।

পরাশর, মহেন্দ্র, ভৃত্য এবং আগস্কক্ষর অবিনাশের মৃতদেহ বাহিরে লইরাপেল। পরাশরের পুন: প্রবেশ। লিখিবার টেবিল হইতে কাগজ লইয়াদে বিজ্ঞায়ের কাছে ধরিল।

পরাশর। লেখ।

চেরারে বনিয়া বিজ্ঞার কম্পিত হতে লিখিল। পরাশার কাপজ লইয়া পড়িয়া মুদ্র হাসিল।

তুমি ব'দ। আমি আদছি।

পরাশরের প্রস্থান।

বিজয় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

চপলা। (চীৎকার করিয়া) কিছুই এখনও শেষ হয় নি। ভালবাসলেই তোমাকে কাঁদতে হবে। এই তো মোটে স্থক হ'ল। আরও কত কাঁদতে হবে তোমাকে। তোমরা কিছুই জান না, কিন্তু আমি সব জানি। হা-হা-হা-হা।

ভদ্ন বিহ্নলভাবে পরেশের প্রবেশ। পরেশ বিজয়কে লক্ষ্য করিল না।
পরেশ। চপলা! তুমি কি সত্যি সত্যি স্কান্ত কন এলে ?

রেশ। (আর্দ্র-চোখে) তুমি কেন এ কাজ করলে চপলা? আমি তো বলেছিলাম সব অত্মীকার করব।

াগা। হা-হা-হা-হা। যে কখনও ভালবাসতে জানত না আজ এক যুগ পরে সে পুরুসছে আমাকে ভালবাসতে। কিন্তু আমি ঝুলছি ফাঁসি কাষ্টে, হা-হা-হা-।

विवा छैटेक:यदा कांनिया छैठेन।

রেশ। (চমকাইয়া) কে ?

গলা। হা-হা-হা-হা। তুমি জান, বিজয় জানত যে পাকল তোমারই মেয়ে।
তবু তাকে বিয়ে করেছিল ভালবেদে। সে জানত আমি কুলটা তবু
পাকলকে সে ঘণা করে নি। কিন্তু আমি সেই কথা বিজয়ের কাছে
লকোবার জন্ম বিষ দিয়েছি ঐ গোয়েন্দাটাকে। হা-হা-হা-হা।
প্রয়োজন ছিল না, তবু নিজের হাতে আমি আমার গলায় ফাঁসি পরিয়ে
দিয়েছি। হা হা-হা-হা।

হাসিতে হাসিতে অধীরভাবে চপলা কাঁদিতে লাগিল। চোথ মুছিতে মুছিতে বিজরের প্রস্থান। পরেশ চপলার কাছে আসিয়া তাহাকে ধরিতে উত্তত
হইল কিন্ত নিরস্ত হইয়া চপলার কাছে গাঁটু গাড়িয়া বসিয়া
ক্র্পাইয়া কাঁদিতে লাগিল। পরাশরের প্রবেশ।
সে প্রথমে অবাক্ হইল। পরে মুদ্র হাসিয়া
দুই হাত ছড়াইয়া বলিল—

গরাশর। সংসার! হোটেল! (বেদনার সহিত) এথানে কেউ কারুর নয়। কিন্তু-----(পরেশ এবং চপলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) এই মর্শ্ম বেদনার চোথ ভেদে যায়, আমার—বৃক ভেকে যায়।

পরেশ এবং চপলা উচ্চৈ: খরে কাঁদিতে লাগিল।

যবনিক।।